ইয়াযিদকে নিন্দা করার বৈধতা ও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি র.

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অনুবাদ ও টীকা

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

(الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد)

ইয়াযিদকে নিন্দা করার বৈধতা

ও

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন

মূল

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি র.

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অনুবাদ ও টীকা

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

কারবালায় শাহাদাত বরণকারী
ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু
ও
তাঁর সঙ্গী-সাথিগণের উদ্দেশে

ইয়াযিদকে নিন্দা করার বৈধতা ও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন

মূল : ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি র.
অনুবাদ ও টীকা: আব্দুল্লাহ যোবায়ের
সম্পাদনা : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪২৫
জানুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

YAZIDKE NINDA KORAR BOIDHOTA O BIRUDDHOBADIDER JHUKTIKHANDON
by Emam Abdul Faraz Ibn al-Jawzi R.
Tranaslated by Abdullah Jobair
Edited by Professor Dr. Muhammad Abdur Rashid
Published by Oitijjhya
Date of Publication : January 2019

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2019 Abdullah Jobair
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

Price: Taka 150.00 US$ 4.00
ISBN 978-984-776-459-7

'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে
ফিরলে যাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন,
তারা সেই শিশুটিকেই হত্যা করেছে।'

—রাবি ইবন খাইসাম আস সাওরি (মৃ. ৬৮২ খ্রি.)

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

আল্লামা ইবনুল জাওযি র. প্রণীত *'আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি মিন যাম্মি ইয়াযিদ'* ক্ষুদ্র কলেবরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ। ইমাম ইবনুল জাওযি র. একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইয়াযিদপন্থীদের সমুচিত জবাব দানের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশেও একই প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ মুহূর্তে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

সম্মানিত পাঠক! কারবালার সেই ভয়াবহ দিনটির কথা স্মরণ করুন। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি শুধু একটিবারের জন্য জালিম ইয়াযিদের আনুগত্য মেনে নিতেন, তাহলে তাঁর প্রাণরক্ষা হতো, তাঁর পরিবারের সবাই রক্ষা পেতেন, পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য সব তাঁর পদতলে এসে ধরা দিত। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিলেন তিনি। সেদিন তাঁর মর্মান্তিক শাহাদাতের মধ্য দিয়ে উম্মতের উপর যে দুর্দশা নেমে এসেছিল, কিয়ামত পর্যন্ত তার আর কোনো নজির পাওয়া যাবে না।

একশ্রেণির মানুষ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছেড়ে শয়তান ও প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে ইয়াযিদের পক্ষ নেয়। ইয়াযিদের নামে মিথ্যা মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এবং 'রহিমাহুল্লাহ' বলে ইমানদার মানুষের মনে কষ্ট দেয়। তাদের মতামত সঠিক বলে ধরে নিলে ইয়াযিদ নয়, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। অথচ ইয়াযিদের ফাসিক হবার ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের আলিমগণের ইজমা ছিল।

ইয়াযিদকে লানত দিতে কাউকে বাধ্য করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। যে ইয়াযিদকে লানত দিচ্ছে, সে দিতে থাক। কিংবা যে চুপ আছে, সে চুপ থাকুক। আমাদের তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে অন্যায়ভাবে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করা, নির্লজ্জভাবে ইয়াযিদের পক্ষ নেয়া, তাকে দায়মুক্ত করার অপচেষ্টা করা, তার ফযিলত বর্ণনায় মিথ্যা হাদিস রচনা করা, অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দোহাই দিয়ে কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড, পবিত্র মদিনায় সংঘটিত হাররার গণহত্যা এবং মক্কায় পবিত্র কাবাঘর ধ্বংসকে হালকাভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা—এসবে আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। তাই তাদের ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করা এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

বৈরুতের দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত ইবনুল জাওযি র.-এর মূল আরবি গ্রন্থটির সাথে এ অনুবাদ আমি পুরোটা মিলিয়ে দেখেছি। আমার মতে অনুবাদকর্মটি অত্যন্ত সাবলীল ও যথাযথ হয়েছে। আশা করছি এ গ্রন্থের ওয়াসিলায় পরকালে আমরা আহলুল বায়তের সান্নিধ্যে পৌছার সুযোগ পাব; মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত লাভ করতে পারব।

গ্রন্থটি পাঠকের হৃদয় জয় করবে বলে আমি আশাবাদী। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
rashidnumani@yahoo.com

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও সাহায্যে ইবনুল জাওযি র. এর একটি মূল্যবান গ্রন্থ *'আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি মিন যাম্মি ইয়াযিদ'* এর বাংলা অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হলো। এ শিরোনামের আক্ষরিক অর্থ 'সেই একগুঁয়ে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তির খণ্ডন, যে ইয়াযিদকে নিন্দা করতে বাধা দেয়।' বাংলাভাষীদের মনে রাখার সুবিধার্থে আমরা গ্রন্থটির বাংলা নামকরণ করলাম, *'ইয়াযিদকে নিন্দা করার বৈধতা ও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন'*। এছাড়া প্রয়োজন বিবেচনায় 'ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি র. : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও অবদান' এবং 'ইয়াযিদ সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ যুক্ত করা হলো। ইবনুল জাওযি র. গ্রন্থটিকে মোট ১৩টি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছিলেন। সবগুলো পরিচ্ছেদে বিষয়বস্তুর আলোকে একটি শিরোনাম যোগ করা হলো।

কিছু মানুষ সবসময় সত্য থেকে বিচ্যুত থাকে, জোট বাঁধে অসৎ মানুষের সাথে। আব্দুল মুগিস হাম্বলি নামের তেমনি এক হাম্বলি আলেম ইয়াযিদের ফযিলত নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিল। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ইয়াযিদকে লানত দেয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওযি র. এর মতামত খণ্ডন করা হলেও গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সবারই মনোকষ্টের কারণ হয়েছে। পরবর্তীতে ইমাম ইবনুল জাওযি নিজেই আব্দুল মুগিসের অবান্তর যুক্তিতর্ক খণ্ডন করে এ বইটি লিখেছিলেন। ইমাম ইবনুল জাওযি ইয়াযিদি মৌলভি আব্দুল মুগিসকে 'এই শায়খ' বলে সম্বোধন করেছেন। আমিও সেই সম্বোধন সচেতনভাবেই ঠিক রাখলাম। কারণ এদেশেও কিছু ব্যক্তি, যারা নামের আগে শায়খ লাগিয়ে পূর্বযুগের আলিমগণের মতো ইলমের অধিকারী সাজতে চায়, তারা ঠিক আব্দুল মুগিসের মতোই চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়ে ইয়াযিদের সাফাই গায়। তারা মনে করে ইয়াযিদকে যুগশ্রেষ্ঠ অলি প্রমাণ করার ভেতরেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। এজন্য তারা ইতিহাস বিকৃতি থেকে শুরু করে জাল হাদিস তৈরি ও নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে না। অথচ এরাই প্রতিনিয়ত সহিহ হাদিস চর্চার জ্ঞান দেয় আমাদেরকে। যাবতীয় ইতিহাস গ্রন্থকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এদেশের একজন মূর্খ আলিম ইয়াযিদকে সাহাবি বলে ঘোষণা দিয়েছিল। তার পথ ধরে আরেকজন বলেছিল ইয়াযিদ কারবালার ঘটনায় রাগান্বিত হয়ে ইবন যিয়াদকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। এছাড়া তারা ইয়াযিদকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও পরহেযগার তাবেঈ

প্রমাণের চেষ্টায় ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শির মোবারকের অবমাননা, পবিত্র মদিনার হাররায় সংঘটিত পৈশাচিক ঘটনা, কাবাঘর ধ্বংসের মর্মন্তুদ ঘটনা—সবই এড়িয়ে যায়। এমনকি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খারেজী বলার ধৃষ্টতাও কেউ কেউ দেখিয়েছে। যার অন্তরে ন্যূনতম ইমান আছে, তার হৃদয়ে নবিপ্রেম থাকতে বাধ্য। নবিপ্রেমের দাবি হলো আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা। আহলে বায়তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নবিপ্রেমের দাবি করা খাঁটি মুনাফেকি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর সাথে সুর মিলিয়ে তাই আমরাও বলতে চাই, কোনো মুমিন ইয়াযিদকে ভালোবাসতে পারে না। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ও ইয়াযিদের পক্ষে তাদের এ অবস্থানে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও শঙ্কিত।

আল্লামা ইবনুল জাওযি র. হলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিম ও জ্ঞানের রাজ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর এ গ্রন্থটি পাঠ করে ইয়াযিদপন্থীদের সুমতি হলে এবং নিদেনপক্ষে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে উঠলে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার শত ব্যস্ততা পেছনে রেখে বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। স্যারকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার একজন দিনি ভাই জনাব মুহসিন কামাল খুবই বেদনার্থ মনে আমাকে এই বইটি অনুবাদের জোর তাগাদা দিয়েছিলেন। ইয়াযিদ সম্পর্কে তাঁর লেখা নোট আমার অনেক উপকারে এসেছে। পুরো বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, মারজান আহমদ চৌধুরী, মানজুর হোসাইন, পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী, ডা. খাজা আমির ফয়সাল, মুহসিন কামাল প্রমুখ। ঐতিহ্যের প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম ভাইয়ের উদ্যোগে অতি অল্প সময়ে বইটি আলোর মুখ দেখল। মহান আল্লাহ তাঁদের সবাইকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠক সেগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর করলে কৃতজ্ঞচিত্তে পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর বংশধরদের প্রতি ইমানি ভালোবাসা আমাদেরকে আচ্ছাদিত করুক। তাঁদের সাথে যেন আমাদের হাশর হয়। আল্লাহুম্মা আমিন।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
jobairabdullahbayan@gmail.com

২৬ মহররম, ১৪৪০ হি.
মোহাম্মদপুর

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি র.
সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও অবদান

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

ইমাম ইবনুল জাওযি র. এর পুরো নাম জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবন আলি ইবন মুহাম্মদ ইবন আলি ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাম্মাদি ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কাসিম ইবন নদর ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আস সিদ্দিক আল কুরাশি আত তায়মি আল বাকরি আল বাগদাদি আল হাম্বলি।

দেখা যাচ্ছে তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর আস সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। তাঁর নবম ঊর্ধ্বতন পুরুষ জাফরকে মূলত জাওযি বলা হতো। জাওযাহ নামে বসরায় একটি এলাকা আছে। সম্ভবত সেদিকে নিসবত করেই জাফরকে জাওযি বলা হতো।

ইবনুল জাওযি র. এর জন্মতারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ধারণা করা যায় তিনি ৫০৭ অথবা ৫০৯ অথবা ৫১০ হিজরিতে কোনো এক সময় বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৫১০ হিজরির (১১২৬ খ্রি.) মতটিই বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ ইবনুন নাজ্জার লিখেছেন, স্বয়ং ইবনুল জাওযির হাতের লেখা থেকে আমি লিখে নিয়েছি, তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে আমার জন্মতারিখ জানি না। তবে আমার বাবা ৫১৪ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। আমার মা বলেছিলেন, তখন তোমার বয়স ছিল তিন বছরের মতো।'

বাবার ইন্তিকালের পর তাঁর মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি তাঁর ফুফুর কাছে বড় হয়ে ওঠেন। ইবনুল জাওযির পরিবার অর্থনৈতিকভাবেই খুবই সচ্ছল ছিলেন। তাঁরা মূলত তামার ব্যবসা করতেন। তাই তাঁর জ্ঞানার্জনের জন্য পিতৃবিয়োগ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

ছোটবেলা থেকেই তিনি যাহিদ ও পরহেযগার ছিলেন। আল্লামা ইবন কাসির তাঁকে নিয়ে বলেছেন,

'ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ধার্মিক; নিজেকে নিয়ে থাকতেন। কারো সাথে মিশতেন না, সন্দেহজনক খাবার খেতেন না, জুমআর নামাযে অংশ নেয়ার জন্য ছাড়া বাসা থেকেও বেরুতেন না। অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতেন না।'

ইবনুল জাওযি কিছুটা বড় হয়ে ওঠার পর তাঁর ফুফু তাঁকে হাফিজ আবুল ফযল ইবন নাসিরের কাছে দিয়ে আসেন। তিনি ইবনুল জাওযির তালিম-তারবিয়তের দায়িত্ব পালন করেন। ইবনুল জাওযি তাঁর কাছ থেকে হাদিস শোনেন। তখনই তিনি কুরআন হিফজ করেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ওয়াজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর শায়খ ইবনুয যাগুনি বিষয়টি খেয়াল করে তাঁকে ওয়াজ শিক্ষা দেন।

ইবনুল জাওযি নিজেই তাঁর ৮৭ জন শায়খের তালিকা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

১. আবুল কাসিম ইবনুল হুসাইন
২. আবু আব্দুল্লাহ আল হুসাইন
৩. আবু বকর আদ দিনাওয়ারি
৪. আবু মানসুর আল জাওয়ালিকি
৫. আবুল ফদল ইবনুন নাদির
৬. আহমদ ইবন আহমদ আল মুতাওয়াক্কেলি
৭. কাযি আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বাকি আল আনসারি
৮. আবু সাদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আয যাওজানি

হাদিস শাস্ত্রে তিনজন নারী তাঁর উসতায ছিলেন। তাঁরা হলেন :

১. ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ ইবন হুসাইন আর রাযি আল বাযযার
২. ফাতিমা বিনত আবু হাকিম আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহিম আল খায়যি
৩. শাহদা বিনত মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আবেরি

হাদিস শিক্ষার জন্য ইবনুল জাওযি কখনো বাগদাদের বাইরে যাননি। বাগদাদে থেকেই তিনি *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনান ইবন মাজাহ, সুনান আবু দাউদ, সুনান তিরমিযি, সুনান নাসাঈ, ইবন সাদের তাবাকাত, মুসনাদে আহমদ, হিলয়াতুল আউলিয়া* ইত্যাদি গ্রন্থ আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। স্মৃতিশক্তি রক্ষায় তিনি নিজেও অনেক যত্নবান ছিলেন। *'কিতাবুল হাসসি আলা তালাবিল ইলম'* গ্রন্থে তিনি স্মৃতিবর্ধক খাদ্য ও ঔষধের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, মুসলিম জাতি নিজেদের গ্রন্থাবলি হিফজের মাধ্যমে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

ইবনুল জাওযির কাছ থেকে অসংখ্য মানুষ জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁদের সবার নাম ইতিহাসগ্রন্থাদি সংরক্ষণ করতে পারেনি। তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রের নাম নিম্নরূপ :

১. ইবনুল জাওযির বড় ছেলে মুহিউদ্দীন ইউসুফ
২. হাফিজ আব্দুল গনি
৩. মুওয়াফফিকুদ্দিন ইবন কুদামা
৪. ইবনুল জাওযির নাতি শামসুদ্দিন ইউসুফ ইবন কিয্ওগল
৫. ইবনুন নাজ্জার
৬. ইবনুদ দুবাইসি
৭. ইবন আব্দুদ দায়েম

ইলম চর্চা ও ওয়াজ-নসিহতের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং আব্দুল আযিয, আবুল কাসিম আলি, মুহিউদ্দিন ইউসুফ নামের তিন পুত্র ও রাবিয়া (সিবত্ ইবনুল জাওযির মাতা), শারাফুন নিসা, যয়নব, জাওহারা, সিত্তুল উলামাইস সাগিরাহ নামে চার কন্যার জনক ছিলেন।

ওয়ায-নসিহতের ক্ষেত্রে তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওয়াজের মজলিসে সমগ্র কুরআন কারিমের তাফসির সমাপ্ত করেন। তৎকালীন আব্বাসি খলিফা কেবল তাঁর মজলিসে অংশ নিতেন। তাঁর দরসে পাঁচ থেকে দশ হাজার এবং ওয়াজের মজলিসে এক লক্ষ মানুষের সমাগম হতো। তিনি নিজেই তাঁর *'কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাককিরিন'* গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর হাতে লক্ষাধিক মানুষ তাওবা করেছে। এছাড়া প্রায় বিশ হাজার ইহুদি ও খ্রিষ্টান তাঁর হাতে তাওবা করেছিল। ইমাম যাহাবি বলেছেন, 'ওয়াজের ক্ষেত্রে তাঁর মতো আর কেউ আগে বা পরে আসেননি। তিনি ছিলেন ওয়াজের ঝাণ্ডাবাহী।'

ইবনুল জাওযি মাত্র সতরো বছর বয়সে ৫২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গ্রন্থরচনা শুরু করেন। ওয়াজ-নসিহতের সাথে তিনি সমানতালে লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। ইমাম যাহাবি বলেছেন, 'এই মানুষটির মতো এত গ্রন্থরচনা করেছে, এমন কোনো আলিম আমি দেখিনি। ইবনুল জাওযি নিজেই তাঁর রচনা করা তিনশো গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন। তাঁর নাতি সিবত্ ইবনুল জাওযি *'মিরআতুয যামান ফি তারিখিল আ'য়ান'* নামক গ্রন্থে আড়াইশ গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন। ইবনুল জাওযির মেজো ছেলে আবুল কাসিম আলি পিতার অবাধ্য ছিলেন। তিনি পিতার অনেক গ্রন্থ নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেন। সেজন্য অনেক গ্রন্থই হারিয়ে গেছে। এরপরও একশোর মতো গ্রন্থ আজও টিকে আছে। এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাফসির, হাদিস, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ওয়াজ-নসিহত, চিকিৎসাবিজ্ঞান,

প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা থেকে শুরু করে নানান বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনার নাম নিম্নরূপ :

১. যাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির (৪ খণ্ড)
২. নাওয়াসিখুল কুরআন
৩. দাফউ শুবাহিত তাশবিহ
৪. আল মাউদুআত মিনাল আহাদিসিল মারফুআত
৫. সিফাতুস সাফওয়াহ (৪ খণ্ড)
৬. তালবিসু ইবলিস
৭. আত তাযকিরা ফিল ওয়াজ
৮. আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুসতাফা
৯. আল মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম (১৯ খণ্ড)
১০. তারিখু বায়তিল মাকদিস
১১. কিতাবুল হুমাকা ওয়াল মুগাফফিলিন
১২. কিতাবুল আযকিয়া
১৩. কিতাবুল হাসসি আলা হিফজিল ইলম
১৪. বুসতানুল ওয়ায়েজিন ওয়া রিয়াদুস সামিঈন
১৫. বাহরুদ দুমু
১৬. দুরারুল জাওয়াহির মিন কালামিশ শায়খ আবদিল কাদির
১৭. আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি মিন যাম্মি ইয়াযিদ
১৮. সাইদুল খাতির
১৯. মিনহাজুল কাসিদিন
২০. আশ শিফা ফি মাওয়ায়িযিল মুলুকি ওয়াল খুলাফা
২১. লুকতাতুল আজলান
২২. আত তালখিস ফিল ফিকহ
২৩. আল জাদাল (৩ খণ্ড)
২৪. হালুল হাল্লাজ (২ খণ্ড)
২৫. ফুনুনুল আফনান ফি উলুমিল কুরআন
২৬. আল বাদাইয়ুদ দাল্লাহ আলা উজুদিস সানি
২৭. তিব্বুশ শুয়ুখ
২৮. রুহুর রুহ
২৯. লাআলিল খুতাব
৩০. আত তাআযিল মুলুকিয়্যাহ
৩১. আল মুসতাদরাক আলা ইবনি আকিল

৩২. কিয়ামুল লায়ল (৩ খণ্ড)
৩৩. মুনাজাযাতুল উমর
৩৪. যাম্মুল মুসকির
৩৫. আফাতুল মুহাদ্দিসিন

ইবনুল জাওযি র. এর ভেতরে একই সাথে অনেক দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি যেমন জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, তেমনি ইবাদতগুযার ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর নাতি শামসুদ্দিন আবুল মুযাফফর বলেছেন, 'আমি নিজে আমার নানাকে বলতে শুনেছি, 'এই আঙুলগুলো দিয়ে আমি দুহাজার খণ্ড বই লিখেছি। আমার হাতে এক লক্ষ লোক তাওবা করেছে, বিশ হাজার লোক মুসলমান হয়েছে।' তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। জুমআর সালাত অথবা কোনো মজলিসে যাওয়া ছাড়া বাসা থেকে বের হতেন না।'

শেষ বয়সে ইবনুল জাওযি র. বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি র. এর একজন পুত্র ও পৌত্র তাঁর বিরুদ্ধে খলিফার কান ভারী করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি আব্দুল কাদির জিলানি র. এর সমালোচনা করেন। এই অভিযোগ একেবারেই বানোয়াট বলে মনে হয়। কারণ আমাদের জানামতে শায়খ জিলানিকে নিয়ে যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের পুরোভাগে ইবনুল জাওযি আছেন। শায়খ জিলানি র.-কে নিয়ে তিনি *'দুরারুল জাওয়াহির মিন কালামিশ শায়খ আবদিল কাদির'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তিনি একজন নাসেবি অর্থাৎ আহলে বায়ত বিদ্বেষী। তৎকালীন শিয়া উযির ইবনুল কাসসাবকে বুঝানো হয় যে, তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। তাই তিনি নাসেবি। ষড়যন্ত্রকারীদের কর্মকাণ্ডের ফলে তিনি ওয়াসিত শহরে গ্রেফতার হন এবং পাঁচ বছর কারাবন্দি জীবন যাপন করেন। অবশেষে তৎকালীন খলিফার মায়ের সুপারিশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি যে নাসেরি ছিরেন না, এ বইটি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইবনুল জাওযি র. ৫৯৭ হি./ ১২০০ খ্রি. ১২ রমজান জুমআর রাতে ইন্তিকাল করেন। সেদিন বাগদাদের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল, পুরো শহর জুড়ে শোকের আবহ ছড়িয়ে পড়েছিল। জানাযায় এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে, বলা হয়, অনেক মানুষ রোযা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল।

সাহরির সময় তাঁর গোসল দেয়া হলো। তখন বিশিষ্ট সুফি শায়খ ইবন সুকাইনা উপস্থিত ছিলেন। ইবনুল জাওযির পুত্র আবুল কাসিম আলি জানাযা পড়ালেন। কারণ লোকজনের চাপে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লাশের কাছেই আসতে পারছিলেন না। এরপর তাঁকে বাগদাদ শহরের পশ্চিমাংশে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. এর

কবরের কাছে বাবু হারব নামক স্থানে দাফন করা হয়। সে রাতে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আহমদ ইবন সুলায়মান আস সুক্কার ইবনুল জাওযিকে স্বপ্নে দেখেন—তিনি ইয়াকুত পাথরের একটি মিম্বরে বসে আছেন। তাঁর কাছে ফিরিশতারাও আছে।

তাঁর ইন্তিকালে লোকজন এতই মর্মাহত হয়েছিল যে, পুরো রমজান মাস জুড়ে তারা তাঁর কবরের পাশে কুরআন খতম করতে থাকে। এমনকি রাতের বেলা মোমবাতি জ্বালিয়েও তিলাওয়াত করা হতে থাকে।

ইবনুল জাওযি র. ইন্তিকালের আগে তাঁর কবরে নিম্নোক্ত চরণগুলো লিখে রাখতে বলে গিয়েছিলেন :

يا كثير العفو عمن + كثر الذنب لديه
جاءك المذنب يرجو + الصفح عن جرم يديه
أنا ضيف وجزاء + الضيف إحسا اليه

'যাদের পাপরাশি অনেক হয়েছে,
তাদের প্রতি হে পরম ক্ষমাশীল!
এই পাপী আপনার কাছে এসেছে–
নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমার আশায়।
আমি তো আপনার মেহমান।
সদাচারণই তো মেহমানের প্রাপ্য।'

আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ
রচনার প্রেক্ষাপট

ইমাম ইবনুল জাওযি র. এ বইটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো সেই প্রেক্ষাপটের সাথে আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের অনেকটাই মিল আছে। এ বইয়ে ইবনুল জাওযি র. প্রতিপক্ষের যেসব অবান্তর যুক্তি ও দুর্বল দলিল খণ্ডন করেছেন, এখনকার ইয়াযিদ পন্থীরাও একই যুক্তি, একই দলিল দিয়ে থাকে। তাই আমরা আশা করছি এ গ্রন্থটি আগের মতো তাদের অপপ্রচার রোধে কাজে আসবে। আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।

বাগদাদে ইবনুল জাওযি র. যখন ওয়াজ করতেন, তখন তাঁর সমতুল্য আলেম আর কেউ ছিল না। এজন্য প্রায়ই তাঁর প্রতিপক্ষ ও হিংসুকরা তাঁকে নানা ধরনের প্রশ্ন করত, যাতে জবাব দিয়ে তিনি কোন ভাবে ফেঁসে না যান অথবা তাঁকে বেকায়দায় ফেলা যায়। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে উত্তম? আবু বকর রা. নাকি আলি রা.?' তিনি দ্রুততার সাথে জবাব দিলেন, 'যার অধীনে তাঁর মেয়ে আছে, সেই উত্তম।' একথা বলেই তিনি দ্রুত মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। ফলে প্রশ্নকর্তা আর তাঁর উত্তরের ব্যাখ্যা জানার সুযোগ পেল না।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে যারা আবু বকর রা. কে শ্রেষ্ঠ মনে করত, তারা বলল, আবু বকরই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁর মেয়ে আইশা রা. কে তিনি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। আইশা রা. স্বাভাবিকভাবেই পিতার অধীন।

অন্যপক্ষের লোকেরা ভাবল এখানে আলি রা. এর কথা বলা হচ্ছে। কারণ মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা ফাতিমা রা. কে আলি রা. এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ফাতিমা রা. ও তাঁর স্বামীর অধীন।

ইবনুল জাওযি র. খুব দ্রুততার সাথে মোক্ষম জবাব দিতে পারতেন।

ইয়াযিদকে লানত দেয়া নিয়েও এভাবে ইবনুল জাওযি র. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'চুপ থাকাই উত্তম।' প্রশ্নকর্তা বলেছিল, 'চুপ থাকা

ভালো, তা তো জানিই। তাকে লানত দেয়া জায়েয হবে কি না, সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

তখন ইবনুল জাওযি জবাব দিলেন, 'সেই লোককে নিয়ে তোমরা কী বল, যে মাত্র তিন বছর ক্ষমতায় ছিল। প্রথম বছর সে হুসাইন রা. কে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বছর মদিনাবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে এবং মদিনাকে তিনদিনের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছে। সর্বশেষ বছর কাবাঘরে গোলা মেরে কাবাঘর ধ্বংস করেছে।' তারা বলল, 'তাহলে লানত দেব!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। লানত দেবে।' তখন ইবনুল জাওযি র. বাগদাদের মজলিসের মিম্বরে বসে খলিফা আন নাসির লি দিনিল্লাহ (১১৮০ খ্রি.—১২২৫ খ্রি.) এবং বিশিষ্ট আলিমগণের সামনে সরাসরি ইয়াযিদকে লানত দিলেন। যারা এ মতের সমর্থক ছিল না, তারা মজলিস ছেড়ে উঠে চলে গেল। তারা তখন তিলাওয়াত করছিল,

أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

'জেনে রাখো, ধ্বংসই ছিল মাদাইয়ানবাসীর পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামুদ সম্প্রদায়।' (আল কুরআনুল কারিম, ১১ : ৯৫)

এ ঘটনা শুনে ইবনুল জাওযি র. কে রদ করার জন্য আব্দুল মুগিস হাম্বলি তৎপর হয়ে উঠল। সে *'ফাদাইলু ইয়াযিদ'* বা 'ইয়াযিদের মর্যাদা' নামে আশ্চর্য একটি গ্রন্থ লিখল। এ বই দেখে ইবনুল জাওযি নিজেই আব্দুল মুগিসের এ গ্রন্থ খণ্ডন করে *'আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি মিন যাম্মি ইয়াযিদ'* নামের এ বইটি লিখলেন।

যাই হোক, ইবনুল জাওযি র. ও আব্দুল মুগিসের মধ্যকার শত্রুতা বেড়ে চলল। আব্দুল মুগিসের বইটির বিষয়বস্তু অন্যান্য আলিমগণও পছন্দ করতে পারেননি।

বইটির ব্যাপারে ইবন কাছির র. বলেছেন, 'সে এতে নানান আশ্চর্য বিষয় নিয়ে এসেছে।' (আল কামিল, খ. ১১, পৃ. ৫৬২)

তিনি আরও বলেছেন, 'এতে সে আশ্চর্যজনক ও অপ্রচলিত নানান বিষয় নিয়ে এসেছে। ইবনুল জাওযি তার খণ্ডন করেছেন। তাঁর সে খণ্ডন সঠিক ও যথাযথ হয়েছে।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১২, পৃ. ৩২৮)

ইমাম যাহাবি বলেছেন, 'সে এ বইটিতে অনেক মাউযু বা বানোয়াট বিষয় নিয়ে এসেছে।' (আল ইবার)

তিনি আরও বলেছেন, 'সে এই গ্রন্থটি না লিখলেই ভালো হতো।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

যাই হোক, ইবনুল জাওযি র. ও আব্দুল মুগিসের মধ্যকার বিবাদের বিষয়টি পুরো বাগদাদ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম যাহাবি, ইবন কাছির, ইবন তায়মিয়া প্রমুখ

উল্লেখ করেছেন, 'খলিফার কানেও গেল যে, আব্দুল মুগিস ইয়াযিদকে গালমন্দ করতে বাধা দেয়। তখন খলিফা ছদ্মবেশ নিয়ে আব্দুল মুগিসের কাছে গেলেন। আব্দুল মুগিস তাকে চিনে ফেলল। কিন্তু ধরা দিল না। খলিফা ইয়াযিদকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, তাকে লানত দেয়া যাবে কি না? আব্দুল মুগিস জবাব দিল, 'আমি তাকে লানত দেয়া সমীচীন মনে করি না। কারণ [লানতের] এই দরজা খুলে দিলে লোকেরা আমাদের খলিফাকেও লানত দেয়া শুরু করবে।'

খলিফা বললেন, 'কেন?'

সে বলল, 'কারণ খলিফা অমুক অমুক খারাপ কাজ অনেক বেশি করেছে।' একথা বলে আব্দুল মুগিস নিজেই খলিফার বাজে কাজের ফিরিস্তি গুনতে শুরু করল। শেষপর্যন্ত খলিফা বললেন, 'শায়খ! আমার জন্য দুআ করো।' একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

এ বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়, আব্দুল মুগিস নিতান্ত প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে ইয়াযিদের মদদে এগিয়ে গেছে, আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি কিংবা সত্যানুসন্ধান আদৌ তার উদ্দেশ্য নয়। উপরন্তু গ্রন্থটিকে সে রাজা-বাদশার কাছাকাছি যাওয়ার, তাদের রেজামন্দি অর্জনের একটি উপায় বানিয়েছে।

ইবন রজব হাম্বলি র. এ ঘটনাকে একটু ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

'আব্দুল মুগিস একদিন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. এর কবর যিয়ারত করতে গিয়েছিল। খলিফা নাসির সেদিন কবরের কাছে তাকে দেখে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই তো সেই আব্দুল মুগিস, যে ইয়াযিদের মর্যাদায় বই লিখেছ?'

আব্দুল মুগিস সাথে সাথে বলল, 'তার কোনো মর্যাদা আছে—এমন বলা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে আমাদের মাযহাবে একটি নিয়ম আছে। তা হলো, মুসলিমদের খলিফার ভেতর যদি আচমকা পাপাচার দেখাও যায়, তবু তার বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব হবে না।' একথা শুনে বাদশা খুব সন্তুষ্ট হলেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাপাচারী খলিফার বাইয়াত ভঙ্গ করা বেশিরভাগ আলিমের মতেই না-জায়েয। আব্দুল মুগিসের একথাকে ইমাম ইবনুল জাওযি র. খণ্ডন করেননি। এর বদলে আব্দুল মুগিস ইয়াযিদের পক্ষে যেসব অবান্তর যুক্তি নিয়ে এসেছে, সেগুলো খণ্ডন করেছেন। এছাড়া ইয়াযিদ যথার্থভাবে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।



'আর রাদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিটির প্রথম পৃষ্ঠা।

ইমাম ইবনুল জাওযির এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বাগদাদের মাকতাবাতুল আওকাফে সংরক্ষিত আছে। ইবনুল জাওযি র. যে এ বইটি রচনা করেছিলেন, তা অসংখ্য জীবনীকারের বক্তব্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সিবত ইবনুল জাওযি *তাযকিরাতুল খাওয়াস* গ্রন্থে, ইবনুল আসির *আল কামিল* গ্রন্থে, ইবন কাসির *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে, ইবন তায়মিয়া *মিনহাজুস সুন্নাহ* গ্রন্থে, ইবন রজব হাম্বলি *আয যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা* গ্রন্থে, ইমাম যাহাবি *সিয়ারু আলামিন নুবালা* গ্রন্থে, ইবন হাজার হায়তামি *আস সাওয়াইকুল মুহরিকা* গ্রন্থে, হাজি খলিফা *কাশফুয যুনুন* গ্রন্থে, ইসমাঈল পাশা *হাদিয়াতুল আরিফিন* গ্রন্থে এ বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে ইবনুল আসির, ইবন কাসির, ইবন তায়মিয়া, যাহাবি প্রমুখ সরাসরি বইয়ের নাম উল্লেখ না করলেও এটুকু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ইমাম ইবনুল জাওযি র. ইয়াযিদকে লানত দেয়ার বৈধতা নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনা করেছেন। অন্যরা সবাই বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইয়াযিদ সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত
একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
আব্দুল্লাহ যোবায়ের

ইয়াযিদের ফাসিক হবার ব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। অল্প কয়েকজন আলিম এক্ষেত্রে ভিন্নমত দিয়েছেন। ইয়াযিদের ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ইয়াযিদকে কাফির বলা প্রসঙ্গ

এক্ষেত্রে আলিমগণের মতভেদ নিম্নরূপ :

ক. ইয়াযিদ কাফির

ইয়াযিদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে তাকে সরাসরি কাফের বলেছেন ইবন আকিল ও আল্লামা আলুসি র.।

তাফসিরে রুহুল বয়ানে আল্লামা আলুসি র. উল্লেখ করেছেন, ইয়াযিদের কাছে যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ শহিদগণের শিরগুলো বর্শায় বিদ্ধ করে নিয়ে আসা হলো, তখন সে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিল। যার শেষ পঙক্তি ছিল নিম্নরূপ :

نَعَبَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ قُلْ أَوْ لَا تَقُلْ + فَقَدِ اقْتَضَيْتُ مِنَ الرَّسُولِ دُيُونِي

'কাক ডাকল কা-কা করে; বললাম, তুমি বলো আর নাই বলো,
আমি তো রসুলের কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে নিয়েছি।'

আল্লামা আলুসি এরপর বলেন–

يَعْنِي أَنَّهُ قَتَلَ بِمَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ كَجَدِّهِ عُتْبَةَ وَخَالِهِ وَلَدِ عُتْبَةَ وَغَيْرِهِمَا وَهَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ فَإِذَا صَحَّ عَنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ

'ইয়াযিদ বুঝাতে চেয়েছে, বদরের দিন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের [সাথে যুদ্ধ করতে এসে] তার [বাবার] নানা উতবা ও উতবার ছেলে তার [বাবার] মামা ও অন্যরা নিহত হয়েছিল। তাদের হত্যার বদলায় সে এ হত্যা করেছে। এটা স্পষ্ট কুফরি। এটা সত্যি হলে সে কুফরি করেছে।'

তিনি আরও বলেছেন–

الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ الْخَبِيثَ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ مَجْمُوعَ مَا فَعَلَ مَعَ أَهْلِ حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَهْلِ حَرَمِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعِتْرَتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ الْمَخَازِي لَيْسَ بِأَضْعَفِ دَلَالَةٍ عَلَى عَدَمِ تَصْدِيقِهِ مِنْ إِلْقَاءِ وَرَقَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ فِي قَذِرٍ، وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَمْرَهُ كَانَ خَافِيًا عَلَى أَجِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ ذَاكَ وَلَكِنْ كَانُوا مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ لَمْ يَسَعْهُمْ إِلَّا الصَّبْرُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْخَبِيثَ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ مُسْلِمٌ جَمَعَ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ نِطَاقُ الْبَيَانِ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ لَعْنِ مِثْلِهِ عَلَى التَّعْيِينِ وَلَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَثَلٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ، وَاحْتِمَالُ تَوْبَتِهِ أَضْعَفُ مِنْ إِيمَانِهِ، وَيَلْحَقُ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ وَشِيعَتِهِمْ وَمَنْ مَالَ إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَا دَمَعَتْ عَيْنٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ

'আমার নিশ্চিত ধারণা এই খবিস ইয়াযিদ আসলে মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতেই বিশ্বাস করত না। আল্লাহর হারাম অর্থাৎ মক্কার এবং তাঁর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হারাম অর্থাৎ মদিনার অধিবাসীদের সাথে, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও সম্মানিত পরিবারবর্গের সাথে জীবিত ও মৃত অবস্থায় সে যে আচরণ করেছে এবং তার ভেতর থেকে যেসব অবমাননাকর কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়েছে, এগুলো তার ইমানহীনতার বড় প্রমাণ। [তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে] পবিত্র কুরআনের পাতা আবর্জনার ভেতর ছুড়ে ফেলে। তার কর্মকাণ্ড তৎকালীন মুসলিমদের কাছে অজ্ঞাত ছিল– তাও আমার মনে হয় না। কিন্তু তারা পরাভূত ও পরাক্রান্ত অবস্থায় ছিল। ধৈর্য ধরা ছাড়া তাদের আর কিছু করার সামর্থ্য ছিল না, যাতে যা হবার, আল্লাহ সেটা করে ফেলেন। এটা যদিও মেনে নেয়া হয় যে, এই খবিসটি মুসলমান ছিল, তবে বলতে হবে সে ছিল এমন মুসলমান, যার ভেতরে জায়গা করে নেয়া কবিরা গুনাহগুলোর কথা বলে শেষ করা যায় না। আমার মতে, এমন ফাসিককে নির্দিষ্ট

করে লানত দেয়া জায়েয। অবশ্য এমন ফাসেক যে কেউ হতে পারে, তা কল্পনাতেও আসে না। স্পষ্টত সে তাওবা করেনি। তার তাওবার সম্ভাবনা তার ইমানের সম্ভাবনার চেয়েও ক্ষীণ। তার সাথে ইবন যিয়াদ, ইবন সাদ ও একটি দল রয়েছে। এদের সবার উপর মহান আল্লাহর লানত। যারা তাদের মদদদাতা-সহায়তাকারী, যারা তাদের সমর্থক, যারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর লানত, ততদিন পর্যন্ত লানত, যতদিন একটি চোখ হলেও আবু আব্দুল্লাহ আল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অশ্রু ঝরাবে।' (আল্লামা মাহমুদ আলুসি, *রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনির আযিম*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, তাবি, খ. ২৬, পৃ. ৭৩)

তিনি অন্যত্র বলেছেন, আর শিয়াদের হেয় করার জন্য ইয়াজিদের পক্ষ নেয়া মূর্খতা। কেবল কোনো বেদআতির পক্ষেই ইয়াযিদকে ভালোবাসা ও তাকে সম্মানিত করা সম্ভব। ইয়াযিদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এমনই যে তার ভক্তরাও ইমানহীন হতে বাধ্য।

ইবন আসাকির আদ দিমাশকি এমত শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদের সামনে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শির মোবারক রাখার পর সে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিল,

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا + جَزَعَ الْخَزْرَجِ فِي وَقْعِ الْأَسَلْ

لعبت هاشم بالملك فلا + ملك جاء ولا وحى نزل

'বদরে নিহত হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি দেখত

বর্শাবৃষ্টির সময় খাযরাজদের আতঙ্ক।

হাশেমিরা রাজত্ব নিয়ে খেলাধুলা করেছে;

কোন ফেরেশতা আসেনি, কোন ওহিও নাযিল হয়নি।'

ইবন আসাকির এরপর বলেছেন,

فإن صحت عنه فهو كافر بلا ريبٍ

'সে যদি সত্যিই একথা বলে থাকে, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফির।' (ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাবি ফি আখবারি মান যাহাব*, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৪৩)

আল্লামা ইয়াফেঈ হারামকে হালাল মনে করার দিক থেকে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে কাফির বলার পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন,

وأما حكم من قتل الحسين أو أمر بقتله ممن استحل ذلك فهو كافر وإن لم يستحل فهو فاسق فاجر

'যে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে অথবা তাঁকে হত্যার আদেশ দিয়েছে, তার ক্ষেত্রে হুকম হলো সে এটা হালাল মনে করলে কাফির এবং যদি হালাল মনে না করে থাকে, তবে ফাসিক ও পাপিষ্ঠ।'

(ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আসআদ আল ইয়াফেঈ, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান ফি মারিফাতি মা ইউতাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১১০)

খ. ইয়াযিদ কাফির নয়

বেশিরভাগ আলিম এ মত পোষণ করেন। তাঁদের দলিল হলো, কুফর সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হবার মতো প্রমাণাদি আমাদের হাতে নেই। তাই ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, এমন বিষয় না পাওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম হিসেবেই ধরতে হবে।

যারা কাফির বলেন না, তাদের আরেকটি যুক্তি হলো, উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে তো কাফির বলা হয় না। তাহলে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে কাফির বলা হবে কেন? কারণ নবিগণকে হত্যা করলেই কেবল তাকে কাফির বলা যায়। এর জবাবে রমাদান আফেন্দি বলেন,

تكفير قاتل الحسين ليس كقتل الصحابي بل لإهانته لإهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجد ذلك في عثمان رضي الله عنه

'হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে তাকফির করার ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা কেবল কোন সাহাবী হত্যার মতো ঘটনা নয়। বরং এখানে মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলুল বায়তকে লাঞ্ছিত করার জন্যই তাকে তাকফির করা হচ্ছে, যা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় পাওয়া যায় না।' (রমাদান আফেন্দি, *শারহু রামাদান আফেন্দি আলা শারহিস সাদ আলাল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ*, তুরস্ক: মাকতাবাতু সিদা, তাবি, পৃ. ৪৯৯)

২. ইয়াযিদকে লানত দেয়া প্রসঙ্গ

ইয়াযিদকে সরাসরি কাফির সাব্যস্ত না করে তাকে লানত দেয়া যাবে কি না, তা নিয়েও আলিমগণের মতবিরোধ আছে, যা নিম্নরূপ :

ক. লানত দেয়া জায়েয

এ পক্ষে অসংখ্য আলিম রয়েছেন। তাঁদের সবার নাম একত্র করাও কষ্টকর। আমরা বিশিষ্ট কয়েকজন আলিমের নাম উল্লেখ করছি :

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র.
২. কাযি আবু ইয়ালা র.
৩. আবুল হুসাইন ইবন আবু ইয়ালা র.
৪. খাল্লাল র.
৫. খাল্লালের শিষ্য আব্দুল আযিয র.
৬. ইবনুল জাওযি র.
৭. আবুল মুযাফফর (সিবত্ ইবনুল জাওযি র.)
৮. জালালুদ্দিন আস সুয়ূতি র.
৯. ইবন মুহিব্বুদ্দিন আল হানাফি র.
১০. আল্লামা সাদুদ্দীন আত তাফতাযানি র.
১১. আল্লামা ইলকিয়া আল হাররাসি আশ শাফেঈ র.
১২. মুহাম্মদ ইবন আহমদ আস সাফফারিনি র,
১৩. আল্লামা ইবন হাজার আল আসকালানি র.
১৪. কাযি আবু বকর আহমদ ইবন আলি আল জাসসাস র. প্রমুখ।

এ মত পোষণকারী আলিমদের মতে, আহলুল বায়তের সাথে অসদাচারণ, হুসাইন রা. এর কর্তিত শিরের অবমাননা, হুসাইন (রা.) এর হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকা, হাররায় গণহত্যা চালানো, কাবাঘর ধ্বংসে ইন্ধন দেয়া, ইবন যুবায়র (রা.) সহ প্রসিদ্ধ সাহাবিদের হত্যা করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য ইয়াযিদ লানতের যোগ্য। এ প্রসঙ্গে আইশা রা. বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস তাদের একটি শক্তিশালী দলিল। উক্ত হাদিসে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي

'ছয় শ্রেণির লোককে আমি লানত দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা এবং সকল নবি তাদেরকে লানত দিয়েছেন। তারা হলো আল্লাহর কিতাবে বিকৃতি সাধনকারী, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অস্বীকারকারী, আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেছেন, তাকে সম্মানিত করতে এবং যাকে সম্মানিত করেছেন, তাকে লাঞ্ছিত করতে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, আল্লাহর হারামকে হালালকারী [অর্থাৎ মক্কার হারামে

রক্তপাতকারী], আমার বংশধরদের ব্যাপারে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালালকারী [অর্থাৎ তাঁদের রক্তপাত করা ও তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া] এবং আমার সুন্নাত পরিত্যাগকারী।' (ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি, *আস সুনান*, কিতাব : আল কাদারু আন রসুলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ইয়াযিদের একার ভেতরে এ ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কতগুলো একত্রিত হয়েছিল, তা স্বতন্ত্রভাবে গবেষণার দাবি রাখে। বইয়ের কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ করছি না। আমরা পরবর্তীতে ইয়াযিদকে লানত দেয়ার পক্ষপাতী আলিমগণের কিছু উক্তি উল্লেখ করব। তাতে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝা যাবে।

খ. ইয়াযিদকে ভালোবাসা যাবে না, লানত দেয়াও জায়েয নয়

এটা ইমাম গাযালি, ইবনুস সালাহ, ইবন তায়মিয়া, ইবন হাজার হায়তামিসহ জমহুরে আলেমের অভিমত। তবে ইয়াযিদকে লানত দিতে নিষেধ করার পেছনে তাঁদের কারণগুলো ভিন্ন ভিন্ন :

১. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়াযিদ হত্যার হুকুম দেয়নি। এটা ইমাম গাযালি, ইবনুস সালাহ, ইবন হাজার হায়তামি র. প্রমুখের মত।

২. যতক্ষণ একথা প্রমাণিত না হবে যে, ইয়াযিদ সেইসব জালিম ও ফাসিকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের লানত দেয়া বৈধ এবং এই অবস্থায়ই সে মারা গিয়েছে, ততক্ষণ তাকে লানত দেয়া যাবে না। তাই সে যদি তেমন হয়, তবেই তাকে লানত দেয়া বৈধ হবে। এটা ইবন তায়মিয়ার অভিমত।

দেখা যাচ্ছে ইয়াযিদকে লানত দেয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ফাসিককে লানত করা বৈধ কি না, তার উপর নির্ভরশীল। জমহুরের মত হলো কোনো ফাসিককে নাম ধরে লানত দেয়া যাবে না। মোটকথা যারা মনে করেন, ফাসিককে নাম ধরে লানত দেয়া জায়েয, তারাই ইয়াযিদকে লানত দেয়া বৈধ বলেছেন। আবার যাদের কাছে সেটা বৈধ নয়, তারাই ইয়াযিদকে নাম ধরে লানত দিতে নিষেধ করেছেন।

লানত না দেয়ার পক্ষে ইমাম গাযালি, ইবন হাজার হায়তামি প্রমুখের যুক্তিটি ধোপে টেকে না। আমরা যদি এটা মেনেও নেই যে, ইয়াযিদের প্রত্যক্ষ আদেশে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়নি, তবুও তো এটা অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় নেই যে, এতে সে আনন্দিত হয়েছিল, তাঁর পবিত্র শির মোবারক তার সামনে আনা হলে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল, ইবনুয যাবারির কুফরি কবিতা আবৃত্তি করেছিল (ইবনুল জাওযি এ বিষয়টি সামনে উল্লেখ করবেন)। এছাড়া হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুনিদের সে বিন্দুমাত্র শাস্তি দিয়েছে

অথবা তাদের তত্ত্বাবধায়ক ইবন যিয়াদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বলে কোথাও দুর্বল সনদেও কোনো বর্ণনা নেই। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড তার সবচেয়ে বড় অপকর্ম হলেও অন্যান্য অপরাধগুলোও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। সে মদিনাকে লুটপাট-ধর্ষণ-হত্যার জন্য বৈধ করে দিয়েছিল, যা রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনা তো দূরের কথা, মুশরিকদের কোনো শহরের জন্যও বৈধ হতে পারে না। সর্বশেষ বছর মক্কা মুকাররামাতেও সে একই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন কাবাঘরে গোলা বর্ষণ করা হয়েছে। অতএব সে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'হত্যার আদেশ দেয়নি' নিছক এ কারণে তাকে লানত দেয়া না জায়েয হওয়ার মতামত আঁকড়ে থাকা নিতান্তই অবান্তর। কারবালার ঘটনা যদি কোনদিন নাও ঘটত, তবুও হাররার ঘটনাই হাদিসের আলোকে তার লানতযোগ্য হবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

একইভাবে ইবন তায়মিয়ার যুক্তিটিও টেকে না। কারণ ইয়াযিদ নিঃসন্দেহে একজন ফাসেক ছিল। এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমাও রয়েছে। ইয়াযিদের ফাসিক হবার বিষয়টি ইবন তায়মিয়া নিজেও *মিনহাজুস সুন্নাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এখন একটা বিষয় বাকি থাকে যে– ইয়াযিদ ঐ অবস্থার উপরেই মারা গিয়েছে কি না? ইতিহাস গ্রন্থাদিতে আমরা যেমন দেখতে পাই, ইয়াযিদ যখন মারা যাচ্ছিল, তখনও তার বাহিনী মক্কায় কাবা ঘরে গোলাবর্ষণ করছে। ইয়াযিদ তাওবা করলে সেকথা বিশেষভাবে অবশ্যই ইতিহাস গ্রন্থাদিতে থাকত। অবশ্য হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের পর তার অনুতপ্ত হবার বর্ণনা আছে। আবার এর বিপরীতমুখী বর্ণনাও আছে। একটি বর্ণনায় আছে, সে বলেছিল, 'আমি হলে হুসাইনের সাথে এমন করতাম না।' আরেক বর্ণনামতে সে প্রথমে খুশি হলেও পরে অনুতপ্ত হয়েছিল। আরেকটি বর্ণনামতে সে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার জন্য এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের সামনে নিজেকে ঘৃণিত করার জন্য ইবন যিয়াদকে লানত দিয়েছিল। (ইবনু কাছির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ২৩২)

কিন্তু তার অনুতপ্ত হবার হাকিকত বোঝা দুষ্কর। একজন অনুতপ্ত মানুষ কীভাবে আবার হাররার মতো ঘটনা ঘটায়। ইবন তায়মিয়া বলেছেন, 'কিছু মানুষ ভাবে ইয়াযিদ একজন ভালো লোক ছিল, ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিল, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জন্ম নেয়া সাহাবি ছিল। এগুলো পথভ্রষ্টতা।' (ইবন তায়মিয়া আল হাররানি, *মাজমু আল ফাতাওয়া*, খ.৪, পৃ. ৪৮২)

আস সাওয়াইকুল মুহরিকা গ্রন্থে ইবন হাজার হাইতামি (মৃ. হি.) ইয়াযিদের ফাসিক হবার ব্যাপারে আলিমদের একমত হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

'ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া কাফির কি না, তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর আলিমগণের মাঝে মতপার্থক্য আছে। একদল তাকে কাফের মনে করে। অপরদিকে অন্যদল বলেন, সে মুসলিম হলেও ফাসিক, ফাজির ও মদ্যপ ছিল। তার ফাসিক হওয়া নিয়ে সবার ইজমা রয়েছে। একদল আলিমের মতে তাকে নাম ধরে লানত দেয়া যাবে। ইমাম আহমদ, ইবনুল জাওযি প্রমুখ এ মত পোষণ করেন... ।'

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও লিখেছেন, 'উমর ইবন আব্দুল আযিয র. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, ইয়াযিদকে যে আমিরুল মুমিনিন বলত, তিনি তাঁকে বিশটি দোররা মারার হুকুম জারি করতেন।' (আস সাওয়াইকুল মুহরিকা, পৃ. ২২১)

ইমাম যাহাবি মুহাম্মদ ইবন আবুস সারি আল আসকালানির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল মালিক ইবন আবু গানিয়্যাহ বলেন, নওফল ইবন আবুল ফুরাত বলেন, আমি একদিন উমর ইবন আব্দুল আযিযের কাছে ছিলাম। হঠাৎ এক লোক বলল, 'আমিরুল মুমিনিন ইয়াযিদ বলেন...'। তখন উমর তাকে [শাস্তি দেয়ার] হুকুম দিলেন। তাকে বিশ ঘা চাবুক মারা হলো।'

এছাড়াও আরও বলা উচিত, ইয়াযিদ তো ফাসিক হলেও অন্যান্য ফাসিকের মতো নয়। সে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর শির মোবারককে কুফা থেকে দামেস্কে নিয়ে যাওয়ার পর সামনের দাঁতে ছড়ি দিয়ে খোঁচা দিয়েছে, আহলুল বায়তের সদস্যদের হত্যা করার পর জীবিতদের বন্দী করেছে। মদিনায় বাইয়াত অস্বীকারকারীদের হত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি, মদিনাকে তার সৈন্যদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিল; তারা সেখানে যা ইচ্ছা করেছে। মক্কায় ইবন যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও তাঁর সঙ্গীদের অবরুদ্ধ করেও ক্ষান্ত হয়নি, কাবা শরিফের উপর গোলাবর্ষণ করেছে। তাছাড়া শাসনক্ষমতা পাওয়ার আগে থেকেই সে খেলতামাশা, মদ্যপান ইত্যাদিতে কুখ্যাত ছিল। তাই সে কীভাবে অন্যান্য ফাসিকদের মতো হতে পারে?

কেউ কেউ নিম্নোক্ত হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِه

'কোনো মুমিনকে লানত দেয়া তাকে হত্যা করার ন্যায়।' (সহিহ বুখারি, কিতাব : আল আদব, বাব : মা ইউনহা মিনাস সিবাবি ওয়াল লান)

এ হাদিস তো ঐ মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে লানতের যোগ্য নয়।

নির্দিষ্ট কোনো মুমিনকে লানত দেয়া প্রসঙ্গে ইমাম নববি বলেছেন, 'নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত দেয়া, যে ইহুদি, খ্রিষ্টান, জালিম, ব্যভিচারী, চিত্রাঙ্কণকারী, চোর অথবা সুদখোরের মতো কোনো পাপে লিপ্ত, স্পষ্ট হাদিস অনুসারে তাকে লানত দেয়া হারাম নয়।' (ইমাম নববি, *আল আযকার মিন কালামি সাইয়্যিদিল আবরার*, রিয়াদ : মাকতাবাতু নাযার মুসতফা আল বায, ১৯৯৭ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৪২৮)

যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইয়াযিদকে লানত দিয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের মতামত নিম্নরূপ :

- আল্লামা মানাভি বলেন, 'হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের কলজে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, শরীরকে গলিয়ে দেয়। যে তাঁকে হত্যা করেছে, অথবা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে, অথবা আদেশ দিয়েছে—তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহর লানত; আদ জাতি যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, তারাও সেভাবে ধ্বংস হোক।'
- হাফিজুদ্দিন আল কুরদি আল হানাফি তাঁর ফতোয়ায় বলেন, 'ইয়াযিদকে লানত দেয়া জায়েয, তবে না দেয়াই উচিত। হাজ্জাজের ক্ষেত্রেও একই কথা।'
- ইমাম কাওয়ামুদ্দিন আস সাফফারি বলেন, 'ইয়াযিদকে লানত দিতে কোনো দোষ নেই। তবে মুয়াবিয়া রা. কে লানত দেয়া যাবে না।'
- ইবনুল জাওযিকে ইয়াযিদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, 'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকবে, সে নিরাপদ।' আর আমরা জানি তার বাবা সেই ঘরে ঢুকেছিলেন, ফলে নিরাপদ হয়ে গেছেন। কিন্তু পুত্র তো সেখানে ঢোকেনি।'
- আল মাওলা ইবনুল কামাল বলেন, 'প্রকৃত কথা হলো, ইয়াযিদকে তার কুফরির কুখ্যাতি, বীভৎসতা ও অপকর্মের জন্য, যেসবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে তাকে লানত দেয়া জায়েয। তা না হলে কোনো ফাসিককেও নির্দিষ্ট করে লানত দেয়া যাবে না।
- আল্লামা তাফতাযানি বলেছেন–

لاَ أَشُكُّ فِي إِسْلاَمِه بَلْ فِي إِيْمَانِه فَلَعْنَةُ الله عَلَيه وعلى أَنْصَارِهِ وأَعْوَانِه

'আমি তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ করি না, তবে ইমানের ব্যাপারে করি। তার উপর, তার সহযোগী ও সহায়তাকারীদের উপর আল্লাহর লানত।'

- একদিন ইবনুল জাওযি র. ওয়াজের মজলিসে চেয়ারে বসে ছিলেন। একজন জিজ্ঞেস করল, 'এটা বলা কীভাবে সহিহ হতে পারে যে, ইয়াযিদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে? সে তো তখন দামেস্কে এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ইরাকে ছিলেন।' তখন ইবনুল জাওযি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন–

سهم أصاب ورامیه بذي سلم مَن + بالعِرَاقِ لَقَد أبعَدْتَ مَرْمَاكِ

'ইরাকে যে আছে, তার কাছে তীর লক্ষ্যভেদ করেছে,
যে তীর ছোঁড়া হয়েছে যি সালাম নামক জায়গা থেকে।
তোমার নিশানা তো বহু দূরের।'

এটি শরিফ রাজির 'ইয়া যাবিয়্যাতাল বান' নামের একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন। কবি এখানে প্রেমিকার সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ককে লক্ষ্যভেদী তীর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এই তীর স্থানগত দূরত্ব থাকার পরও হিজাযের যি সালাম থেকে বহু দূরে ইরাকে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

(আব্দুর রউফ আল মানাভি, *ফাইযুল কাদির শারহুল জামিইস সাগির মিন আহাদিসিল বাশিরি ওয়ান নাযির*, বৈরুত, দারুল মারেফাহ, ১৯৭২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২০৫)

- ইয়াযিদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবির ব্যক্তিগত মূল্যায়ন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,

وَكَانَ نَاصِبِيًّا فَظًّا غَلِيظًا جِلْفًا يَتَنَاوَلُ الْمُسْكِرَ وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ افْتَتَحَ دَوْلَتَهُ بِمَقْتَلِ الشَّهِيدِ الْحُسَيْنِ وَاخْتَتَمَهَا بِوَاقِعَةِ الْحَرَّةَ فَمَقَتَهُ النَّاسُ وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمْرِهِ وَخَرَجَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَامُوا لِلَّهِ

"সে ছিল আহলে বায়ত বিদ্বেষী (নাসেবি), নির্দয়, কর্কশ, অত্যাচারী; সে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করত, খারাপ কাজ করত। শহিদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সে খেলাফত শুরু করেছে আর শেষ করেছে হাররার ঘটনা দিয়ে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করত। তার বয়সেও সে বরকত পায়নি। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর অনেকেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। যেমন মদিনাবাসী—তাঁরা শুধু আল্লাহর জন্য তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।'

ইমাম যাহাবি আরও উল্লেখ করেছেন, যিয়াদ আল হারেসি উল্লেখ করেছেন, 'ইয়াযিদ একবার আমাকে এমন শরাব পান করাল, তেমন স্বাদের শরাব আর কখনো খাইনি। বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন! এমন মদ আমি কখনো পান করিনি।' তখন ইয়াযিদ বলল–

هَذَا رُمَّانُ حُلْوَانَ ، بِعَسَلِ أَصْبَهَانَ بِسُكَّرِ الْأَهْوَازِ ، بِزَبِيبِ الطَّائِفِ ، بِمَاءِ بَرَدَى

'এটা মিষ্টি ডালিম, ইস্পাহানের মধু, আহওয়াযের চিনি, তায়েফের আঙ্গুর এবং বারাদার পানি দিয়ে তৈরি।'

ইমাম যাহাবি মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মিসমা'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

سَكِرَ يَزِيدُ فَقَامَ يَرْقُصُ فَسَقَطَ عَلَى رَأْسِهِ فَانْشَقَّ

'একবার ইয়াযিদ মাতাল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল। এরপর চিৎ হয়ে পড়ে তার মাথা ফেটে গেল।' (ইমাম যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, বৈরুত : মুয়াসসাতুর রিসালা, খ. ৪, পৃ. ৩৭)

- ইবন খাল্লিকান বলেন,

وَسُئِلَ الْكِيَاهَرَّاسِي أَيْضاً عَن يَزِيد بن مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بِن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وأما قَوْلُ السَّلَف فَفِيْهِ لِأَحْمَد قَوْلَانِ تَلْوِيْحٌ وَتَصْرِيْحٌ وَلِمَالِكٍ فِيْهِ قَوْلَانِ تَلْوِيْحٌ وَتَصْرِيْحٌ وِلِأَبِي حَنِيْفَةَ قَوْلَانِ تَلْوِيْحٌ وَتَصْرِيْحٌ ولَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ تَصْرِيْحٌ دُوْنَ التَّلْوِيْحِ! وَكَيْفَ لَا يَكُوْن كَذَلِكَ وَهُوَ اللَّاعِبُ بِالنَّرْدِ والمُتَصَيِّدُ بِالفُهُوْدِ وَمُدْمِنُ الخَمْرِ.

'বিশিষ্ট শাফেঈ ফকিহ ইলকিয়া হাররাসিকে ইয়াযিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'ইয়াযিদ কোনো সাহাবি ছিল না। সে জন্ম নিয়েছিল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে। তার ব্যাপারে সালাফ বা পূর্বসূরি, যেমন ইমাম আহমদ, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা প্রমুখের পক্ষ থেকে দুটি মত রয়েছে। একটি মত তালউইহ (ইশারায় লানত দেয়া) ও আরেকটি মত তাসরিহ (স্পষ্টভাষায় লানত দেয়া)। আর আমাদের মত কেবল একটিই। তা হলো, তাসরিহ বা সুস্পষ্টভাবে লানত দেয়া, তালউইহ নয়। আর এটা হবে নাই বা কেন? ইয়াযিদ পাশা খেলত, চিতাবাঘ দিয়ে শিকার করত, সর্বোপরি সে ছিল মদ্যপ।' (ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ফি আনবায়ি আবনায়িয যামান*, বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৭২ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ২৮৭)

- আল্লামা শাওকানি বলেছেন–

وَلَقَدْ أَفْرَطَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْكَرَّامِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْجُمُودِ عَلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ حَتَّى حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُسَيْنَ السِّبْطَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ بَاغٍ عَلَى الْخِمِّيرِ السِّكِّيرِ الْهَاتِكِ لِحُرُمِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ ، فَيَالَلَّهِ الْعَجَبُ مِنْ مَقَالَاتٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ وَيَتَصَدَّعُ مِنْ سَمَاعِهَا كُلُّ جُلْمُودٍ

'কিছু আলেম যেমন কাররামিয়া ও তাদের সমমনা কিছু লোক এ অধ্যায়ের হাদিসগুলোর উপর ভিত্তি করে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি এমন রায় দিয়েছে যে, মদ্যপ, মাতাল, পবিত্র শরিয়াতের পবিত্র বিধিবিধান ছিন্নকারী ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি হুসাইন (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন) বিদ্রোহী হয়েছেন। আল্লাহ ঐসব লোককে লানত দিন। হায় আল্লাহ! কী বিস্ময়কর তাদের কথা! এগুলো শুনলে শরীর শিউরে ওঠে, কঠিন প্রস্তরও কেঁপে ওঠে।' (ইমাম মুহাম্মদ ইবন আলি আশ শাওকানি, *নাইলুল আওতার*, খ. ৭, পৃ. ১৮৬)

- আল্লামা সাদুদ্দিন আত তাফতাযানি র. বলেন–

وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عليهِ لما أنه كَفَرَ حِيْنَ أمرَ بِقَتلِ الحُسين رضيَ اللهُ عنهُ واتَّفقُوْا علي جوازِ اللَّعن على مَن قَتَلَهُ أو أمَرَ به أو أجَازَه أو رَضِيَ به. والحَقُّ إنَّ رضَا يزيد بِقتلِ الحُسينِ واسْتِبْشَارُهُ بِذلكَ وإهانَتُهُ أهل بيتِ رسولِ الله مِمَّا تَواتَرَ مَعْنَاهُ وإن كانَ تفصيلهُ آحادًا فنحنُ لا نَتَوَقَّفُ في شَأنِه بَل فِي كُفْرِه وإيمانِه لَعْنَةُ الله عَليهِ وعَلى أنْصَارِهِ وأعْوَانِه

'উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কেউ কেউ তাকে অর্থাৎ ইয়াযিদকে লানত দিয়েছেন। কারণ সে যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার আদেশ দিয়েছিল, তখনই সে কুফরি করেছিল। এছাড়া হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী, হত্যায় আদেশদাতা, অনুমোদনদাতার অথবা তাতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিকে লানত দেয়ার ক্ষেত্রে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। প্রকৃত কথা হলো, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে ইয়াযিদের সন্তুষ্টি ও আনন্দ, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বায়তকে লাঞ্ছিত করা—যার বর্ণনা আলাদা আলাদাভাবে খবরে আহাদ পর্যায়ের হলেও অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের; এসবের জন্য আমরা তার ব্যাপারে চুপ থাকব না। এমনকি সে মুমিন নাকি কাফির সে ব্যাপারেও চুপ থাকব না। আল্লাহ তায়ালার লানত তার উপর, তার সহযোগী ও সহায়তাকারীদের উপর।' (সাদুদ্দিন আত তাফতাযানি, *শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ*, আস্তানা, কাজাখস্তান, ১২৭৭ হি., পৃ. ১৮০-১৮১)

তিনি আরও বলেন–

فمِن علماء المذهب مَن لم يجوّز اللعن على يزيد مع علمهم بأن يستحقّ ما يربو على ذلك ويزيد! قلنا تحامياً عن أن يُرتقى إلى الأعلى فالأعلى كما هو شعار الروافض

'যদি এটা বলা হয় যে, এই মাযহাবের অনেক আলিমই জানেন, ইয়াযিদ শুধু লানত নয়, তার চেয়েও বেশি কিছুর উপযুক্ত। এসব জেনেও তারা ইয়াযিদকে লানত দেয়া জায়েয বলেন না!' আমরা এর জবাবে বলব, '[লানত দেয়ার এই প্রবণতা] যাতে আরও উপরের স্তর কিংবা তারও উপরের স্তরে না যায়, সেজন্যই তারা নিষেধ করেন, সেটা রাফেযিদের নিদর্শন।' (সাদুদ্দিন আত তাফতাযানি, *শারহুল মাকাসিদ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ২০১১ খ্রি., খ.৩, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭)

- ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি র. বলেন–

فقتل وجيء برأسه في طست حتى وضع بين يدي ابن زياد، لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضًا. وكان قتله بكربلاء

'এরপর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হলো এবং একটি থালায় তাঁর মাথা এনে ইবন যিয়াদের সামনে রাখা হলো। তাঁর হত্যাকারী, ইবন যিয়াদ এবং ইয়াযিদকে আল্লাহ লানত দিন। তাঁকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছিল।' (ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, বৈরুত : দার ইবন হাযম, পৃ. ১৬৫)

- শায়খুল ইসলাম ইবন হাজার আল আসকালানি র. বলেন–

وأما المحبة فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا من مبتدع فاسد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سلب الإيمان عمن يحبه لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان .

'ইয়াযিদের প্রতি মহব্বত রাখা ও তার গুণকীর্তন করা কেবল বেদয়াতি ও বাতিল আকিদাধারীর পক্ষেই সম্ভব। কারণ ইয়াযিদের ভেতর এমন কিছু বৈশিষ্ট ছিল, যেজন্য কেউ তাকে ভালোবাসলে তার বেইমান হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং শুধু তাঁর জন্য ঘৃণা করা উভয়ই ইমানের অন্তর্ভুক্ত।' (ইবন হাজার আল আসকালানি, *আল ইমতা বিল আরবাঈন আল মুতাবাইনাতুস সামা*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৯৬)

- আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল আজুররি (মৃ. ৩৬০ হি.) বলেন,

'হুসাইন ইবন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হত্যাকারীর উপর আল্লাহর লানত এবং সমস্ত লানতদাতার লানত। একইসাথে তাঁকে হত্যায় যে সহযোগিতা করেছে; আলি ইবন আবু তালিব, হাসান, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে গালি দিয়েছে অথবা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর পুত্রদের ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে অথবা রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বায়াতকে কষ্ট দিয়েছে, তার উপর আল্লাহর লানত ও গযব বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহ তার জন্য কোনো মিযান স্থাপন করবেন না, সে মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতও অর্জন করতে পারবে না।' (মানাকিবু ও ফাদাইলু আলে বাইতিন নাবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পৃ. ৩০৫)

- আল্লামা আলুসি র. তাঁর তাফসিরে ইয়াযিদ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল জাওযি র. এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। তাঁর সেই উক্তিটিও এখানে প্রাসঙ্গিক–

مِنَ الِاعْتِقَادَاتِ الْعَامَّةِ الَّتِي غَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ مُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّ يَزِيدَ كَانَ عَلَى الصَّوَابِ وَإِنَّ الْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْطَأَ فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ نَظَرُوا فِي السِّيَرِ لَعَلِمُوا كَيْفَ عُقِدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ وَأَلْزَمَ النَّاسَ بِهَا وَلَقَدْ فَعَلَ فِي ذَلِكَ كُلَّ قَبِيحٍ ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ عَقْدِ الْبَيْعَةِ فَقَدْ بَدَتْ مِنْهُ بَوَادٍ كُلُّهَا تُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ وَلَا يَمِيلُ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا كُلُّ جَاهِلٍ عَامِيِّ الْمَذْهَبِ يَظُنُّ أَنَّهُ يَغِيظُ بِذَلِكَ الرَّافِضَةَ

'নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাতের দিকে সম্পর্কিত করে, এমন একটি গোষ্ঠীর সাধারণ আকিদা হলো, 'ইয়াযিদ সঠিক ছিল আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধে বের হয়ে ভুল করেছিলেন। এরা চরিতগ্রন্থগুলো দেখলে জানতে পারত ইয়াযিদের বাইয়াত কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল আর সাধারণ মানুষকে সে কীভাবে তাতে বাধ্য করেছিল। এজন্য সে সবরকমের খারাপ কাজ করেছিল। এরপরও যদি ধরে নেই যে, তার বাইয়াত যথাযথভাবে হয়েছিল, তবুও তারপর তার কাছ থেকে এমন বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে বাইয়াত ভঙ্গ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। উপরোক্ত মতের প্রতি কেবল সেই আকৃষ্ট হতে পারে, যে গণ্ডমূর্খ ও ধর্মীয় জ্ঞানহীন, যে ভাবে এমন অবস্থান নিয়ে সে রাফেযিদেরকে রাগিয়ে দিতে পারবে।' (আল্লামা মাহমুদ আলুসি, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৬, পৃ. ৭৩)

- ইমাম আবু শামা বলেছেন, 'ইবনুল জাওযিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইয়াযিদকে লানত দেয়া যাবে কি না? তিনি বলেছেন, 'ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাকে লানত দেয়া জায়েয বলেছেন। আর আমরা বলি, সে আমাদের নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার সন্তানের সাথে যা করেছে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারকে উটের কুঁজে উঠিয়ে বন্দী হিসেবে যেভাবে সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হয়েছে, সেসবের জন্য আমরা তাকে পছন্দ করি না। আমাদের এ সমন্বয়মূলক কথায় যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হও, তবে আমরা মূল দাবিতে ফিরে যাব। তা হলো তাকে লানত দেয়া জায়েয।'
- ইবনুল জাওযি আরও বলেছেন, 'সামনের দাঁতের যে স্থানে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুমু খেয়েছেন, সেখানে যে লোক ছড়ি দিয়ে আঘাত করেছে, তার কথা বলে আমাদের সময়কে কলুষিত করো না। (আবু শামা আল মাকদিসি, *আয যাইলু আলার রাওদাতাইন*, বৈরুত, ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ২৩)

- মুহাম্মদ রশিদ রিদা বলেন,

সেই শাসক শক্তি প্রয়োগ করে, ছলচাতুরি করে মুসলমানদের শাসনভার নিয়েছিল। সে হলো ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া। আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। কাররামিয়া ও নাসেবিরা, যারা তার মদদদাতা, তাদেরকেও আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন।' (*তাফসিরুল মানার*, খ. ৬, পৃ. ৩৬৭)

- ফুরফুরার মুজাদ্দেদে যামান আবু বকর সিদ্দিকি ফুরফুরাভী র. এর ছেলে আবু জাফর সিদ্দিকি র. বলেন, 'খায়রুল কুরুনের সময় রাফজী, কাদ্‌রিয়া, মোতাজেলা প্রভৃতি বেদাত দলগুলির আবির্ভাব হওয়ায় তাহারা ও তাহাদের মতামতগুলি কী ভালো হইবে? হজরত মোয়াবীয়ার পুত্র এজিদ তাবেয়ীনের কালে ছিল। কিন্তু সে হজরত হুসাইন (রা:) কে কতল করিয়াছিল...।' (আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকি, *তাহকীকুল মাসায়েল*, ফুরফুরা শরীফ মোজাদ্দেদ মিশন, তাবি, পৃ. ১২)

কন্সট্যান্টিনোপল অভিযান ও ইয়াযিদ

মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক হাদিসে জানা যায়, তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে যাবে, তারা জান্নাতি। এছাড়া যারা সর্বপ্রথম 'সিজারের শহর' আক্রমণ করবে, তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। সহিহ বুখারিতে উম্মু হারাম থেকে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন বলতে শুনলেন,

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا

'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা নৌযুদ্ধ করবে, তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত।' উম্ম হারাম বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি কী তাদের ভেতর আছি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি আছ।' তিনি এরপর আবার বললেন–

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ

'আমরা উম্মতের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম সিজারের শহর আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।' উম্ম হারাম বললেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি কী তাদের ভেতর আছি?' তিনি বললেন, 'না।' (ইমাম বুখারি, *আস সাহিহ*, কিতাব : আল জিহাদ, বাব : মা কিলা ফি কিতালির রুম)

এই হাদিসে কোথাও কুস্তুনতুনিয়া বা কন্সট্যান্টিনোপলের কথা নেই। ইয়াযিদপন্থীরা সবাই 'সিজারের শহর'কে কন্সট্যান্টিনোপল নাম দিয়ে ইয়াযিদকে

ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করার অপচেষ্টা চালায়। এই হাদিসের ক্ষমার আওতায় ইয়াযিদকে আনতে হলে দুটি বিষয় প্রমাণ করতে হয় :

১. সিজারের শহর দ্বারা উদ্দেশ্য কন্সট্যান্টিনোপল

২. কন্সট্যান্টিনোপলের 'প্রথম অভিযানে' ইয়াযিদের অংশগ্রহণ

সিজারের শহর দ্বারা অনেকেই কন্সট্যান্টিনোপল উদ্দেশ্য করেছেন। ফতহুল বারিতে আল্লামা ইবন হাজার আল আসকালানি লিখেছেন, 'সিজারের শহর দ্বারা উদ্দেশ্য কন্সট্যান্টিনোপল।'

ইবন তায়মিয়া এ হাদিসটি উল্লেখ করার সময় ভুলবশত 'সিজারের শহর' এর জায়গায় কন্সট্যান্টিনোপল উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি বলেছেন, হাদিসটি ইবন উমর রা. বর্ণনা করেছেন। এটাও ঠিক নয়। হাদিসটি উম্ম হারাম রা. এর বর্ণনা। এছাড়া ফতহুল বারিতে 'সিজারের শহর' হিমস হতে পারে বলে আলিমদের একটি ইখতেলাফ উল্লেখ করা হয়েছে। হিমস উদ্দেশ্য হলে ইয়াযিদ এ হাদিসের আওতায় পড়ে না। কারণ ইয়াযিদ এখানে কোনো অভিযান পরিচালনা করেনি। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ শহরটি করায়ত্ত করেছিলেন। ২৬ হিজরিতে ইয়াযিদের জন্মের ১১ বছর আগে ১৫ অথবা ১৬ হিজরিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য ইবনুল আসিরের *আত তারিখুল কামিল* ও বালাযুরির *ফুতুহুল বুলদান* দেখা যেতে পারে। হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা না হওয়ায় সিজারের শাসনাধীন যেকোনো শহর এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তাই রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিমদের অভিযান এক নজরে দেখে নেয়া যাক :

ক্রম	সময়	সেনাপতি ও যুদ্ধের বর্ণনা
১ম	মহানবি স. এর সময় (৮ হি./ ৬২৯ খ্রি.)	মুতার যুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত। যায়েদ ইবন হারিসা রা. ছিলেন প্রথম সেনাপতি। এ যুদ্ধে যায়েদ ইবন হারিসা রা, জাফর ইবন আবু তালিব রা. ও আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রা. ইন্তিকাল করেন।
২য়	উমর রা. এর খিলাফতকালে (১৬ হি./ ৬৩৭ খ্রি.)	হিমস অভিযান হিসেবে প্রসিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রা. এর নেতৃত্বে এ অভিযানে খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা., বিলাল রা. প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন।
৩য়	উসমান রা. এর খিলাফতকালে (৩২ হি./ ৬৫২ খ্রি.)	আমির মুয়াবিয়া রা. এ বছর রোম সম্রাজ্যের দেশগুলোতে যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধ করতে করতে কন্সট্যান্টিনোপলের প্রণালী পর্যন্ত পৌঁছে যান। (ইমাম ইবনুল আসির, আল কামিল ফিত তারিখ, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ২৫)

৪র্থ	মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে (৪২ হি./ ৬৬২ খ্রি.)	এ বছরও মুসলিমগণ আরমেনিয়ার লান প্রদেশ ও রোম সম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাদের বহু সৈন্য ও সেনাপতি মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। (ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮৩)
৫ম	মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে (৪৩ হি./ ৬৬৩ খ্রি.)	এ বছর বুসর ইবন আবি আরতাআর নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যরা রোমানদের আক্রমণ করেন। আল্লামা ওয়াকেদির মতে, বুসরের বাহিনী কন্সট্যান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। (ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮৭) আমরা এটাকে কন্সট্যান্টিনোপলে প্রথম আক্রমণ বলে ধরতে পারি।
৬ষ্ঠ	মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে (৪৪ হি./ ৬৬৪ খ্রি.)	এ বছর মুসলিমগণ আব্দুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পুনরায় রোমের শহরগুলোতে আক্রমণ করে মুসলিমদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। শীতকালটা তাঁরা সেখানেই কাটান। এদিকে বুসর ইবন আবি আরতাআ সমুদ্রে অভিযান পরিচালনা করেন। (ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৯৮)
৭ম	মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে (৪৬ হি./ ৬৬৬ খ্রি.)	এ বছর মুসলিমগণ আব্দুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে সরাসরি কন্সট্যান্টিনোপলের উদ্দেশে অভিযান অংশ নেন। আসলাম ইবন আবু ইমরান বলেন, غَزَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ 'আমরা মদিনা থেকে কন্সট্যান্টিনোপলের উদ্দেশে যুদ্ধে বের হলাম। আব্দুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালিদ ছিলেন সেনাপতি। রোমানরা শহরটির অর্থাৎ কন্সট্যান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরে পিঠ ঠেকিয়ে [যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে] ছিল।' (ইমাম আবু দাউদ আস সিজিস্তানি, *আস সুনান*, কিতাব : আল জিহাদ, বাব : ফি কাওলিহি তায়ালা—ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলাত তাহলুকা)
৮ম	মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে (৪৭ হি./ ৬৬৭ খ্রি.)	এ বছর মালিক ইবন হুবায়রার নেতৃত্বে রোমানদের শহরগুলোকে অভিযান পরিচালিত হয়। (ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩১১)

৯ম	মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে (৪৯ অথবা ৫০ হি./ ৬৬৯ অথবা ৬৭০ খ্রি.)	এ বছর মুয়াবিয়া রা. রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য বিরাট একটি বাহিনী তৈরি করেন। সুফিয়ান ইবন আউফকে সৈন্যদলের প্রধান বানানো হয়। এরপর মুয়াবিয়া রা. ছেলে ইয়াযিদকেও মুসলিম বাহিনীর সাথে যেতে বলেন। কিন্তু ইয়াযিদ গড়িমসি করে এবং অসুস্থতার ভান করে যুদ্ধে গেল না। মুয়াবিয়া রা. আপাতত তাকে কিছু বললেন না। এদিকে যুদ্ধে যাওয়া মুসলিম সৈন্যরা রোগ ব্যাধি ও ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কষ্টের ভেতর পড়লেন। এ খবর শুনে ইয়াযিদ আবৃত্তি করল– ما إن أُبالي بما لاقت جموعهم + بالفرقدونة من حمّى ومن موم إذا اتّكأت على الأنماط مرتفعاً + بدير مرّان عندي أُمّ كلثوم 'জ্বর আর ক্ষুধা নিয়ে ফারকদুনায় তাদের যে বিপদ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ দির-মুররানে আছি উঁচু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আর সাথে আছে উম্মে কুলসুম। রোমানদের এলাকায় মুসলিম সৈন্যরা যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন, সে জায়গার নাম ছিল ফারকদুনা। উম্মে কুলসুম ছিল ইয়াযিদের স্ত্রী। যাই হোক, এ কবিতা শুনে মুয়াবিয়া রা. কঠিন রাগ করলেন। তিনি শাস্তিস্বরূপ ইয়াযিদকে কন্সট্যান্টিনোপলে পাঠালেন। (ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩১৪) ৫২ হিজরিতে ইয়াযিদ বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল বলে আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ ঐ বছরই প্রখ্যাত সাহাবি আবু আইয়্যুব আনসারী রা. ইন্তিকাল করেন। সে হিসেবে কন্সট্যান্টিনোপলে প্রথম দলে তো নয়ই, ইয়াযিদ ছিল সর্বশেষ আগত ব্যক্তিদের একজন।

দেখা যাচ্ছে সিজারের বিভিন্ন শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্বয়ং মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েই শুরু হয়েছিল। তখন ইয়াযিদের জন্মই হয়নি। আমরা ধরে নিচ্ছি হাদিসে কন্সট্যান্টিনোপলের কথাই বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বহু বছর পরে ৪৯ মতান্তরে ৫০ হিজরিতে কন্সট্যান্টিনোপলে নবম অভিযানে ইয়াযিদ অংশ নিয়েছিল এবং সেনাপতি হয়েছিল। অবশ্য এই অভিযানেও সে ইচ্ছা করে যায়নি। আমির মুয়াবিয়া রা. তাকে শাস্তিস্বরূপ সেখানে পাঠিয়েছিলেন।

তাও প্রথম দলের সাথে নয়, পরবর্তীতে যাত্রা করা দলের সাথে সে কন্সট্যান্টিনোপল পৌঁছেছিল।

এতকিছুর পরও আমরা যদি ইতিহাস গ্রন্থাদির সমস্ত বর্ণনা ভুল বলে ধরে নেই এবং যুক্তিবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইয়াযিদকে 'সিজারের শহরে' প্রথম আক্রমণকারী হিসেবে ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে মেনে নেই, তবুও তাতে ইয়াযিদের নাজাত লাভের আশা করা যায় না, তাকে আল্লাহর ওলি কিংবা মাকবুল বান্দা (!) হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়া যায় না। একইভাবে তাকে লানত দেয়া নিয়ে আলিমগণের অবস্থান পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন পড়ে না। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি র. এর মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি *তারাজিমু আবওয়াবিল বুখারি* নামক গ্রন্থে লিখেছেন–

إن قوله مغْفُورٌ لَهمْ تَمسَّكَ بهِ بَعْضُ النَّاس في نجاةِ يزِيد لأنه كانَ من جملةِ هذا الجيش الثاني بل كان رأسهمْ ورئيسهم على مَا يشهدُ بهِ التواريخ والصحيح أنه لايثبت بهذا الحديثِ الا كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبهِ على هذا الغزوةِ لأن الجهاد من الكفاراتِ وشأن الكفارات إزالة آثار الذنوبِ السابقةِ عليها لا الواقعة بعدها. نعم لو كانَ معَ هذاَ الكَلامِ أنه مغفورُ لهُ إلى يومِ القيامة لدلَّ على نجاته وإذ ليس فليس بل أمرُهُ مفوضٌ الى الله تعالى فيما ارتكبهُ من القبائحِ بعد هذه الغزوةِ من قتلِ الحسين رضي الله عنه وتخريب المدينةِ والإصرار على شربِ الخمرِ إن شاء عفاَ عنهُ وإن شاءَ عذَّبه كما هو مطّرد في حقِ سائرِ العصاةِ على أن الأحاديث الواردة في شأن من أستخفَّ بالعترةِ الطاهرةِ والمُلحد في الحرم والمبدِّل للسنَّةِ تبقي مخصصات لهذا العمُوم

'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী 'মাগফুরুল লাহুম' (তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত)—কিছু লোক এটা দিয়ে ইয়াযিদের নাজাতের স্বপক্ষে দলিল দেয়। কারণ ইতিহাস গ্রন্থাদির সাক্ষ্য অনুসারে সে এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমনকি সে তাদের নেতা ও সেনাপতি ছিল। আসলে এ হাদিস দ্বারা যুদ্ধের আগে করা তার অপরাধগুলো ছাড়া অন্য কিছু মাফ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ জিহাদ কাফফারার অন্তর্ভুক্ত। আর কাফফারার রীতি হলো পূর্বের গুনাহ দূর করা, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য গুনাহগুলো নয়। হ্যাঁ। যদি হাদিসে এমন বলা হতো যে, 'সে কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষমাপ্রাপ্ত'– তাহলে তার নাজাত বুঝা যেত। তা তো কস্মিনকালেও বলা হয়নি। তাই এ যুদ্ধের পরে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা, মদিনাকে ধ্বংস করা, মদ্যপানের সাথে লেগে থাকা ইত্যাদি জঘন্য যেসব

সূ চি প ত্র

মূলগ্রন্থের ভূমিকা/ ৪৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : যেসব অপরাধীর প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের লানত/ ৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইয়াযিদ বন্দনার পরিণাম/ ৫৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইয়াযিদের বাইয়াতের প্রতি আহ্বান/ ৫৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইয়াযিদের প্রতি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপদেশ/ ৫৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল/ ৫৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মক্কায় ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু/ ৬০
সপ্তম পরিচ্ছেদ : হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মোবারকের সাথে ইয়াযিদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ/ ৬৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ : ইয়াযিদের চরিত্র-বিচার/ ৭০
নবম পরিচ্ছেদ : ইয়াযিদের হাতে বাইয়াতে মদিনাবাসীর অস্বীকৃতি/ ৭৩
দশম পরিচ্ছেদ : হাররার ঘটনা ও ইবন উকবার মৃত্যু/ ৭৮
একাদশ পরিচ্ছেদ : আব্দুল মুগিসের অযৌক্তিক প্রমাণাদি ও তার খণ্ডন/ ৮০
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ইয়াযিদের খেলাফতপ্রাপ্তি অসমর্থিত/ ৮৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য প্রসঙ্গে/ ৮৭
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহী ছিলেন না/ ৯২
গ্রন্থপঞ্জি/ ৯৫

কাজ ইয়াযিদ করেছে, সেসব আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকবে। অন্যান্য পাপীদের ব্যাপারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন অথবা চাইলে শাস্তি দেবেন। এরপরও পবিত্র আহলে বায়তের অবমাননাকারী, হারামে সীমালঙ্ঘনকারী, সুন্নাতের পরিবর্তনকারী সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস উপরোক্ত আম বক্তব্যকে খাস করার জন্য তো রয়েছেই।' (শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, *শারহু তারাজিমি আবওয়াবিল বুখারি*, করাচি : কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, পৃ. ৩১-৩২)

ছয় ব্যক্তিতে নবিগণের লানত দেয়া সম্পর্কিত একটি হাদিস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি র. সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে ক্ষমাপ্রাপ্তির হাদিস ব্যাপকার্থে অভিযানে অংশগ্রহণকারী সবার জন্য বলা হলেও যারা অন্য হাদিসের ছয়টি দোষে দুষ্ট, তারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়বে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লামা আব্দুর রউফ আল মানাভি বলেছেন–

ولا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفوراً له لكونه منهم ، إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ، ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص

'ঐ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইয়াযিদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়, যেহেতু ব্যক্তির ক্ষমার যোগ্য হবার উপর ক্ষমাপ্রাপ্তি নির্ভরশীল। অথচ নির্দিষ্ট দলিলের ভিত্তিতে শুধুমাত্র বের হবার জন্য ইয়াযিদ তেমন কেউ বলে গণ্য হবে না।' (আব্দুর রউফ আল মানাভি, *প্রাগুক্ত*, ফায়দুল কাদির, খ. ৩, পৃ. ৮৪)

মোটকথা আমরা বুঝতে পারলাম সহিহ বুখারির উক্ত হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী ইয়াযিদকে লক্ষ্য করে করা হয়নি, তার বাবা আমির মুয়াবিয়া রা. এখানে উদ্দেশ্য হতে পারেন। এ হাদিস আরও অনেক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এখানে কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ীর কথা বলা হতে পারে। সেক্ষেত্রে অটোম্যান সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ এখানে প্রাসঙ্গিক। কারণ তাঁর হাতে কন্সট্যান্টিনোপল মুসলমানদের করায়ত্ত হয়েছিল। এছাড়া হাদিসে কিয়ামতের আগে শহরটি বিজিত হবার কথা আছে। সেটাও এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। সবকিছু ছাপিয়ে রোমানদের অধীন অন্য যেকোনো শহর উদ্দেশ্য হবার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। অতএব ইয়াযিদের মতো ঘৃণ্য ব্যক্তিত্বকে এ হাদিসের আওতায় আনার চেষ্টা করা হাদিসের অপব্যাখ্যার শামিল। মহান আল্লাহ সবাইকে আকলে সালিম দান করুন।

মূলগ্রন্থের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে ইলমের মাধ্যমে ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়েছেন, নিরাপদ রেখেছেন নির্বোধ ও কলহপ্রিয় লোকদের সঙ্গ থেকে। আমি সাক্ষ্য দেই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। এ সাক্ষ্য নিশ্চিত বিশ্বাসী আলিমগণের সাক্ষ্য। আমি আরও সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল। তিনি অন্যান্য রসুলেরও রসুল, সর্বশেষ নবি। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পবিত্র ও মর্যাদাবান আহলে বায়ত, তাঁর সাহাবিগণ এবং তাঁর অনুসারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

কোনো এক ওয়াজের মজলিসে এক লোক আমাকে ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করল, 'হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে ইয়াযিদ যা করেছে এবং মদিনায় যে দস্যুবৃত্তির আদেশ দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে তাকে লানত দেয়া কি জায়েয হবে?'

আমি বললাম, 'এর উপাদান তার ভেতরে যথেষ্ট আছে। তবে চুপ থাকা যথাযথ।'

সে বলল, 'চুপ থাকা যে যথাযথ, তা তো আমি জানিই। আমি বলছি তাকে লানত (অভিশাপ) দেয়া জায়েয হবে কি না?'

আমি বললাম, 'পরহেজগার আলিমগণ ইয়াযিদকে লানত দেয়া বৈধ বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল নিজেও তাঁদের মধ্যে আছেন।'

আমার এ কথাটি এক শায়খ[১] জানতে পারলেন। তিনি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও অন্ধগোত্রপ্রীতি থেকে বেরুতে পারেননি। তাই আমার কথা তার পছন্দ

---

১. অর্থাৎ আব্দুল মুগিস হাম্বলি। তার পুরো নাম আবুল ইয্ আব্দুল মুগিস ইবন যুহায়র বিন আলাভি আল হারবি আল বাগদাদি। তিনি পাঁচশো হিজরির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেন। হাদিস শিক্ষার্থে তিনি দামেস্ক সফর করেন। কিন্তু তার রচনাবলি অধ্যয়ন করলে সহজেই তার জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা ধরা পড়ে। ইমাম যাহাবি বলেছেন, 'তার এমন কিছু ভুল ছিল, যাতে তার স্বল্পজ্ঞানের কথা বুঝা যায়।' তিনি ১৩ মহররম, ৫৮৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। তার লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম : *আল ইনতিসার লি মুসনাদিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আদ দালিলুল ওয়াদিহ ফিন নাহয়ি আন ইরতিকাবিল হাওয়া আল ফাদিহ, ফাদাইলু ইয়াযিদ, মুসান্নাফ ফি হায়াতিল খিদর* ইত্যাদি।

হলো না। তিনি এমনকি ইয়াযিদের ওকালতি করে একটি পুস্তিকা লিখলেন। আমার এক বন্ধু পুস্তিকাটি আমার কাছে নিয়ে আসলেন। এর বিরুদ্ধে একটি জবাব লিখে দেয়ার কথাও বললেন। তাঁকে বললাম, 'এ শায়খের নির্বুদ্ধিতা আর মূর্খতার কথা আমি আগে থেকেই জানতাম। আসলে যে ব্যক্তি বোঝে, কথা তো শুধু তার সাথেই বলা যায়।'

ইয়াকুব ইবন ইসহাক বলেছেন,

'মানুষ চার শ্রেণিভুক্ত :

(১) কেউ কেউ জানে এবং এটাও জানে যে, তার জানা আছে। ইনি আলিম। তাঁর কাছ থেকে [জ্ঞান] নাও।

(২) আরেকজন জানলেও সে যে জানে, তা তার জানা নেই। এ এক আত্মবিস্মৃত মানুষ, একে মনে করিয়ে দাও।

(৩) আরেকজনের জানা না থাকলেও সে জানে যে, তার জানা নেই। এমন ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসন্ধানী, তাই তাকে শিখাও।

(৪) আরেক লোকের যেমন জানা নেই, তেমনি সে যে জানে না, তাও জানে না। এ জাহিল। একে পরিত্যাগ করো।'[২]

এই শায়খ আব্দুল মুগিস হাম্বলি বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো যেমন জানেন না, তেমনি তিনি বোধগম্য বিষয়গুলোও বোঝেন না। তিনি অবশ্য হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোনোটা সহিহ আর কোনোটা সহিহ নয়; কোনোটার সনদ সংযুক্ত আর কোনোটার বিচ্ছিন্ন; কে সাহাবি আর কে তাবেঈ; কোনোটি নাসিখ আর কোনোটি মানসুখ আর কীভাবেই বা দুটি হাদিসের মাধে সমন্বয় করতে হয়– তার কিছুই তিনি জানেন না। এর উপর যোগ হয়েছে অন্ধ-স্বজনপ্রীতি। তাই যখনই নিজের মন মতো কোনো হাদিস পান, সেটাকে জাপটে ধরেন; ফকিহদের মতামতের কোনো তোয়াক্কা করেন না।

তিনি যে হাদিস শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তার প্রমাণ হলো, তিনি নিজের উদ্দেশ্যপূরণে এমন সব হাদিস দিয়ে দলিল গ্রহণ করেন, যেগুলোর সনদে মহা মিথ্যুক রাবি বিদ্যমান। উপরন্তু কোনো রাবি সত্যবাদী আর কোনো রাবি মিথ্যুক– তাও তিনি জানেন না।

আমাকে আব্দুর রহমান ইবন ঈসা আল ফকিহ বলেছেন, 'এই লোক একদিন আমাকে বলল, সাকিফার হাদিস[৩] তো সহিহ গ্রন্থে নেই।'

---

২. ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ এটা সহ বেশিরভাগ বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। হাদিসসমূহ এবং প্রয়োজনীয় কিছু বর্ণনা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে পাঠকের সুবিধার্থে সনদ উল্লেখ করা হলো না। – অনুবাদক।

৩. সকিফায়ে বনু সাদায় আবু বকর (রা) কে খলিফা নির্বাচন সম্পর্কিত হাদিস। এই বইযের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লেখক হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এমন প্রসিদ্ধ একটি হাদিস কার কাছেই বা অজ্ঞাত থাকতে পারে! অথচ এই হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত। এরপরও তিনি কীভাবে বলেন যে, তিনি মুহাদ্দিস। একদিন তার সাথে আমার দেখা হলো। তিনি মুসলিম ইবন ইয়াসারকে নিয়ে বললেন, 'তিনি তো অনেক উচ্চস্তরের একজন সাহাবি ছিলেন।' আমি ধমক দিলাম। বললাম, 'এমন কথা তো কেউ বলেননি। তিনি ছিলেন তাবেঈ।'[৪]

এরপর তিনি মুশাব্বিহাদের[৫] নিয়েও স্বজনপ্রীতি শুরু করলেন। আমার কাছে 'হাদিসুল ইসতিলকা' লিখে পাঠালেন। বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা যখন সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করলেন, তখন শুয়ে পড়লেন এবং এক পায়ের উপর আরেক পা রাখলেন।' তিনি আরও বললেন, 'ইমাম বুখারি ও মুসলিম অবশ্যই এই হাদিসটির সূত্রনির্দেশ করেছেন।'[৬]

আমি বললাম, 'আপনার ধ্বংস হোক। এই হাদিসটি তো সহিহ নয়। এজন্য ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আবু দাউদ, তিরমিযি এটার তাখরিজে নারাজ ছিলেন, তাঁদের কিতাবেও এটার উল্লেখ করেননি। এ হাদিসের একটি ত্রুটি আমার *'মিনহাজুল উসুল ইলা ইলমিল উসুল'* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।'

আমি তাকে আরও বললাম, 'আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা আমি একত্রিত করেছি। এরপর সেগুলোর মধ্যে কোনোটি সহিহ আর কোনোটি নয়, তা আলাদা করে দেখিয়েছি।' জবাবে তিনি বললেন, 'আমি এমন করতে চাই না। কারণ একটি হাদিস মরদুদ বা প্রত্যাখ্যাত বললে যে ঐ হাদিসের বর্ণনাকারী, তাকে দোষারোপ করা হয়!' আমি বললাম, 'আপনার ধ্বংস হোক। সত্য থেকে এত বিমুখতা!'

এরপর থেকে তিনি উপস্থিত থাকলেও আমার চোখে অনুপস্থিত থাকতেন।[৭]

> তিনি যে ফিকহ শাস্ত্র সম্পর্কেও যে কিছুই জানেন না, তার প্রমাণ হলো, তিনি কখনো কখনো হাদিস বর্ণনা করতেন। লোকেরা বলত, আপনি যে হাদিস বর্ণনা করছেন, তা তো ফকিহগণের ইজমার বিপরীত, বিশেষত

---

৪. পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন, বর্তমান যুগে যারা ইয়াযিদ বন্দনায় সীমাতিক্রম করেছে, হাদিসশাস্ত্রে তাদের অবস্থাও এমন। এমনকি এর চেয়েও ভয়াবহ।

৫. মুশাব্বিহা একটি বিভ্রান্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী। এরা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়।

৬. অর্থাৎ তাঁরা স্ব স্ব গ্রন্থ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এটা একটি নির্জলা মিথ্যা কথা। ইমাম যাহাবি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি মুনকার।

৭. অর্থাৎ আমার কাছে তার মানসম্মান তলানিতে চলে গেল। তাই তার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান হয়ে গেল।

আপনার মাযহাবের মতও এর বিপরীত। তিনি বলতেন, 'আমি তো ফকিহদের কথা মানতে বাধ্য নই!'

আমাকে ফকিহ আবু তাহির ইবনুস সাদর বলেছেন, 'এই শায়খ [উকিল বাপ হয়ে] এক লোককে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে পড়ানোর সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমার মধ্যস্থতায় আমার অমুক ভাইয়ের মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।' ফকিহ আবু তাহির বলেন, 'পরবর্তীতে আমি বরের সাথে দেখা করে বললাম, 'তোমার তো বিয়েই হয়নি। এই কনের ধারেকাছে যাওয়াও তোমার জন্য হালাল নয়। কারণ কনের বাবার মেয়ে আছে মোট চারজন। শায়খ যে বিয়ে পড়ালেন, তিনি তো কনের নাম নেননি।' তখন ফিকহ সম্পর্কে শায়খের এমন নির্বুদ্ধিতা দেখে লোকজন অবাক হয়ে গেল।

এ ঘটনার সাথে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ইবরাহিম আল হারবি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, একদিন আলি ইবন দাউদের মজলিসে এক নারী আসলেন। তিনি তখন প্রায় এক হাজার শ্রোতার সামনে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। সেই নারী বললেন, 'আমি আমার ইজার দান করার কসম খেয়েছি।' তিনি বললেন, 'ইজার কত টাকা দিয়ে কিনেছিলে?' তিনি বললেন, 'বাইশ দিরহাম দিয়ে।' তিনি বললেন, 'যাও। তুমি গিয়ে বাইশ দিন রোযা রাখো।' সেই নারী চলে যাবার পর আলি বলে উঠলেন, 'আহা! আল্লাহর কসম! আমি যে ভুল করে ফেলেছি। আমি তো তাকে যিহারের কাফফারার কথা বলে দিলাম।'[৮]

আমি একবার আব্দুল মুগিস হাম্বলিকে দেখলাম, তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের কবরের পেছনে নিজের জন্য একটি কবর খুঁড়ছেন। তাকে বললাম, 'আপনার এই কাজটি তিনটি কারণে নাজায়েয :

১. এই ভূমির মালিকানা আমভাবে সমস্ত মুসলমানের। তাই নিজের জন্য কারও জায়গা নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত নয়। এতো মসজিদে জমায়েত হওয়ার মতো, যে আগে আসবে, বসে পড়বে।

২. ইমাম আহমদের কবরের চারপাশের জায়গা তো এ পর্যন্ত খালি রাখা হয়নি। আমরা চারপাশে কত কবর দেখছি, একটির উপর একটি, তাতে মানুষ কবরস্থ হয়ে আছে। আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মৃতের হাড় ভাঙা জীবিতাবস্থায় তার হাড় ভাঙার মতো।' এরপরও আপনি কীভাবে এখানে কবর খোঁড়েন?' তিনি বললেন, 'আমি কবর খুঁড়লেও কোনো হাড় দেখিনি।' আমি বললাম,

---

৮. হাদিস বর্ণনা করলেও ফতোয়া দিতে গিয়ে কেউ হাস্যকর ভুল করতে পারেন। বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়াই এর মূল কারণ। সেটা বুঝাতেই হয়তো ইমাম ইবনুল জাওযি এ উদাহরণ এনেছেন। এ ঘটনাটি তাঁর 'তালবিসু ইবলিস'সহ অনেক গ্রন্থে এসেছে।

'সেগুলো তো গলে গেছে। কারণ তিনশো বছরেরও বেশি সময় অতীত হয়েছে। এখন কেবল তার অনুপরমাণু বাকি আছে, সেগুলোও সম্মানের পাত্র। তাই আপনি যা করছেন, তা না-জায়েয।'

৩. আপনাকে এই কবরে রাখা হলে দুপা থাকবে ইমাম আহমদের মাথার কাছে। আপনাদের দুজনের মাঝখানে কবর ছাড়া অন্য কোনো আড়াল থাকবে না। এতো বেয়াদবি। আপনি কি মারওয়াযির কথা জানেন না? তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে ইমাম আহমদের সামনে দাফন করবে, যেভাবে আমি তাঁর সামনে বসতাম।'

কিন্তু আব্দুল মুগিস আমার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করেই চলে গেলেন। তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছিলেন।

আব্দুল মুগিস হাম্বলির বোধশক্তিতেও ত্রুটি ছিল। ফকিহ মুহিব্বুদ্দীন আবুল বাকা আমাকে বলেছেন, হুজ্জতুল ইসলাম ইবনুল খাশশাবের মজলিসে একদিন আবদুল মুগিসের সাথে আমার দেখা হলো। [আলোচনার এক পর্যায়ে] ইবনুল খাশশাব এ হাদিস বর্ণনা করলেন, এক লোক পায়ে হেঁটে হজ করার মানত করেছিলেন। তখন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ

'এ লোকের নিজেকে কষ্ট দেয়াতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'

তখন আব্দুল মুগিস বলে উঠলেন, 'এ লোকের নিজেকে কষ্ট দেয়াতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই 'তিনি একথা কীভাবে বললেন? অথচ আল্লাহ আমাদেরকে কত কষ্টকর কাজে (তাকলিফ) বাধ্য করেছেন!'

আমরা তার এহেন বদগুমানিতে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। তিনি ভেবে বসেছেন, আমাদের কষ্ট করায় আল্লাহর প্রয়োজন আছে।

তার জ্ঞানের দীনতা, বোধশক্তির ত্রুটি এবং অন্ধ-স্বজনপ্রীতির বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি ইমাম হুসাইনের বিরুদ্ধে ইয়াযিদের পক্ষ নিয়েছেন, এ বিষয়ে ইয়াযিদের ওকালতি করে বই লিখেছেন। এমনকি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ নেয়ায় এবং ইয়াযিদের নিন্দা করায় আমার উপর নাখোশ হয়েছেন।

শায়খ আবুল হাসান ইবনুয যাগওয়ানী আমাকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, যা আমিরুল মুমিনিন আলি ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুও আবৃত্তি করতেন–

لَو أَنّي بُليتُ بِهاشِميّ + خُؤولَتُهُ بَنو عَبدِ المَدانِ
صَبَرتُ عَلى عَداوَتِهِ وَلَكِن + تَعالوا فَانظُروا بِمَنِ اَبتَلاني

'আমি যদি কোনো হাশিমির মাধ্যমে কষ্টের সম্মুখীন হতাম, যার মামার গোত্র আবদুল মাদিনি,
তাহলে আমি তার শত্রুতায় ধৈর্য ধরতাম, কিন্তু এসে দেখো, আমাকে কে কষ্ট দিচ্ছে।'[৯]

আমার যেই সঙ্গী আবদুল মুগিসের বই এনেছিলেন, তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে সঠিক মতটি আমাকে জানান। আর সম্বোধনের ক্ষেত্রে আমাকে দেখুন, তাকে নয়।'[১০] আমি বললাম, 'এই শায়খ যদি এমন বলে যে, অতীতের কারও নিন্দার সময় ব্যয় না করাই উত্তম, তবে এক্ষেত্রে জনৈক নেককার বলেছেন, 'আমার আমলনামা থেকে 'আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ ইবলিসের উপর' একথার চেয়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বেরোনো আমার জন্য বেশি পছন্দের।'[১১]

কিন্তু তিরস্কৃতকে তিরস্কার ও অভিশপ্তকে অভিশাপ দেয়া যারা জায়েয বলেন, তাদেরকে ঐ শায়খের নাকচ করাটা একটা সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা। অথচ বড় বড় আলিমগণ এর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলও আছেন। ইয়াযিদ সম্পর্কে ইমাম আহমদ যা বলেছেন, তা লানতকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আমাদের জানিয়েছেন আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বাকি আল বাযযায, তিনি আবু ইসহাক আল বারমাকি থেকে, তিনি আবু বকর আব্দুল আযিয ইবন জাফর

---

৯. এ কবিতাটি দিওয়ানে আলিতে রয়েছে। কিন্তুএটা আলি রা. এর কবিতা কি না, তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। তাদের একটি মত হলো, এটা আব্বাসি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস সাফফাহর মামা যিয়াদ ইবন উবায়দুল্লাহর কবিতা। আবুল আব্বাসের বংশধারা মাতা-পিতা উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ছিল। বাবার দিক থেকে তিনি যেমন হাশেমি ছিলেন, তেমনি মা রিতা বিনত উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মাদানের দিক থেকে হারিসি ছিলেন। বনু হারিসের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত শাখা ছিল বনু আবদুল মাদান। আবুল আব্বাস আস সাফফাহের পরে তাঁর ভাই মনসুর শাসনভার গ্রহণ করেন। দুজনের বাবা এক হলেও মনসুরের মা ছিল বার্বার বংশোদ্ভূত। মনসুর ক্ষমতায় এসে যিয়াদকে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে অপসারণ করেন। তখন যিয়াদ এ কবিতাটি রচনা করেন। কবিতার ভাবার্থ হলো, আমি যদি আবুল আব্বাসের কাছ থেকে কষ্ট পেতাম, যে মা-বাবা উভয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, তাহলে আমার জন্য বিষয়টা সহ্য করা সম্ভব হতো। কিন্তু মনসুরের মতো কেউ কষ্ট দেয় বলে বিষয়টা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১০. অর্থাৎ আব্দুল মুগিসের কিতাব না দেখে আগে আমাকে সঠিক মত কোন্‌টি জানান।

১১. অর্থাৎ ইবলিসকে লানত দিতে যে সময়টুকু যাবে, সেটুকু সময় যদি যিকরে ব্যয় হয়, তবে তাই উত্তম। এমন মত পোষণকারীকে আল্লামা ইবনুল জাওযি এনকার করেননি। অনেক বড় আলিম সরাসরি ইয়াযিদকে লানত দেননি। তার কারণ এটাই। তাঁরা সবসময় তাসবিহ-তাহলিলে লিপ্ত থেকেছেন। ইয়াযিদের মতো ঘৃণার্হ ব্যক্তিত্ব স্মরণে এনে মন-মেজাজ কলুষিত করতে চাননি। কিন্তু তার মানে এই না যে, তাঁরা ইয়াযিদকে লানত দেয়া না-জায়েয মনে করতেন, যেমনটা আব্দুল মুগিস ও এ যুগে তার ভাবধারার লোকেরা মনে করেন।

থেকে, তিনি বলেন, মিহনা ইবন ইয়াহইয়া আমাদেরকে বলেছেন, 'আমি একদিন ইমাম আহমদকে ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'এ তো সেই লোক, যে মদিনায় এমন এমন করেছে।' আমি বললাম, 'সে কী করেছে?' তিনি বললেন, 'সে মদিনায় গুণ্ডামি করেছে।' আমি বললাম, 'আমরা কি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পারি?' তিনি বললেন, 'ইয়াযিদ থেকে হাদিস বর্ণনা করা যাবে না। এমনকি তার হাদিস লেখাও অনুচিত।' আমি বললাম, 'সে যা করেছে, তখন তার সাথে কারা ছিল?' তিনি বললেন, 'সিরিয়ার লোকজন।'[১২]

কাযি আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল ফাররা তাঁর *'আল মুতামাদ ফিল উসুল'* গ্রন্থে আবু জাফর আল আবকারী থেকে, তিনি আবু আলি আল হুসাইন ইবনুল জুনায়েদ থেকে তিনি আবু তালিব ইবন শিহাব আল আবকারি থেকে, তিনি আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সালিহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, 'আমি একবার আমার আব্বা অর্থাৎ ইমাম আহমদকে বললাম, 'একদল লোক আমাদেরকে ইয়াযিদের মিত্র বলে মনে করে।' তিনি বললেন, 'বাছা। ইয়াযিদের সাথে ইমানদার কেউ সম্পর্ক রাখতে পারে?'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি তাকে লানত দেন না কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি কবেই বা আমাকে কোনো কিছুকে লানত দিতে দেখেছ? আল্লাহ স্বয়ং যাকে পবিত্র কুরআনে লানত দিয়েছেন, তাকে কেন লানত দেয়া হবে না?'

আমি বললাম, 'আল্লাহ তাঁর কিতাবের কোথায় ইয়াযিদকে লানত দিলেন?' তিনি তখন তিলাওয়াত করলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা যমিনে ফাসাদ করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই লানত করেন আর বধির ও অন্ধ করেন।'[১৩]

এরপর তিনি মন্তব্য করলেন, 'হত্যার চেয়েও জঘন্য কোনো ফাসাদ আছে?'[১৪]

---

১২. ইবন তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/ ৪১২

১৩. সুরা মুহাম্মদ : ২২-২৩

১৪. এ গ্রন্থটির আরবি সংস্করণের সম্পাদক বলেন, আমি এ বর্ণনাটি আল মুতামাদ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাইনি। সম্ভবত এটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে ছিল। কিন্তু সেই বইটি আমাদের কাছে নেই। ইবন তায়মিয়া মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৪/৫৭৩) বলেছেন, 'এই বর্ণনাটি হাদিস নয়। যেহেতু সনদ বিচ্ছিন্ন।' কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইমাম ইবনুল জাওযি এখানে তাঁর নিজস্ব সনদে এটি এবং এর আগের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাই এটাকে আর বিচ্ছিন্ন সনদের বলার সুযোগ নেই।

কাযি আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনুল কাযি আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররা[১৫] একটি বই লিখেছিলেন। তাতে যারা যারা অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত—তাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেসব লোকের মধ্যে তিনি ইয়াযিদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'ইয়াযিদকে লানত দিতে যে নিষেধ করে, সে হয় এর বৈধতা সম্পর্কে অজ্ঞ নয়তো সে একটা মোনাফেক। সে চায় এ বিষয়ে জনমনে একটি সন্দেহ তৈরি করতে।'

এমনও হতে পারে, নির্বোধেরা হাদিসের এই বাণী থেকে দলিল দিতে চাইবে—الْمُؤْمِنُ لَايَكُوْنُ لَعَاناً অর্থাৎ 'মুমিন কখনো বেশি অভিশাপদাতা হয় না।' কাযি আবুল হুসাইন বলেন, 'এ হাদিসে এমন লোককে অভিশাপ দেয়ার কথা বলার সম্ভাবনা আছে, যারা এর উপযুক্ত নন।'[১৬]

এ কথাগুলো আমি কাযি আবুল হুসাইনের নিজ হাতের লেখা ও তাঁর রচনা থেকে বললাম।

---

১৫. কাযি আবুল হুসাইন ছিলেন একজন বিশিষ্ট হাম্বলি ফকিহ। ইমাম আহমদের মাযহাবে তিনি সমুদ্রতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ৫২৬ হিজরিতে তিনি একদল তস্করের হাতে নিহত হন।

১৬. অর্থাৎ হাদিসে যারা লানত পাবার যোগ্য, তাদেরকে লানত দিতে নিষেধ করা হয়নি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম পরিচ্ছেদ

যেসব অপরাধীর প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের লানত

হাদিসে এমন সব কাজের জন্য লানত তথা অভিশাপের কথা এসেছে, যা [ভয়াবহতার বিবেচনায়] ইয়াযিদের কৃতকর্মের দশভাগের এক ভাগও হবে না।

আমাদের বলেছেন ইবন হুসাইন, তিনি ইবনুল মাযহাব থেকে, তিনি আহমদ ইবন জাফর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ থেকে, তিনি উবাই থেকে, তিনি ওয়াকি থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি ইবরাহিম থেকে, তিনি আলকামা থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

'আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক সেই নারীদের উপর, যারা উল্কি আঁকে আর যারা আঁকায়, যারা ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরি করে।'[১৭]

আহমদ বলেন, আমাকে বলেছেন ইয়াহইয়া, তিনি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে বলেছেন নাফি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

'আল্লাহ ঐ নারীকে লানত দিয়েছেন, যে পরচুলা লাগায় আর যাকে লাগিয়ে দেয় এবং যে উল্কি আঁকে আর যে আঁকায়।'[১৮]

আহমদ বলেন, আমাকে বলেছেন ইবন হাশিম, তিনি আবু বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জোবায়ের থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে,

لعن مَن اتَّخَذ شيئاً فيه روح غرضاً

---

১৭. ইমাম বুখারি, *আস সহিহ*, কিতাব : আল লিবাস, বাব : আল মুতাফাল্লিজাত লিল হুসন।

১৮. *প্রাগুক্ত*

'নিশ্চই রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে লানত দিয়েছেন, যে কোনো জীবিত প্রাণিকে চাঁদমারি বানায়।'[১৯]

এসকল হাদিস সহিহ হবার ব্যাপারে সবাই একমত। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়ই হাসিসগুলো তাঁদের নিজেদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ

'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজড়ার বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষবেশী নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন।'[২০]

অনুরূপ হযরত জুহাইফা রা. এর হাদিস :

وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ

'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, যে নারী উল্কি আঁকে ও যে আঁকায়, তাদেরকে এবং ছবি অঙ্কনকারীকে লানত দিয়েছেন।'[২১]

ইমাম মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

'রসুলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত দিয়েছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষীদ্বয় ও সুদের লেখককে।'[২২]

আমাদেরকে জানিয়েছেন ইবনুল হুসাইন, তিনি ইবনুল মাযহাব থেকে, তিনি আহমদ ইবনু জাফর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ থেকে, তিনি উবাই থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন মাসলামা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে, তিনি আমর ইবন আবি আমর ইবন ইকরামা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

---

১৯. *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আস সইদ, বাব : মা ইয়ুকরাহু মিনাল মুসলা।

২০. *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আল লিবাস, বাব : ইখরাজুল মুতাশাব্বিহিনা বিন নিসাই মিনাল বুয়ুত।

২১. *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আল লিবাস, বাব : আল মুতাফাল্লিজাত লিল হুসন।

২২. ইমাম মুসলিম, *আস সহিহ*, কিতাব : আল বুয়ু, বাব : লানু আকিলির রিবা ওয়া মুকিলিহি।

'নিজের বাবাকে যে গালি দেয়, সে অভিশপ্ত; নিজের মাকে যে গালি দেয়, সে অভিশপ্ত; আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যে জবাই করে, সে অভিশপ্ত; জমির সীমানা যে বদলে দেয়, সে অভিশপ্ত, অন্ধকে যে রাস্তা ভুলিয়ে দেয়, সে অভিশপ্ত, পশুর সাথে যে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়, সে অভিশপ্ত; লুত জাতির কাজ যে করে, সেও অভিশপ্ত।'[২৩]

আহমদ বলেন, আমাদেরকে বলেছেন ওয়াকি, তিনি আব্দুল আযিয ইবন উমর ইবন আব্দুল আযিয থেকে, তিনি তাদের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবু তুমাহ ওয়া আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ আল গাফিকি থেকে, তাঁরা দুজন ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وجُوهٍ بِعَيْنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا

'মদ দশ দিক থেকে লানতপ্রাপ্ত। স্বয়ং মদ, মদ পানকারী, মদ পরিবেশনকারী, মদের বিক্রেতা, মদের ক্রেতা, মদ উৎপাদক, যে মদ উৎপাদন করায়, যে মদ বহন করে, যার জন্য মদ বহন করে এবং যে মদের মূল্য ভোগ করে [এরা সবাই অভিশপ্ত]।'[২৪]

জেনে রাখুন। এ ধরনের প্রচুর হাদিস রয়েছে। যেমন– 'যে অনুপযুক্ত লোককে দায়িত্বভার দেয়, সে অভিশপ্ত', 'নারী কবর যিয়ারতকারিণী অভিশপ্ত' ও অনুরূপ অন্যান্য হাদিস।

---

২৩. ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *জামিউল আহাদিস*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ৪৬৭, হাদিস নং : ১৯৯৬৬

২৪. ইবন মাজাহ, *আস সুনান*, কিতাব : আত তাআম ওয়াল আশরিবাহ, বাব : লুইনাত আল খামর আলা আশরাতি আউজুহিন। ইমাম ইবন মাজাহ এর বর্ণিত হাদিসে ভিন্ন ক্রমানুসারে শব্দগুলো এসেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদ বন্দনার পরিণাম

আমি এখন ইয়াযিদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। এছাড়া সে কীভাবে শাসনভার পেল, তার শাসনামলে যা যা ঘটেছে, তা আবু বকর ইবন আবিদ দুনয়া, *'তাবাকাত'* গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ ইবন সাদ, আবু জাফর ইবন জারির ও অন্যান্য ইমামগণ যা উল্লেখ করেছেন, তা থেকে সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করব, যাতে তার কাজকর্মের জন্য তাকে নিন্দা করা যে বৈধ, সেটা বুঝা যায়। এরপর ইয়াযিদের বন্দনা ও ওকালতিতে ঐ শায়খ আব্দুল মুগিস যেসব যুক্তি পেশ দেখিয়েছেন, সেগুলো খণ্ডন করব। আসলে একজন মানুষ আরেকজনের কল্যাণকামী তখনই হয়, যখন তার প্রতি তার ভালোবাসা থাকে। সহিহ সূত্রে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

'ব্যক্তি [আখিরাতে] তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।'[২৫]

---

২৫. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আল আদব, বাব : আলামাতু হুব্বিল্লাহি তায়ালা। আব্দুল মুগিসের মতো শায়খরা ইয়াযিদকে ভালোবাসে বলেই তার গুণকীর্তন করে দোষগুলো ঢাকতে চায়। এজন্য নির্জলা মিথ্যা কথার আশ্রয় নিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। এ হাদিসটি উল্লেখ করে ইমাম ইবনুল জাওযি বুঝাতে চেয়েছেন, যারা ইয়াযিদকে ভালোবাসে, তাদের হাশরও ইয়াযিদের সাথেই হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের বাইয়াতের প্রতি আহ্বান

৫৬ হিজরি। এ বছর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে তাঁর পরে ইয়াযিদের বাইয়াত নিতে আহ্বান জানালেন। তাকে যুবরাজ বানালেন এবং মুগিরা ইবন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন কুফায় গিয়ে ইয়াযিদের পক্ষে বাইয়াতের জন্য কাজ করেন। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু হলে ইয়াযিদের খেলাফতপ্রাপ্তি নিয়ে একটি চিঠি লিখে দেয়া হয়েছিল। তিনি সেই চিঠিটি জনসমক্ষে পড়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইবন সাদ *'আত তাবাকাত'* এ উল্লেখ করেন, 'মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর এবং আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বলেছিলেন, 'আমি একটি কথা বলছি। তোমরা এর প্রতিবাদ কোরো না। তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করব।' এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। উপস্থিত লোকেরা ইয়াযিদের প্রতি নিজেদের বাইয়াতের স্বীকৃতি জানাল। এদিকে তাঁরা নিশ্চুপ ছিলেন। তাঁর ভয়ে তাঁরা হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি।'

আমাদেরকে জানিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ ইয়াহিয়া ইবন হাসান ইবনুল বান্না, তিনি উবাই, তিনি আলি ইবন মুহাম্মদ আল মুআদ্দিল, তিনি দালাজ ইবন আহমদ, তিনি মুহাম্মদ ইবন আলি আস সাইগ, তিনি ইবন আবু উমর, তিনি আব্দুর রাযযাক ইবন মামার থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম যুহরি বলেন, 'মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর ছেলে ইয়াযিদের পক্ষে বাইয়াত নিলেন, তখন বাইয়াতের পয়গাম নিয়ে মদিনাতেও লোক পাঠালেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র এবং আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় চলে গেলেন। এ ঘটনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও জানতে পারলেন। তিনি উমরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। এরপর তাঁদেরকে ডেকে আনলেন এবং মিম্বরে উঠে তাঁদের ওজর গ্রহণ করলেন। কারণ লোকেরা বলেছিল যে, তাঁরা বাইয়াত করে নিয়েছেন। তখন সিরিয়াবাসী একদল লোক উঠে বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে তাঁদেরকে হত্যা করে ফেলি।' তিনি বললেন, 'তোমাদের কাছে এমন কথা যেন আর কখনো না শুনি।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের প্রতি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপদেশ

৬০ হিজরি শুরু হলো। তখন উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের সাথে আসা প্রতিনিধি দলগুলোর কাছ থেকে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে ইয়াযিদের জন্য বাইয়াত নিলেন। এরপর যখন অসুস্থ হলেন, ইয়াযিদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন। তাকে বললেন,

'বাছা! আমি সবকিছু তোমার জন্য অনুকূল করে রেখেছি। সমস্ত শত্রুকে পরাভূত করেছি। তাই [খিলাফতের] ক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ে মাত্র চারজনের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা। তাঁরা হলেন, হুসাইন ইবন আলি, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র এবং আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবাদতে মগ্ন হয়ে আছেন। তাই তিনি ছাড়া সবাই যখন বাইয়াত করে ফেলবে, তখন তিনিও তোমার বাইয়াত করবেন। ইরাকবাসীরা হুসাইনের পেছনে লেগে আছে। তারা তাঁকে তোমার বিরুদ্ধে বের না করে ছাড়বে না। তিনি যদি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তুমি তাঁর উপর বিজয়ী হও, তবে তাঁর প্রতি সদাচার কোরো। কারণ তাঁর কাছে নিকট-আত্মীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে আব্দুর রহমান ইবন আবু বকরের নারী ও আনন্দফুর্তি ছাড়া অন্যদিকে মন নেই। তিনি যদি দেখেন, তার সঙ্গীরা কিছু করেছেন, তখন তিনি তাদের মতো করবেন। কিন্তু যিনি তোমার জন্য সিংহের মতো ওঁৎ পেতে থাকবেন, শেয়ালের মতো কৌশল অবলম্বন করবেন এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবেন, তিনি হলেন ইবন যুবায়ের। তিনি যদি এমন করেন আর পরে তুমি তাকে বাগে পাও, তাহলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'[২৬]

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'ইয়াযিদের প্রতি আমার মমত্ববোধ না থাকলে আমি আরও সুবিবেচনা করতে পারতাম।'[২৭]

---

২৬. ইবনুল আসির, *আল কামিল ফিত তারিখ*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ৩৬৮

২৭. ড. মুহাম্মদ মাহদি আল মাসলামি ও অন্যান্য, *মাউসুআতু আকওয়ালি আবিল হাসান আদ দারাকুতনি*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৬৫৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্তিকাল করেন, তখন ইয়াযিদ সেখানে ছিল না। সে আসার পর তার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হলো। এরপর সে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবন উতবার কাছে চিঠি লিখল। হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়েরকে বাইয়াতের জন্য শক্তভাবে পাকড়াও করো; বাইয়াত না করা পর্যন্ত তাদেরকে যেন কোনো ধরনের ছাড় দেয়া না হয়।

ওয়ালিদ তখন মারওয়ানকে ডেকে পরামর্শ করল। মারওয়ান বলল, 'আমার মতে আপনি এই মুহূর্তে তাদেরকে ডেকে পাঠাবেন এবং বাইয়াত করার জন্য বলবেন। বাইয়াত হলে ভালো, নয়তো এখনই তাদের হত্যা করে ফেলবেন।'

এরপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে বাইয়াত করার জন্য বলা হলো। তিনি বললেন, 'অন্য লোকদের ডাকো। আমার মতো কেউ গোপনে বাইয়াত করে না।'

তিনি একথা বলে বের হয়ে গেলেন।[২৮]

অন্যদিকে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'লোকেরা যখন বাইয়াত করবে, আমিও তখন বাইয়াত করব।'

একথা বলে তিনি মক্কায় রওয়ানা হয়ে গেলেন।

ইবন যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু পরদিন তাদের কাছে আসার ওয়াদা করে রাতেই মক্কায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে তাঁর ভাই আমর ইবন যুবায়ের তাঁর কাছে সতর্কবার্তা পাঠাল যে, ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া শপথ করেছে যে, সে তোমার কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তোমাকে রুপার বেড়ি পরিয়ে তার কাছে নেয়া না হয়।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

---

২৮. ইবন কাসির উল্লেখ করেছেন, একথা বলে ইমাম হুসাইন যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন মারওয়ান তাঁকে হত্যা করার জন্য ওয়ালিদকে প্ররোচিত করেছিল। ওয়ালিদ বলেছিলেন, 'মারওয়ান! সমগ্র দুনিয়া ও তার সবকিছু পেলেও আমি হুসাইনকে হত্যা করতে চাইব না। সুবহানাল্লাহ! 'আমি বাইয়াত করব না'—শুধু এটুকু কথার জন্য আমি তাঁকে হত্যা করব। আল্লাহর কসম! আমার নিশ্চিত ধারণা, যে হুসায়নকে হত্যা করবে, কিয়ামতে তার পাল্লা হালকা হবে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মক্কায় ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। এদিকে কুফাবাসীরা তাঁকে তাদের কাছে যাবার জন্য তাগাদা দিতে লাগল। তারা বলল, 'আমরা এক লাখ লোক আপনার সাথে আছি।'

ইউনুস ইবন আবু ইসহাক বলেন, 'কুফাবাসীরা যখন জানতে পারল যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় এসেছেন এবং ইয়াযিদের বাইয়াত গ্রহণ করেননি, তখন তাঁর কাছে তাদের একটি প্রতিনিধি দল গেল। সুলাইমান ইবন সারদ ও মুসাইয়্যাব ইবন নাজাবা চিঠি লিখলেন। এছাড়া মদিনার একদল গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁকে নিজের নামে বাইয়াত করাতে এবং ইয়াযিদকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা বলছিলেন,

> 'আমরা লোকদের এমনভাবে রেখে এসেছি, যে তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা আশা করি আপনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের হকের উপর জমায়েত করবেন; তারা যে অত্যাচার করছে, সেগুলো থেকেও আপনার মাধ্যমে তাদেরকে নিবৃত্ত করাবেন। খিলাফতের জন্য আপনিই ইয়াযিদের চেয়ে বেশি হকদার। সে উম্মতের খিলাফত জবরদখল করেছে, হত্যা করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে।'

তিনি মুসলিম ইবন আকিলকে ডেকে বললেন, 'কুফায় যাও। তাদের ভেতর ঐক্যবদ্ধতা দেখলে আমাকে চিঠি লিখে জানাবে।'

জীবনীকারগণ লিখেছেন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমকে কুফায় পাঠালে এ খবর ইয়াযিদের কাছেও পৌঁছল। এরপর সে উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদকে কুফার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করল। ইয়াযিদ তার কাছে চিঠি লিখল,

'আমি খবর পেলাম হুসাইন ইরাকের দিকে রওয়ানা হয়েছেন। তার উপর নজর রাখো, সশস্ত্র সৈন্য প্রস্তুত রাখো। সতর্ক থাকো। সন্দেহ হলে তাকে আটক করো, অপবাদ দেয়া হলেও গ্রেফতার করো।'

এদিকে মুসলিম ইবন আকিল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি লিখলেন, 'তেরো হাজার লোক আমার কাছে বাইয়াত করেছে। আপনি দ্রুত আসুন।'

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় রওয়ানা হলেন। এদিকে উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ হযরত মুসলিম ইবন আকিলকে পাকড়াও করে হত্যা করে ফেলল।

ইতোমধ্যে কায়স ইবন মুসহিরকে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম ইবন আকিলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মুসলিমের মৃত্যুর খবর তখনও তাঁর অজানা। উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ তাকে ধরে ফেলল। তাকে বলল, 'লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যুকের ছেলে মিথ্যুককে গালিগালাজ করো।'

একথা বলে সে ইমাম হুসাইনকে বুঝিয়েছিল।

কিন্তু কায়স বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে মানুষ! আমি হুসাইনকে উষর প্রান্তরে ছেড়ে এসেছি। তিনি তোমাদের কাছে সাহায্য কামনা করেছেন।' তখন উবায়দুল্লাহ তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিল। তাঁকে দুর্গের চূড়া থেকে ফেলে দেয়া হলো। এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

এদিকে মুসলিম ইবন আকিলের হত্যার সংবাদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছল। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন।[২৯] তাঁর সাথে বানু আকিলের পাঁচজন সদস্য ছিল। তারা বলল, 'আপনি ফিরে যাবেন, অথচ আমাদের ভাই নিহত হয়েছে!'

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ার কাছে চলে আসলেন। এরপর বললেন, 'তোমাদের চিঠিগুলো না আসা পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে আসিনি।'

তারা বলল, 'আমরা নিজেরাও বুঝিনি আমরা কী বলছি!'

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এরপর কারবালার দিকে ফিরে চললেন। তাঁর সাথে তখন ৪৫ জন অশ্বারোহী আর প্রায় একশো জন পদাতিক সঙ্গী ছিল। এরপর উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ উমর ইবন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে সেনাপতি নিযুক্ত করল। সে এসে ডাকল, 'হুসাইন!' হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হয় তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে, তাহলে আমি সীমান্ত এলাকায় অথবা যেখান থেকে এসেছি, সেখানে চলে যাব। নয়তো ইয়াযিদের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে।'[৩০]

---

২৯. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু সে সময় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন এই মর্মে অন্য কোনো বর্ণনা আমি ইতিহাসের বইগুলোতে পাইনি– অনুবাদক।

৩০. ইয়াযিদের কাছে নিয়ে যাবার কথা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন কি না, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। উকবা ইবন সামআন মদিনা থেকে কারবালা পর্যন্ত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সবগুলো ভাষণ শুনেছি। তিনি কখনো ইয়াযিদের হাতে হাত রাখার কথা বলেননি।' মোটকথা ইবন সামআনের মতে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, তাঁকে যেন মদিনায় ফিরে যেতে অথবা সীমান্ত এলাকাগুলোর কোনো একটায় চলে যেতে দেয়া হয়। (ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪১৩)

উমর ইবন সাদ একথা উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদকে লিখে পাঠাল। কিন্তু ইবন যিয়াদ জবাব দিল, 'না। যতক্ষণ না তিনি আমার হাতে হাত না রাখেন, আমার তাতে কোনো সম্মান নেই। তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে। তিনি নিহত হলে ঘোড়দৌড় করিয়ে তাঁর বুককে পদপিষ্ট করবে। তখন আবৃত্তি করবে,

ألان حين تعلقته حبالنا + يرجو الخلاص ولات حين مناص

'সাবধান! যখন আমাদের ফাঁদ তাকে জড়িয়ে ধরেছে,
তিনি তখন মুক্তির আশা করেছেন, অথচ বাঁচার আর সময় নেই।'[৩১]

কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সাফ জানিয়ে দিলেন, 'আমি কখনো উবায়দুল্লাহর হাতে হাত রাখব না।'

তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, 'আজ রাতেই তোমরা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ো, আমাকে রেখে যাও।'

তাঁরা বললেন, 'আপনার যা হবে, আমাদেরও তাই হবে। আল্লাহর কসম! সে পর্যন্ত আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না।'

এদিকে সৈন্যরা তাঁদের পানির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন,

> 'হে আমার জাতি! আমাকে মেরে ফেলা কি তোমাদের শোভা পায়? আমার রক্ত কি তোমাদের জন্য বৈধ? আমি কি তোমাদের নবির কন্যার পুত্র নই? আমি কি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের পুত্র নই? 'এই দুজন জান্নাতবাসী যুবকদের নেতা'—আমি আর আমার ভাইয়ের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী কী তোমরা শোনোনি? আমার কথা বিশ্বাস করলে ভালো। নয়তো তোমরা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ, যায়দ ইবন আরকাম—এঁদেরকে জিজ্ঞেস করো।'

তখন শিমার বলল, 'আমি দ্বিধা-সংশয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করি। আপনি কী বলছেন, তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!'

উমর ইবন সাদ সর্বপ্রথম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর উপর তীর ছুড়ল। তখন আলি ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যুদ্ধ করতে বের হলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

---

৩১. কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসহায় অবস্থা নিয়ে বিদ্রুপ করে দুরাত্মা ইবন যিয়াদ এ উক্তি করেছে। তার কবিতার মর্মার্থ হলো, একবার যেহেতু মরুভূমিতে এসে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ফাঁদে আটকা পড়েছেন, তিনি ফিরে যেতে চাইলেও আর যেতে দেয়া হবে না।

أنا عَلِي بِنْ الحُسَيْن بِنْ عَلِي
نَحْنُ وَبَيْتُ اللهِ أولى بِالنَّبِي
مِنْ شِمَر وعُمَر وابْنِ الدعي

'আমি আলি ইবন হুসাইন ইবন আলি
বায়তুল্লাহর কসম! আমরাই নবিজীর সবচেয়ে আপন-
শিমার, উমর আর পিতৃপরিচয়হীন লোকটি কে এখানে?'[৩২]

এক লোক তাঁকে আঘাত করল। তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আলি আল আকবর।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের একটি ছেলে এসে তাঁর কোলে বসল। এক লোকের ছোড়া তীরে সেই শিশুটিও শহিদ হলো।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পানি খাবার জন্য পানি আনতে বললেন। পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি পানের ইচ্ছা করা মাত্রই হাসিন ইবন নুমায়র তীর ছুড়ল। সেই তীর তাঁর চোয়ালে বিদ্ধ হলো। তিনি সেই রক্ত অঞ্জলি ভরে হাতে নিলেন।

এভাবে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহুর পরিবারের সবাইকেই শহিদ করা হলো। পুরুষদের মধ্যে কেবল তিনি একাই অবশিষ্ট ছিলেন।[৩৩] অবশেষে যুরআহ ইবন শুরায়ক তাঁর কাঁধে আঘাত হানল। আরেকজন আঘাত করল তাঁর কাঁধের হাড়ের জোড়ায়। অবশেষে সিনান ইবন আনাস এসে তাঁর কণ্ঠার হাড়ে, এরপর তাঁর বুকে বর্শাঘাত করল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সে নেমে এসে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জবাই করল, তাঁর মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করেছিলেন খাওলা বিন ইয়াযিদ।

তাঁর শরীরে ৩৩ টি বর্শাঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। তাঁর কাপড়ে তীরের জন্যই ছিদ্র হয়েছিল ১১৯ টি।

এরপর তারা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অস্ত্রশস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্রও নিয়ে নিয়েছিল। তাঁর তরবারি কালাফিস আন নাহশি নিয়ে নেয়। বাহর ইবন কাব তাঁর পাজামা খুলে নিয়ে তাঁকে বস্ত্রহীন করে ফেলে রাখে[৩৪], কায়স ইবন আশআস তাঁর জামা খুলে নেয়। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাগড়ি এবং ফাতিমা বিনত

---

৩২. অর্থাৎ শিমর ইবন যিল যওশন, উমর ইবন সাদ ও উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ এর মতো লোকদের স্থান কোথায়?

৩৩. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু একা একাই লড়াই করে যাচ্ছিলেন। শিমারসহ অশ্বারোহীর দল চারদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করছিল। তিনি একাকী তরবারি চালাচ্ছিলেন। তাবারিসহ অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে বলা হয়েছে, হিংস্র নেকড়ে আক্রমণে যেভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল। সবশেষে শিমার সবাইকে একযোগে আক্রমণে প্ররোচিত করে।

৩৪. এসব দুরাত্মা পাপিষ্টের উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।—অনুবাদক

হুসাইনের [মূল পোশাকের উপর পরিধেয়] বাড়তি কাপড় জাবির ইবন ইয়াযিদ ছিনিয়ে নেয়। আরেকজন ফাতিমা বিনত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহার অলঙ্কারগুলো নিয়ে নেয়।

এরপর উমর ইবন ইয়াযিদ ঘোষণা দিল, যে হুসাইনের মাথা নিয়ে আসবে, তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া হবে। সে আরও বলল, 'কে ঘোড়া দিয়ে হুসাইনের লাশকে পদপিষ্ট করে আসবে? একদল লোক নিজেদের ঘোড়া নিয়ে এসে তাঁর শরীরকে পদদলিত করে [মাটির সাথে মিশিয়ে দিল]।

উমর ইবন সাদ এবার হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথাকে উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিল। [তাঁর সাথে] শিশু আর নারীদেরকেও বাহনে উঠানো হলো।[৩৫]

তাঁদের কাফেলা যখন শহিদদের লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন যয়নব বিনত আলি চিৎকার করে বলে ওঠেন :

> 'ও মুহাম্মদ! ও মুহাম্মদ! হুসাইন এই উন্মুক্ত প্রান্তরে ছিন্নভিন্ন রক্তস্নাত দেহে পড়ে আছে। ও মুহাম্মদ! আপনার কন্যারা আজ যুদ্ধবন্দি আর বংশধরেরা সবাই মৃত। তাঁদের উপর দিয়ে পূবালি বাতাস বয়ে চলেছে।'

একথা শুনে শত্রু-মিত্র সবাই কেঁদে ফেলেছিল।

কুফার অলিতে গলিতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা প্রদক্ষিণ করানো হলো। এরপর ইবন যিয়াদ তাঁর মাথাকে [বর্শার ডগায়] বিদ্ধ করতে বলল।

যর ইবন হুবায়শ বলেন, 'হুসাইনের মাথাই সর্বপ্রথম বর্শার ডগায় বিদ্ধ করা হয়।'

মুহাম্মদ ইবন সিরিন বর্ণনা করেন, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা এনে একটি পাত্রের উপর রাখা হলো। এরপর সে তাঁর সৌন্দর্যের ব্যাপারে মন্তব্য করল। তখন আনাস বললেন,

كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

'আকৃতির দিক থেকে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সাদৃশ্য ছিল সবচেয়ে বেশি।'

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর [চুল-দাড়িতে] তখন ওয়াসমা দ্বারা কলপ লাগানো ছিল।[৩৬]

---

৩৫. তাঁদেরকে কুফায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

৩৬. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : ফাদাউলু আসহাবিন নাবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বাব : মানাকিবুল হাসান ওয়াল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে, 'হুসাইনের মাথা এনে যখন একটি পাত্রের উপর রাখা হয়, তখন আমি ইবন যিয়াদকে দেখেছিলাম। সে হাতের একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর দাঁতের উপর খোঁচা দিতে লাগল আর বলতে লাগল, 'ইনি আসলেই অত্যন্ত সুপুরুষ।' আমি বললাম,

وَاللَّهِ لأَسُوءَنَّكَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مَوْضِعَ قَضِيبِكَ مِنْ فِيهِ

'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে নিবৃত্ত করব। তাঁর মুখে যেখানে তুমি ছড়ি রেখেছ, আল্লাহর রসুলকে সেখানে চুমু দিতে দেখেছি আমি।'[৩৭]

মিরদাস তার বাবা থেকে এবং তিনি সাঈদ ইবন মুয়ায এবং আমর ইবন সাহল—এ দুজন থেকে বর্ণনা করেন, তারা দুজন উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে ছিল। তখন সে হাতের ছড়ি দিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাক ও দুচোখে খোঁচা দিল, তাঁর মুখেও আঘাত করল। তখন যায়দ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার ছড়ি সরিয়ে নাও। তুমি যেখানে ছড়ি রেখেছ, আমি সেখানে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঠোঁট রাখতে দেখেছি।'

ইবন যিয়াদ বলল, 'বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে, মতিভ্রম হয়েছে।'

যায়দ তখন বললেন, 'তোমাকে অবশ্যই এমন একটি হাদিস শুনাব, যা তোমার জন্য এরচেয়েও দুঃসহ। আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর ডান উরুর উপর হাসানকে এবং বাম উরুর উপর হুসাইনকে বসিয়েছেন। এরপর তাঁর হাত তাঁদের দুজনের মাথার উপর রেখে বলেছেন,

اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين

'হে আল্লাহ। আমি তাদেরকে আপনার কাছে ও নেককার মুমিনদের কাছে সোপর্দ করছি।'

তোমার কাছে আল্লাহর রসুলের রেখে যাওয়া আমানতের কী অবস্থা করেছ?'

হিশাম ইবন মুহাম্মদ আযদের জনৈক শায়খের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ইবন যিয়াদের কাছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত শির এবং তার সাথে তাঁর পরিবারবর্গ, সন্তান-সন্ততি আর বোনদেরকে নিয়ে আসা হলো। যয়নব বিনত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন তাঁর সবচেয়ে মলিন পোশাক পরে ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। অন্য নারীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।

ইবন যিয়াদ বলল, 'ইনি কে?'

কিন্তু তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। ইবন যিয়াদ একই প্রশ্ন তিনবার করল। তিনি একবারও জবাব দিলেন না। শেষপর্যন্ত জনৈক নারী বললেন, 'ইনি হলেন যয়নব, আলি ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা।'

---

৩৭. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *ফাদাইলুস সাহাবা*, ফাদাইলুল হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তখন ইবন যিয়াদ বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। তিনি তোমাদের লাঞ্ছিত করেছেন, হত্যা করেছেন এবং তোমাদের অতিশয়োক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন।'

যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। তিনি আমাদেরকে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, উত্তমভাবে আমাদের পবিত্র করেছেন। তুমি যা বলছ, তা ঠিক নয়। আল্লাহ তাকেই লাঞ্ছিত করেন, যে পাপিষ্ঠ। আল্লাহ তাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, যে অপরাধী।'

ইবন যিয়াদ বলল, 'তোমাদের পরিবারের সাথে আল্লাহ কেমন ব্যবহার করেছেন, তা তো দেখলে।'

যয়নব বললেন, 'আল্লাহ তাঁদের জন্য নিহত হওয়া নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এজন্য তাঁরা তাঁদের বধ্যভূমিতে লড়াইয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ খুব দ্রুতই তাদের সাথে তোমাকে একত্রিত করবেন। এরপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তোমাকে নিয়ে বিচার দেবেন।'

হুমায়দ ইবন মুসলিম বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ আমাদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিল। তাতে সে বলেছিল,

'আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি হককে এবং হকপন্থীদেরকে বিজয়ী করেছেন; যিনি আমিরুল মুমিনিন ও তাঁর দলকে সাহায্য করেছেন এবং মিথ্যুকের ছেলে মিথ্যুককে সদলবলে হত্যা করেছেন।'

একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবন আফিফ আল আযদি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'ওহে মারজানার পুত্র! মিথ্যুকের বাচ্চা মিথ্যুক হলো তুমি নিজে, তোমার বাবা এবং যে তোমাকে গভর্নর বানিয়েছে।'

হাসান বসরির কাছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছলে তিনি কেঁদেছিলেন। কান্নার তোড়ে তাঁর দুকাঁধ কাঁপছিল। তিনি বলছিলেন, 'সেই উম্মতের জন্য লাঞ্ছনা! যে উম্মতের নবির সন্তানকে পিতৃপরিচয়হীন ব্যক্তি হত্যা করে।'[৩৮]

রাবি ইবন খাইসাম বললেন, 'তারা সেই শিশুটিকে হত্যা করেছেন, সফর থেকে ফিরলে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে [বুকের সাথে] জড়িয়ে ধরতেন।'

---

৩৮. উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের পিতা যিয়াদের পিতৃপরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এজন্য তাকে যিয়াদ ইবন আবিহ নামে ডাকা হতো। এদিক থেকে উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের কোনো বংশ পরিচয় নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মোবারকের সাথে ইয়াযিদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ

এরপর ইবন যিয়াদ যাহর ইবন কায়সকে ডেকে পাঠাল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গীদের মাথাসহ তাকে ইয়াযিদের কাছে পাঠাল। এদিকে ইয়াযিদের কাছ থেকেও দূত আসল। ইয়াযিদ বলে পাঠিয়েছে, তার কাছে যেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অস্ত্রশস্ত্র এবং পরিবারের বেঁচে যাওয়া সদস্যদের পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জামিল ইবন মুররা বর্ণনা করেছেন, আবুল ওয়াসানি বলেন, 'যে উটের পিঠে হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের মাথা নিয়ে আসা হয়েছিল, সে উটটিকে আমরা জবাই করেছিলাম। কিন্তু সে গোশত কেউ খেতে পারেনি, সেটা ঘৃতকুমারীর চেয়েও তেতো হয়ে গিয়েছিল।'

ইয়াযিদের কাছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা পৌঁছানোর পর সে আসন নিয়ে বসল। সিরিয়ার গণ্যমান্য লোকদের ডেকে এনে তার চারপাশে বসাল। এরপর তার সামনে তাঁর মাথা রাখা হলো। সে একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর মুখে খোঁচা মারছিল। সে আবৃত্তি করছিল,

نفلقن هاما من رجال أعزة
علينا وهم كانوا أعق وأظلما

'[তরবারি] এমন লোকদের দ্বিখণ্ডিত করে, যারা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র যদিও তারা আরও বেশি অবাধ্য, আরও বেশি জালিম।'

আমাকে বলেছেন মুহাম্মদ ইবন নাসির, জাফর ইবন আহমদ ইবন সাররাজ, তিনি আবু তাহির মুহাম্মদ ইবন আলি ইবনুল আল্লাফ, তিনি আবুল হুসাইন ইবন আখি মিমি, তিনি হুসাইন ইবন সাফওয়ান, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিদ দুনয়া আল কুরাশি, তিনি মুহাম্মদ ইবন সালিহ, তিনি আলি ইবন মুহাম্মদ, তিনি খালিদ ইবন ইয়াযিদ ইবন বিশর আস সাকসাকি, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, কাবিসা ইবন যুয়ায়ব আল খুযাঈ বলেন, 'হুসাইনের মাথা এসে পৌঁছানোর পর ইয়াযিদের সামনে এনে রাখা হলো। তখন সে হাতের একটি ছড়ি দিয়ে তাতে আঘাত করল। বলল,

نفلقن هاما من رجال أعزة
علينا وهم كانوا أعق وأظلما

'[তরবারি] এমন লোকদের দ্বিখণ্ডিত করে, যারা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র যদিও তারা আরও বেশি অবাধ্য, আরও বেশি জালিম।'

ইবন আবিদ দুনয়া বর্ণনা করেছেন, যায়দ ইবন আরকাম নিজেই বলেছেন, 'আমি ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার কাছে ছিলাম। তখন হুসাইন ইবন আলির মাথা নিয়ে আসা হলো। সে তখন ছড়ি দিয়ে তাঁর দুঠোঁটের উপর খোঁচা দিতে লাগল। সে তখন আবৃত্তি করছিল, '[তরবারি] এমন লোকদের দ্বিখণ্ডিত করে, যারা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র, যদিও তারা আরও বেশি অবাধ্য, আরও বেশি জালিম।'

আমি বললাম, 'তোমার লাঠি উঠাও।'

সে বলল, 'তুমি আমাকে নিষেধ করছ?'

আমি বললাম, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি ডান উরুর উপর হাসানকে এবং বাম উরুর উপর হুসাইনকে রেখেছেন। এরপর হাসানের মাথায় ডান হাত এবং হুসাইনের মাথায় বাম হাত রেখেছেন। তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে আপনার কাছে ও নেককার মুমিনদের কাছে সোপর্দ করছি।' ওহে ইয়াযিদ! আল্লাহর রসুলের আমানত তুমি কীভাবে সংরক্ষণ করলে?'

ইবন আবিদ দুনয়া বলেন, আমাকে বলেছেন আবুল ওয়ালিদ, তিনি খালিদ ইবন ইয়াযিদ ইবন আসাদ, তিনি আম্মার আদ দুহনি থেকে বর্ণনা করেন, আবু জাফর বলেছেন, 'হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা ইয়াযিদের সামনে রাখা হয়েছিল। সেখানে আবু বারযা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। ইয়াযিদ তার ছড়ি দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করতে লাগল। সে আবৃত্তি করছিল, '[তরবারি] এমন লোকদের দ্বিখণ্ডিত করে, যারা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র, যদিও তারা আরও বেশি অবাধ্য, আরও বেশি জালিম।'[৩৯]

তখন আবু বারযা বললেন, 'তোমার ছড়ি উঠাও। আল্লাহর কসম! আমি বারবার রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুখকে দেখেছি ঐ মুখকে চুমু খেতে।'

ইবন আবিদ দুনয়া বলেন, সালামা ইবন শুবায়ব, তিনি হুমায়দি, তিনি সুফয়ান, তিনি সালিম ইবন আবু হাফসা থেকে বর্ণনা করেন, হাসান বলেছেন, 'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে মুখ রাখতেন, সেই জায়গাটিকে ইয়াযিদ ছড়ি দিয়ে খোঁচা দিয়েছে এবং অপমানিত করেছে।'

সুফইয়ান বলেন, আমি শুনেছি, এ ঘটনার পর থেকে হাসিন আবৃত্তি করতেন,

---

৩৯. ইয়াযিদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ উল্লেখ করে ইমাম ইয়াফেঈ বলেছেন, 'ইয়াযিদের এ কাজে তার চরম ধর্মদ্রোহিতা ও পাপিষ্ঠতা স্পষ্ট বোঝা যায়।' (আবু মোহাম্মদ আল ইয়াফেঈ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১০৮)

سمية أضحى نسلها عدد الحصى
وليس لآل المصطفى اليوم من نَسْلُ

'সুমাইয়ার বংশধর বেড়েছে কঙ্করের সংখ্যায়
অথচ নবি পরিবারের আজ কোনো বংশধর নেই।'

মুজাহিদ বলেন, 'হুসাইন ইবন আলির মাথা এনে ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার সামনে রাখা হয়েছিল। এ অবস্থার সাথে তুলনা দিয়ে সে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করল,

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا + جَزَعَ الْخَزْرَجِ فِي وَقْعِ الْأَسَلْ
فَأَهَلُّوا وَاسْتَهَلُّوا فَرَحًا + ثُمَّ قَالُوا لِي هنيا لا تشل

'বদরে নিহত হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি দেখত
বর্শা পড়ার সময় খাযরাজদের আতঙ্ক।
তাহলে তারা হর্ষধ্বনি করত, খুশিতে উজ্জ্বল হতো মুখ
এরপর আমাকে বলত, 'খোশ আমদেদ! তুমি কর্মময় থাকো।'

মুজাহিদ বলেন, 'ইয়াযিদ এখানে মুনাফেকি করেছে। আল্লাহর কসম! আবারও আল্লাহর কসম করে বলছি, তার বাহিনীর প্রত্যেকেই তাকে পরিত্যাগ করেছিল। অর্থাৎ তাকে ভর্ৎসনা করেছিল, সমালোচনা করেছিল।'

আমি বলছি, এ লাইনগুলো ইবনুয যাবারির লেখা :

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا + جَزَعَ الْخَزْرَجِ فِي وَقْعِ الْأَسَلْ
حين حكّت بقباء بركها + واستحر القتل في عبد الأشل
وقتلنا الضعف من أشرافكم + وَعَدَلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلَ

'বদরে নিহত হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি দেখত
বর্শাবৃষ্টির সময় খাযরাজদের আতঙ্ক।
যখন কোবাতে তাদের উট যমিনে বুক লাগিয়ে বসেছিল আর
আবদুল আশহালে চলছিল হত্যাযজ্ঞ।
আমরা তোমাদের দ্বিগুণ সম্ভ্রান্তকে হত্যা করেছি
আর বদরের ঝোঁকানো পাল্লাকে সমান সমান করে দিয়েছি।'[৪০]

এ কবিতার প্রেক্ষাপট হলো, মুসলিমরা বদরের দিন কাফিরদের অনেককে হত্যা করেছিলেন। আবার কাফিররা উহুদের যুদ্ধে অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছিল। তাই ইয়াযিদ এই কবিতাকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছিল। সে কবিতার কিছু শব্দ পরিবর্তন করেছিল। এই উদ্ধৃতি দেয়া তার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার জন্য যথেষ্ট।

৪০. এ কবিতাটি ইবন আসাকিরসহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। ইবন কাসির বলেছেন, ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া যদি এ কথা বলেই থাকে, তবে তার উপর আল্লাহর লানত এবং সমস্ত লানতদাতার লানত। আর যদি সে এটা না বলে থাকে, তবে যে একথা বানিয়েছে তার উপরই আল্লাহর লানত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের চরিত্র-বিচার

ইয়াযিদের কাছে এরপর আলি ইবন হুসাইনসহ নারী ও শিশুদের ডেকে আনা হলো। তাঁদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে যখন ইয়াযিদের সামনে আনা হলো, আলি ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ওহে ইয়াযিদ! রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তিনি যদি আমাদের এভাবে বাঁধা দেখতেন, তাহলে কি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হতেন না?'

তখন ইয়াযিদ বলল, 'আলি! তোমার বাবাই তো আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আমার সাথে শাসনক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাকে নিয়ে যা করেছেন, তা তো দেখেছ।'

তখন সিরিয়াবাসীর এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন! এই মেয়েটিকে আমাকে দিন।'

সে ফাতিমা বিনত আলিকে বুঝিয়েছিল। ফাতিমা উজ্জ্বল বর্ণের তরুণী ছিলেন। তিনি ভয়ে কেঁপে উঠে বোন যয়নবের কাপড় আঁকড়ে ধরলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তারা বোধহয় সত্যিই এটা করে ফেলবে। তখন যয়নব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তোমার বা ইয়াযিদের—কারোরই এটা করার অধিকার নেই।'

একথা শুনে ইয়াযিদ রেগে গেল। সে বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আমার এমন অধিকার আছে। আমি সেটা করতে চাইলে করতে পারি।' যয়নব বললেন, 'কক্ষনো না। আল্লাহর কসম! এটা তোমার জন্য কখনই বৈধ নয়। তবে তুমি যদি আমাদের ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাও অথবা নতুন কোনো ধর্মে দীক্ষিত হও, তবে ভিন্ন কথা!'

এরপর তাঁদের সবাইকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আসের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সে ছিল মদিনায় ইয়াযিদের গভর্নর। সে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা গ্রহণ করেছিল। তাঁর মাথা আমর ইবন সাঈদের সামনে রাখা হলে সে তাঁর নাকের বাঁশি স্পর্শ

করেছিল। এরপর তার আদেশে তাঁর মাথা কাফন দিয়ে তাঁর মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবরের পাশে দাফন করা হয়। মুহাম্মদ ইবন সাদ এমনটাই বলেছেন।

উসমান ইবন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন সালিহের সূত্রে ইবন আবিদ দুনয়া বর্ণনা করেছেন, 'ইয়াযিদের কোষাগারে তাঁরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর তারা সেটিকে কাফন দিয়ে দামেস্কের বাবুল ফারাদিস নামক স্থানে দাফন করেছিলেন। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এই উসমান ও মুহাম্মদ নির্ভরযোগ্য কেউ নন। তাই প্রথম মতটিই বেশি বিশুদ্ধ।

আবু জাফর বলেন, 'বন্দীরা যখন মদিনায় পৌঁছলেন, তখন আব্দুল মুত্তালিবের বংশীয় এক নারী কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে আসলেন। তাঁর চুল ছিল খোলা, জামার আস্তিন ছিল মাথার উপর রাখা। তিনি বন্দিদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

ماذا تَقولونَ إن قالَ النَبيُّ لَكُم + ماذا فَعَلتُم وَأَنتُم آخِرُ الأُمَمِ

بِعِتْرَتِي وبِأَهلِي بعد مفقدتي + مِنهُم أُسارى وَقَتلى ضُرِّجوا بِدَمِ

ما كانَ هَذا جَزائي إذ نَصَحتُ لَكُم + أَن تَخلِفوني بِسَوءٍ في ذَوي رَحِمي

'কী জবাব দেবে? নবিজী যদি তোমাদেরকে বলেন,
সর্বশেষ উম্মত হয়েও তোমরা করেছ কী—
আমার বংশধর আর পরিবারের সাথে; আমি চলে যাবার পর।
তারা কেউ বন্দী আর কেউ নিহত—রক্তে রঞ্জিত।
তোমাদের যখন উপদেশ দিয়েছিলাম, তার প্রতিদান তো এটা নয় যে,
আমার পরে আমার আত্মীয়দের সাথে খারাপ আচরণ করবে।'

ইবরাহিম আন নাখঈ বলেছেন, 'যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যায় সমর্থন দিয়েছে, আমি যদি তাদের মধ্যে থাকতাম আর এরপর আমাকে বলা হতো, 'জান্নাতে ঢোকো'; তবুও আমি কৃতকর্মের জন্য রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করতাম।'

ইবন আবিদ দুনয়া উল্লেখ করেছেন, 'উম্মু সালামার কাছে যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ওরা তাঁকে হত্যা করেছে! আল্লাহ ওদের কবর আর ঘরগুলোকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন।' একথা বলেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি একদিন দুপুরবেলা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর চুলদাড়ি এলোমেলো, ধুলোমলিন; হাতে একটি বোতল। বললাম, 'এই বোতল কিসের?' তিনি বললেন, 'হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত আছে এই বোতলে। আজই আমি এগুলো সংগ্রহ করলাম।' দেখা গেল ঐদিনই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়েছিলেন।'

আমি বলি,[৪১] উমর ইবন সাদ ও উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ যা করেছে, তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। আশ্চর্যজনক হলো ইয়াযিদের কর্মকাণ্ড। সে অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য [হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথাকে] অপমানিত করেছিল, ছড়ি দিয়ে তাঁর সামনের দাঁতে খোঁচা দিয়েছিল এবং এরপর [দাফন-কাফন না করেই] মদিনায় ফিরিয়ে দিয়েছিল। খারেজিদের সঙ্গেও কি এমন আচরণ করা জায়েয? শরিয়াত অনুসারে কি তাদের জানাযা পড়ে দাফন করার কথা ছিল না?

এছাড়া সে বলেছিল, 'আমার অধিকার আছে তাদেরকে বন্দী করার।' এটা এমন একটি কাজ, যার কর্তা আর যাতে বিশ্বাসীর উপর লানত ছাড়া আর কিছুই সাজে না। সে যদি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা তার কাছে আসার পর যথাযথ সম্মান করত, যদি থালার উপর ফেলে না রাখত, যদি ছড়ি দিয়ে খোঁচা না দিত, তবুও তার কোনো ক্ষতি হতো না। হত্যা করার যে উদ্দেশ্য তার ছিল, তা তো পূর্ণ হয়েই গিয়েছিল। আসলে তার জাহেলি বিদ্বেষই ছিল এসবের কারণ। তার আবৃত্তি করা পূর্বোক্ত কবিতাটিই এর প্রমাণ :

'বদরে নিহত হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদি দেখত
বর্শা পড়ার সময় খাযরাজদের আতঙ্ক।
তাহলে তারা হর্ষধ্বনি করত, খুশিতে উজ্জ্বল হতো মুখ
এরপর আমাকে বলত, 'খোশ আমদেদ! তুমি কর্মময় থাকো।'

৪১. অর্থাৎ ইমাম ইবনুল জাওযি।

নবম পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের হাতে বাইয়াতে মদিনাবাসীর অস্বীকৃতি

৬২ হিজরি শুরু হবার পর ইয়াযিদ মদিনার গভর্নর হিসেবে উসমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু সুফিয়ানকে নিযুক্ত করে। উসমান ইয়াযিদের কাছে মদিনা থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। সেই প্রতিনিধি দল ফিরে এসে মদিনার ব্যাপারে ইয়াযিদের বিদ্বেষ ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন,

> 'আমরা এমন এক লোকের কাছ থেকে এসেছি, যার কোনো ধার্মিকতা নেই; সে মদ খায়, তাম্বুরা বাজায় আর কুকুর নিয়ে খেলা করে। তোমাদের সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমরা অর্থাৎ মদিনাবাসী তার বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করছি।'

মুনযির[৪২] বললেন,

> 'আল্লাহর কসম! সে আমাকে এক লাখ দিরহাম উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে, সেটা তোমাদের কাছে সত্য বলতে আমাকে বাধা দেবে না। আল্লাহর কসম! সে মদ খায় এবং এমন মাতাল হয় যে সালাতও ছেড়ে দেয়।'

এরপর মদিনাবাসী ফেরেশতাদের হাতে গোসলকৃত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে বাইয়াত হন এবং ইয়াযিদের গভর্নর উসমান ইবন মুহাম্মদকে বহিষ্কার করেন।

হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র তখন বলছিলেন,

> 'হে আমার গোত্র! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর ছোড়া হবে—এই আশঙ্কা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি। এই লোকটি মা-মেয়ে-বোনের সাথে বিয়ে

---

৪২. আবু উসমান মুনযির ইবন যুবায়র ইবন আওয়াম ইবন খুয়াইলিদ। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ভাই। তিনি কন্সট্যান্টিনোপলের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ৬৪ হিজরিতে যখন আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়রকে অবরুদ্ধ করা হয়, তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি মক্কায় ছুটে এসেছিলেন। সে সময়েই তাঁর কন্যা ফাতিমাসহ তিনি শহিদ হন।

করে, মদ খায়, সালাত পরিত্যাগ করে। আল্লাহর কসম! একটা মানুষও যদি আমার সাথে না থাকত, তবুও আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একাকী বীরত্ব দেখাতাম।'

আব্দুল্লাহ ইবন আমর একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'মদিনাবাসী মিম্বরের কাছে একত্রিত হয়ে ইয়াযিদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন আবু আমর ইবন হাফস আল মাখযুমি বলেছিলেন,

'আমি যেভাবে আমার পাগড়ি খুলে ফেললাম, ঠিক সেভাবে ইযাযিদের বাইয়াতও প্রত্যাখ্যান করলাম।' তিনি এরপর পাগড়িটি মাথা থেকে ছুঁড়ে ফেলেন। বলেন, 'সে আমার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখেছে, আমাকে ভালো ভালো উপহার দিয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর শত্রু; হদ্দ মাতাল।'

এই খবর ইয়াযিদের কাছে পৌছানোর পর সে মুসলিম ইবন উকবাকে ডেকে পাঠাল। বলল, মদিনাবাসীকে তিনবার [আনুগত্যের জন্য] আহ্বান জানিয়ে দেখবে তারা সাড়া দেয় কিনা। নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যখন তোমরা বিজয় লাভ করবে, তখন তিনদিনের জন্য মদিনায় যত অর্থসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র অথবা খাদ্য—যাকিছু আছে, সেনাবাহিনীর জন্য [লুটপাট] বৈধ করে দেবে। তিনদিন পার হবার পর বিরত হবে।

মুসলিম ইবন উকবা তিনদিনের জন্য মদিনাকে বৈধ করে দিয়েছিল। সৈন্যরা পুরুষদের হত্যা করেছিল, মালামাল লুটপাট করেছিল, চড়াও হয়েছিল নারীদের উপর।

জনৈক নারী মুসলিম ইবন উকবার কাছে তার পুত্রকে নিয়ে সুপারিশ করেছিলেন। সে সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছিল। মুসলিম একথা শুনে বলল, 'ও তাহলে বন্দী হয়েছে! তোমরা দ্রুত করো।' তখন ছেলেটির শিরোশ্ছেদ করে ফেলা হলো।

এরপর মুসলিম ইবন উকবা সবাইকে ইয়াযিদের প্রতি বাইয়াতে ডাকল। সে বলল, 'তোমরা এই মর্মে বাইয়াত করো যে, তোমরা ইয়াযিদের দাস এবং তোমাদের ধনসম্পদও ইয়াযিদের।'

তখন ইয়াযিদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যামআহ বললেন, 'আমরা আল্লাহর কিতাবে বাইয়াত করেছি।' তখন মুসলিম ইবন উকবা তাঁকে হত্যার আদেশ দিল। তাঁর শিরোশ্ছেদ করা হলো।

সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিবকেও মুসলিম ইবন উকবার কাছে ধরে নিয়ে আসা হলো। তারা বলল, 'বাইয়াত করো।' তিনি বললেন, 'আমি আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতাদর্শে বাইয়াত করছি।'

মুসলিম তাঁকেও শিরোশ্ছেদের আদেশ দিয়ে দিল। এক লোক বলল, 'এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।' তখন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো।

মুহাম্মদ ইবন সাদ তাঁর *'আত তাবাকাত'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মারওয়ান ইবন হাকাম মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে [যুদ্ধ করতে] মুসলিম ইবন উকবাকে উৎসাহ দিয়েছিল। এমনকি সে মুসলিমকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে মদিনাবাসীর কাছে এসেছিল। শেষপর্যন্ত তারা বিজয়ী হয়ে মদিনায় গুণ্ডামি করে এবং তিনদিনের জন্য মদিনাকে [লুটপাট, খুন ও ধর্ষণের জন্য] বৈধ করে দেয়। পরবর্তীতে ইয়াযিদের কাছে গেলে সে মারওয়ানের এই কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল এবং তাকে নিজের কাছের লোকদের মধ্যে স্থান দিয়েছিল।

মাদাইনি *'আল হাররা'* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যুহরি বলেছেন, 'হাররার দিনে সাতশো গণ্যমান্য কুরায়শ, আনসার ও মুহাজির এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাস নিহত হয়েছিলেন। এছাড়া স্বাধীন নারী-পুরুষ ও দাসদের মধ্য থেকে আরও অজ্ঞাত পরিচয় দশ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলেন।'

আমাদেরকে জানিয়েছেন মুহাম্মদ ইবন নাসির, তিনি মুবারক ইবন আব্দুল জাব্বার, তিনি আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ, তিনি আবু বকর আহমদ ইবন ইবরাহিম ইবন শাযান, তিনি আহমদ ইবন শায়বাহ আল বাযযায, তিনি আহমদ ইবন হারিস আল খাযযায, তিনি আবুল হাসান আল মাদাইনি, তিনি আবু আব্দুর রহমান আল কুরাশি, তিনি খালিদ থেকে বর্ণনা করেন, আমতাম উম্মুল হাইসাম বিনত ইয়াযিদ বলেছেন, 'আমি একজন কুরায়শ গোত্রের নারীকে দেখলাম তাওয়াফ করছেন। হঠাৎ একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি তার কাছে আসতেই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমো খেলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দী! এই কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির সাথে এমন করলেন?' তিনি বললেন, 'এ আমার ছেলে। হাররার দিন এর পিতা আমার উপর চড়াও হয়েছিল।[৪৩] এরপর আমি তাকে জন্ম দিয়েছিলাম।'

মাদাইনি আবু কুররা থেকে বর্ণনা করেন, হিশাম ইবন হাসসান বলেছেন, 'হাররার দিনের পর মদিনার এক হাজার কুমারী নারী সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন।'[৪৪]

আমি বলি, যে ব্যক্তি কোনো বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে চায়, সে যেন হাররার দিনে মদিনাবাসীর অবস্থা দেখে, ইয়াযিদ তখন সৈন্যদেরকে লুটপাটে ছেড়ে দিয়েছিল।

---

৪৩. অর্থাৎ সেই নারীরা বলাৎকারের শিকার হয়েছিলেন এবং অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

৪৪. হাররার ঘটনা মানবেতিহাসের পৈশাচিক গণহত্যাগুলোর একটি। তিনদিনের মধ্যে ইয়াযিদের বাহিনী ১০,০০০ মুসলিমকে হত্যা করেছিল। মুসলিমদের রক্তে মদিনার রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। মসজিদে নববিকে সৈন্যবাহিনীর আস্তাবলে পরিণত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ধর্ষণের শিকার ১০০০ নারী অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ আমাদের শায়খ আবুল ফযল ইবন নাসিরের[৪৫] কাছ থেকে শুনেছি, সেটা একাধিক খণ্ডের। আমরা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না।

তিনি বলেছেন, আমাকে ইবনুল হুসাইন বলেছেন, তিনি ইবনুল মাযহাব, তিনি আহমদ ইবন জাফর, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, তিনি উবাই, তিনি আনাস ইবন ইয়ায, তিনি ইয়াযিদ ইবন খুসাইফা, তিনি আতা ইবন ইয়াসার থেকে এবং তিনি সাইব ইবন খাল্লাদ থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

'যে মদিনাবাসীকে অন্যায়ভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আল্লাহ স্বয়ং তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন। তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কাছ থেকে কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না।'[৪৬]

আমাদেরকে বলেছেন আব্দুল আউয়াল, তিনি দাওয়ারদি, তিনি ইবন আ'য়ান, তিনি আযবাযি, তিনি বুখারি, তিনি হুসাইন ইবন হুরাইস, তিনি ফযল ইবন জুয়াইদ, তিনি আঈশা এবং তিনি সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

'যে মদিনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে।'[৪৭]

একই অর্থে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন,

وَلاَ يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ

'যে মদিনাবাসীর ক্ষতি করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আগুনে গলিয়ে ফেলবেন, যেভাবে তাতে সিসা গলে যায় অথবা পানিতে লবণ গলে যায়।'[৪৮]

---

৪৫. মুহাম্মদ ইবন নাসির ইবন মুহাম্মদ ইবন আলি আস সাল্লামি আল বাগদাদি। বিভিন্ন শাস্ত্রে সমুদ্রতুল্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। ইবনুল জাওযি র. নিজেই বলেছেন, 'আমি তাঁর কাছে ত্রিশ বছর ছিলাম। তাঁর কাছ থেকে যেভাবে জ্ঞানার্জন করতে পেরেছি, অন্য কারও কাছ থেকে তেমন পারিনি।' এই মহান শায়খ ৫৫০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

৪৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, মুসনাদুল আশারাতিল মুবাশশিরিনা বিল জান্নাহ, মুসনাদুল মাদানিয়্যিন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, হাদিসুস সায়িব ইবন খাল্লাদ।

৪৭. ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : ফাদাইলুল মাদিনা, বাব : ইসমু মান কাদা আহলাল মাদিনা।

৪৮. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আল হাজ্জ, বাব : ফাদলুল মাদিনাতি ওয়া দুআউন নাবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিহা বিল বারাকা।

ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মদিনাবাসীর 'মুদ'-এ বরকত দিন।'

তিনি আরও বলেছেন,

مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

'যে মদিনাবাসীর ক্ষতি করতে চাইবে, লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, আল্লাহ ঠিক সেভাবেই তাকে গলিয়ে দেবেন।'[৪৯]

এই নির্বোধ প্রতিপক্ষের ধারণা মদিনাবাসীকে যারা আক্ষরিক অর্থে ভয় দেখাবে, হাদিসে কেবল তারাই উদ্দেশ্য। হাদিসের যে অর্থ এই লোক শিখেছে, নিঃসন্দেহে এই অর্থ ইমাম আহমদের কাছেও অজানা ছিল। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, 'সে কি মদিনাবাসীকে ভীতসন্ত্রস্ত করেনি?' [আব্দুল মুগিস ছাড়া] অন্য কারও জানা ছিল না যে, মদিনাবাসীকে এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

যদিও ধরে নেয়া হয় যে, ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য মদিনাবাসীকে ভয় দেখানো বৈধ (অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের দ্বিমত আছে), তবুও কি মদিনাকে তিনদিন লুটপাট ও [নৈরাজ্যের জন্য] হালাল করে দেয়া জায়েয? আমরা আগেই বলেছি যে, সে নিজেই এ কাজের আদেশ দিয়েছিল। এরপর যা ঘটেছে সেজন্য কি সে আনন্দিত হয়নি? উপরন্তু সে এজন্য মারওয়ান ইবন হাকামকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। এ বিষয়ে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। এই অপরাধ থেকে তাকে মাফ করা তো আরও বড় অপরাধ।

৪৯. ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আল হাজ্জ, বাব : মান আরাদা আহলাল মাদিনাতি বিসুইন আযাবাহুল্লাহ।

দশম পরিচ্ছেদ

হাররার ঘটনা ও ইবন উকবার মৃত্যু

হাররার ঘটনা ঘটেছিল ৬৩ হিজরির ২৮ যিলহজ্জ বুধবারে। ৬৪ হিজরি যখন শুরু হলো, মুসলিম ইবন উকবা ততক্ষণে মদিনাবাসীকে হত্যার কাজ সেরে ফেলেছিল। তার সৈন্যরাও মদিনাবাসীর মালামাল লুটপাট সমাধা করে ফেলেছিল। এরপর মুসরিফ[৫০] আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় রওয়ানা হলো। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মদিনায় সংঘটিত লুটপাট আর তার মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক দিনের। লবণ যেভাবে পানির মধ্যে গলে যায়, সেও ঠিক সেভাবে গলে গিয়েছিল।

নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত দেখিয়ে সে মৃত্যুর সময় বলেছিল, 'হে আল্লাহ! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর থেকে মদিনাবাসীকে হত্যার চেয়ে প্রিয় কোনো কাজ আমি করিনি। এরপরও জাহান্নামে গেলে আমি নিশ্চই হতভাগা।'

এরপর সে হুসাইন ইবন নুমাইর আস সুকুনিকে ডাকল। তাকে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন আমার পর তোমাকে দায়িত্বভার দিয়েছেন। দ্রুত রওয়ানা হও। ইবন যুবায়রকে তিনদিনের বেশি সময় দেবে না; এর মধ্যেই তাঁর কাজ সেরে ফেলবে।'

হুসাইন ইবন নুমাইর এরপর মক্কায় গিয়ে ইবন যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে অবরোধ করে। এ অবরোধ চৌষট্টি দিন স্থায়ী হয়েছিল। ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছিল এ কদিন। ৩ রবিউল আউয়াল, শনিবার কাবা'র উপর কামান দাগা হলো। এক সৈন্য বর্শার ডগায় এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার রেখেছিল। সেটা বাতাসে উড়ে গিয়ে কাবায় আগুন ধরিয়ে দিল। এদিকে মক্কাবাসীর কাছেও রবিউল আউয়াল মাস বাকি থাকতে থাকতে ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। হাররার ঘটনা ও তার মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র তিন মাসের। মদিনাবাসীর যারা

---

৫০ মদীনায় লুটপাট করার জন্য মুসলিম ইবন উকবাকে অনেকেই 'মুসরিফ' নাম দিয়েছিলেন। 'মুসরিফ' অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী।

অকল্যাণ চায়, তাদের ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বাণী আমরা উল্লেখ করেছি, ঠিক সেভাবেই সে আগুনে সিসার গলে যাবার মতো গলে গিয়েছিল।[৫১] আমরা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি বললাম, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য এটুকুতেই পূর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে কেউ আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লেখা *'আল মুনতাযাম'*[৫২] নামক গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

---

৫১. লেখক পূর্বোক্ত হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ–'যে মদিনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে।' (ইমাম বুখারি, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : ফাদাইলুল মাদিনা, বাব : ইসমু মান কাদা আহলাল মাদিনা)

৫২. আল্লামা ইবনুল জাওযি রচিত *'আল মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম'*। গ্রন্থটি বৈরুতের দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ থেকে ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আব্দুল মুগিসের অযৌক্তিক প্রমাণাদি ও তার খণ্ডন

ইয়াযিদের সাহায্যার্থে ঐ শায়খ যেসব দলিল দেয়, সেগুলো বিশুদ্ধ নয়, সেগুলো তার বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। যেমন– ইমাম আহমদ ইয়াযিদকে লানত দেয়ার বৈধতা সম্পর্কে যা বলেছিলে, সেটার বিরুদ্ধে নিজের প্রমাণ পেশ করে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা যমিনে ফাসাদ করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই লানত করেন আর বধির ও অন্ধ করেন।'[৫৩]

এ আয়াতের ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো, এটা ইহুদিদের দুজন মুনাফেক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম আহমদ কীভাবে এটা তাওহিদপন্থীদের ব্যাপারে বললেন?

আব্দুল মুগিসকে আমি বললাম, 'আপনি এমন মর্তবায় পৌঁছাননি যে, ইমাম আহমদের রদ করবেন। এরপরও ইমাম আহমদের প্রতি আপনার আপত্তির জবাব তিন ভাবে দেয়া যায় :

১. একথা আপনি নিয়েছেন মুকাতিল ইবন সুলায়মানের তাফসির থেকে। আর মুহাদ্দিসগণের ইজমা অনুসারে মুকাতিল মহামিথ্যুক, সে নিজেই জানে না কি বলছে।

ওয়াকি বলেন, 'মুকাতিল ইবন সুলায়মান কাযযাব বা মহামিথ্যুক।'

সাদি বলেন, 'সে ছিল দাজ্জাল, ধোঁকাবাজ।'

ইমাম বুখারি বলেন, 'মুকাতিল কিছুই নয়।'[৫৪]

ইমাম যাকারিয়া আস সাজি বলেন, 'সে মহামিথ্যুক, পরিত্যাজ্য।'

রাযি বলেন, 'তার হাদিস পরিত্যাজ্য।'

---

৫৩. সুরা মুহাম্মদ : ২২-২৩

৫৪. অর্থাৎ তার বর্ণনা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

আবু আব্দুর রহমান আন নাসাঈ বলেছেন, 'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হাদিস বানানোর জন্য কুখ্যাত মহামিথ্যুক বর্ণনাকারী চারজন : মদিনায় ইবরাহিম ইবন আবু ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদি, খোরাসানে মুকাতিল ইবন সুলায়মান এবং সিরিয়ায় মুহাম্মদ ইবন সাঈদ।'

ইবন হিব্বান বলেন, 'মুকাতিল ইহুদি খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কুরআনের জ্ঞান নিত, বিশেষত যতটুকু তাদের কিতাবের সাথে মিলত। এছাড়া সে সাদৃশ্যবাদী (মুশাব্বিহা) ছিল; সৃষ্টির সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য দিত, হাদিস নিয়েও মিথ্যা বলত।'

২. আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এ আয়াতের তাফসিরে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল মুসলিমদের শাসনক্ষমতার কথা বলেছেন। আপনি কীভাবে ইমাম আহমদের বক্তব্যের উপরে মিথ্যুক মুকাতিলের কথা আনেন? তাছাড়া ইহুদিদের আবার শাসনক্ষমতা কিসের?

৩. এ আয়াতটি ইহুদিদের নিয়ে নাযিল হলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। কারণ কোনো বিধান সেই বিধান আরোপের কারণের চেয়েও ব্যাপকার্থক। তাই একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল হলে সেটার বিধান ব্যাপকার্থক হতো এবং সেটা দিয়ে অন্যদের সম্বোধন করতে বাধা নেই।

এই শায়খ আরও বলেছে, ইমাম আহমদের ক্ষেত্রে কীভাবে ভাবা হয় যে, [তিনি ইয়াযিদকে লানত দেয়া বৈধ বলেছেন]? অথচ তিনিই বলেছেন, 'যা বলা হয়নি, তা আমি কীভাবে বলি?'[৫৫] তাহলে বিশিষ্ট সাহাবি ইবন উমর রা. এর কথা তো তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ তিনি ইয়াযিদের বাইয়াত করেছিলেন। তবে কি আমরা ইমাম আহমদকে এই অপবাদ দিচ্ছি যে, তিনি ইবন উমরের কাজকে পরিত্যাগ করা বৈধ মনে করেন!

আমরা বলি, ওহে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ শায়খ! আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযিদের বাইয়াতের কথা শুনেই মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তার বাইয়াত নেয়ার সময় তাঁকে বলা হয়েছিল, 'আপনি বাইয়াত করতে অস্বীকার করলে আপনাকে মেরে ফেলব। তাই বাইয়াত করুন।' তখন তিনি জবরদস্তিমূলক বাইয়াত করেছিলেন।

এই শায়খ বলেন, আবু তালিব বর্ণনা করেছেন, 'যে বলে, 'ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার উপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করুন'—তার ব্যাপারে ইমাম আহমদকে

---

৫৫. খলিফা মামুনের পর খলিফা মুতাসিমের দরবারে ইমাম আহমদ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। খলিফা মামুন নানান যুক্তি তর্ক পেশ করে ইমাম আহমদকে 'কুরআন সৃষ্ট' বলতে প্ররোচিত করতে চাইত। তিনি জবাবে বলতেন, 'যা বলা হয়নি, তা আমি কীভাবে বলি?' মোটকথা, কুরআন ও হাদিসে যে কথা বলা হয়নি, তেমন রায় দেয়া ইমাম আহমদ কোনমতেই সমীচীন মনে করেননি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে কথা বোলো না। বিরত থাকাই আমার কাছে বেশি পছন্দের।'

তার এই বর্ণনার জবাবে আমরা বলছি, 'এ বর্ণনাটি প্রথম বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ এ বর্ণনায় অন্যদের ছেড়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা বুঝায়। অন্যদিকে প্রথম বর্ণনায় লানত দেয়ার বৈধতার কথা বুঝা যায়। যেমন– আমরা উল্লেখ করেছি ইবলিসকে লানত দেয়ার চেয়ে তাসবিহ পাঠ করা পছন্দনীয় হওয়া।

এটা জানা থাকা উচিত যে, আবু বকর আল খাল্লাল ও তাঁর শিষ্য আব্দুল আযিয, কাযি আবু ইয়ালা ও তাঁর ছেলে আবুল হুসাইন প্রমুখ মাযহাব সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। আমরা তাঁদের বর্ণনা ও হাদিসগুলো উল্লেখ করেছি। আপনি যদি এসব আগে না শুনে থাকেন, তবে শুনুন এবং তাঁদের কিতাবাদিতে দেখুন, লানত দেয়া জায়েয হওয়া পাবেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলও লানতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে লানত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ আল মুসাদ্দাদ-এর কাছে লেখা চিঠিতে বলেছেন, 'ওয়াকিফা গোষ্ঠী অভিশপ্ত, মুতাযিলা গোষ্ঠীও অভিশপ্ত।'[৫৬]

খাল্লাল তাঁর *'কিতাবুস সুন্নাহ'*তে উল্লেখ করেছেন যে, উবায়দুল্লাহ ইবন আহমদ আল হালাবি বলেন, আমি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে বলতে শুনেছি,

عَلى الجَهْمِيَّةِ لَعْنَةُ الله

'জাহমিয়াদের উপর আল্লাহর লানত।'

এছাড়া হাসান বসরি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে লানত দিতেন। ইমাম আহমদও বলতেন যে, 'হাজ্জাজ খারাপ লোক।'

এই শায়খ আব্দুল মুগিস আরও বলেছেন, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اللهم اجْعَلْه هادياً واهْدِ به

'হে আল্লাহ। আপনি তাঁকে হাদি বা পথপ্রদর্শক বানান, তাঁর মাধ্যমে হিদায়েত দিন।'

আব্দুল মুগিস বলেন, 'যিনি নিজেই হাদি, তাঁকে তো ইয়াযিদকে শাসনভার দেয়ার জন্য দোষারোপ করা যায় না।'

আমরা আব্দুল মুগিসকে বলি, 'আগে আপনি হাদিসের বিশুদ্ধতা জানুন। এরপর তার উপর নির্ভর করুন। আমরা যদি হাদিসটির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করি, আপনি হয়তো ভেবে বসবেন, আমরা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি করছি। এরপরও যারা জানতে চায়, তাদের জন্য ব্যাখ্যা করছি।

আমাদেরকে বলেছেন আলি ইবন উবায়দুল্লাহ আয যাগুনি, তিনি আলি ইবন আহমদ ইবনুত তুসতারি, তিনি আবু আব্দুল্লাহ ইবন বাত্তাহ আল আবকারি, তিনি

---

৫৬. ওয়াকিফা জাহমিয়াদের একটি শাখার নাম। এরা কুরআনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ও সৃষ্ট নয়—কোনো মতই গ্রহণ করে না, স্থির বা উকুফ করে। তাই এদেরকে ওয়াকিফা বলা হয়।

আল বাগভি, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, তিনি হিশাম ইবন আম্মার, তিনি আব্দুল আযিয ইবন ওয়ালিদ সুলাইমান আল কুরাশি, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে শাসক নিযুক্ত করলেন। তখন অন্যরা বললেন, 'আপনি এমন কমবয়েসীকে শাসনভার দিলেন!' তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছ! অথচ আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

اللهم اجْعَلْه هادياً واهْدِ به

'হে আল্লাহ! তাঁকে হাদি বানান, তাঁর মাধ্যমে হিদায়েত দিন।'

অন্য এক সূত্রে আমাদেরকে জানিয়েছেন আলি ইবন উবায়দুল্লাহ, তিনি আলি ইবনুল বুশরা, তিনি আবু উবায়দুল্লাহ ইবন বাত্তা, তিনি কাফিল্লাঈ ও ইবন মাখলাদ, তাঁরা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, তিনি ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, তিনি আবু মুসহার, তিনি সাঈদ ইবন আব্দুল আযিয, তিনি রাবিয়া ইবন ইয়াযিদ, তিনি আব্দুর রহমান ইবন আবু উমায়রাহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনেছি, তিনি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দুআ করছেন,

اللهم اجْعَلْه هادياً واهْدِ به

'হে আল্লাহ! তাঁকে হাদি বানান, তাঁর মাধ্যমে হিদায়েত দিন।'

উভয় সনদেই মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন হারব আল বালখি আছে। সে ছিল এক মহামিথ্যুক। সে আমিরুল মুমিনিন আলি ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘৃণা করত। কুতাইবা ইবন সাঈদ তাকে অত্যন্ত খারাপভাবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, সে কুফায় বসে একজন উম্মুল মুমিনিনকে গালি দিয়েছে। লোকজন তাকে পাকড়াও করতে চাইলে সে পালিয়ে যায়।

হাফিজ আবু আলি সালিহ ইবন মুহাম্মদ বলেন, 'মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ছিল এক মহামিথ্যুক। সে [নিজের কথার] সনদ তৈরি করত, সে বহু মুনকার হাদিস বর্ণনা করেছে।'

ইবন হিব্বান বলেন, 'হাদিস হিসেবে সাব্যস্ত নয়, এমন বিষয়ও সে সিকাহ বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণনা করত।'

আমি বলি, এই হাদিসটি অবশ্য আরও একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে : আমাদেরকে বলেছেন, আবুল বারাকাত ইবন আলি, তিনি আবু বকর আত তুসি, তিনি আবুল কাসিম আত তাবারি, তিনি আলি ইবন উমর, তিনি ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ, তিনি আব্বাস ইবন মুহাম্মদ, তিনি আবু মুসহার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনি বলেন, ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ মহামিথ্যুক।

এছাড়াও দুআর ক্ষেত্রে সেটা কবুল হওয়া ওয়াজিব নয়। দুআটি যদি সবক্ষেত্রে কবুল হতো, তাহলে তিনি সিফফিনের যুদ্ধ করতেন না, ইয়াযিদকেও ক্ষমতা দিতেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইয়াযিদের খেলাফতপ্রাপ্তি অসমর্থিত

এই শায়খ আব্দুল মুগিস হাম্বলি জনৈক মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছেন, 'উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে ইয়াযিদ শাসনক্ষমতা অর্জন করেছিল। শুধু পাঁচজন এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা হলেন, আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর, ইবন উমর, ইবন যুবায়র, হুসাইন ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম।'

আমাদের জবাব হলো, 'আপনি ইবন উমর থেকে দলিল দেন যে, তিনি বাইয়াত করেছিলেন। তাহলে আপনিই আবার কীভাবে তাঁর ব্যাপারে বলেন যে, তিনি রাজি ছিলেন না। বিষয়টা দুর্বোধ্য।

আমাদের কাছে যেমন বর্ণনা এসেছে, তা হলো, মুয়াবিয়া রা. যখন ইয়াযিদের পক্ষে বাইয়াত নিলেন, তখন ইবন উমর রা. মক্কায় পালিয়ে যান। মুয়াবিয়া রা. এর ইন্তিকালের পর ইয়াযিদের বাইয়াত অনুষ্ঠিত হবার সময় ইবন উমর রা. আবারও মক্কায় পালিয়ে যান। পরিশেষে তিনি জীবন হারানোর আশঙ্কায় বাইয়াত করেছিলেন।

জেনে রাখুন, ইয়াযিদ যাদের উপর নির্ভর করেছিল, তাদের কেউই ইয়াযিদের বাইয়াতের ব্যাপারে রাজি ছিল না। এমনকি সাধারণ মানুষও এটা পছন্দ করেনি। এরপরও তারা জীবনের আশঙ্কায় চুপ ছিলেন। ইমামত বা নেতৃত্ব যখন জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন জরুরি অবস্থা হিসেবে আলিমগণ সেটাকে বৈধ বলে রায় দেন।

ইমামত ওয়াজিব। এ বিষয়ে ফকিহগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্থিব ও দ্বীনী বিষয়গুলো সুশৃঙ্খল রাখা শরিয়াতের একটি উদ্দেশ্য, যা জনগণ মান্য করে চলে, এমন একজন ইমাম ছাড়া অসম্ভব। এজন্য একজনকে ইমাম বানানো জরুরি। মোটকথা, মানুষকে অবশ্যই অন্য মানুষদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে। এদিকে মানুষের স্বভাবে জুলম-এর ইচ্ছা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে করণীয় হলো দ্বীন ও দুনিয়া নিরাপদ রাখার জন্য সেই জুলম প্রতিরোধ করা।

আলিমগণের ঐকমত্যে ইচ্ছামত কাউকে ইমাম বানানো যাবে না। তবে তার ভেতর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। একজন ইমামের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও শর্ত—সবই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছিল। এ বিষয়ে তাঁর যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

ফকিহগণ বলেন, ফেতনার আশঙ্কা আছে অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়—এমন বাধা না থাকলে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপরে আরেকজনকে (মাফদুল) অগ্রাধিকার দেয়া অবৈধ। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে প্রমাণিত :

> 'সকিফার দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাত ধরে বলেছেন, 'আমি এ দুজনের যে কোনো' একজনকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। তাই এ দুজনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তোমরা তার হাতে বাইয়াত হতে পারো।' তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান, সে জাতির শাসক হবার চেয়ে এটাই আমার কাছে শ্রেয় যে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে গর্দান কেটে ফেলা হবে, এরপর তা আমাকে আর কোনো গুনাহের কাছে নিতে পারবে না।"[৫৭]

এ হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত। অথচ এই মূর্খ আব্দুল মুগিসের মারফত আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তার মতে এ হাদিস সহিহ বুখারিতে নেই। হাদিসশাস্ত্রে যার সংশ্লিষ্টতা আছে, সে এমন কথা বলতে পারে না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নিযুক্ত করেন, তখন একদল লোক তাঁর কাছে এসে বলল, 'আপনি উমরের কঠোরতার কথা জানেন। এরপরও তাঁকে খলিফা বানানোর ব্যাপারে আপনার প্রতিপালক যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কী বলবেন?' তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমাকে বসিয়ে দাও। তোমরা আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছ? আমি বলব, হে আল্লাহ! আমি আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তাদের খলিফা বানিয়ে এসেছি।'

সহিহ বুখারিতে আছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খিলাফতকে ছয়জনের পরামর্শে ন্যস্ত করলেন, তখন বললেন,

يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ

'ইবন উমর তোমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না।'

---

৫৭. সহিহ আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : আল মুহারিবুন, বাব : রাজমুল হুবলা মিনায যিনা ইযা আহসানাত।

অতএব ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযিদের চেয়ে হাজারগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এটাও বোঝা গেল সাহাবাগণ [খিলাফতের জন্য] সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খুঁজতেন এবং তাকেই সবচেয়ে হকদার মনে করতেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যে খিলাফতের ব্যাপারে ইয়াযিদের চেয়ে বেশি হকদার, এতেও কি কেউ সন্দেহ করতে পারে? এমনকি যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে মর্যাদায় নিচে, যেমন আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম—এদের প্রত্যেকেরই রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য, বংশ মর্যাদা, সাহসিকতা, দক্ষতা, পরহেযগারিতা, পরিপূর্ণ জ্ঞান এত বেশি ছিল যে, ইয়াযিদ তার ধারেকাছেও আসতে পারবে না। তাহলে কিসের ভিত্তিতে ইয়াযিদকে খেলাফতের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে? ইয়াযিদের বাইয়াতে জাহিল-আলিম নির্বিশেষে সবাই অসন্তুষ্ট ছিল। সবচেয়ে মূর্খ লোকটিকেও যদি জিজ্ঞেস করা হতো, কে বেশি ভালো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নাকি ইয়াযিদ? সে অবশ্যই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা বলত।

আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইয়াযিদের খেলাফতপ্রাপ্তি ছিল জোরপূর্বক। লোকজনের চুপ থাকার কারণ ভয় ছাড়া আর কিছুই না। যারা বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং বাইয়াত করেননি, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাদের অন্যতম। শেষে তিনি যখন জীবন নিয়ে আশঙ্কা করেছেন, তখন বাইয়াত করেছেন। অথচ এই শায়েখ আব্দুল মুগিস কেবল এই বাহ্যিক বাইয়াতই দেখল; এটা যে জোরপূর্বক ছিল, সেটা ভুলে গেল।

ইরাকবাসীরা যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি লিখল, আপনি আমাদের কাছে আসুন। আমরা আপনার কাছে বাইয়াত হব। তখন তিনিও নিজেকে খেলাফতের বেশি হকদার মনে করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন ইরাকবাসীরা তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু তারা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এজন্য ইবন যুবায়র খিলাফতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন তিনি খেলাফতের বেশি হকদার। এই শায়খ আব্দুল মুগিস জোর করে আসা অযোগ্য শাসক আর যোগ্য শাসকের মাঝে পার্থক্য করতে অক্ষম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য প্রসঙ্গে

এই শায়খ কয়েকটি হাদিস নিয়ে এসেছে, যাতে শাসকগণ অত্যাচারী হলেও তাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। সে বলেছে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, 'শাসকবর্গ অত্যাচারী হলেও তাদের সাথে জিহাদে যাওয়াকে এবং নেককার-পাপাচারী নির্বিশেষে সবার পেছনে নামায আদায়কে আমি জায়েয মনে করি। স্বয়ং ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও হাজ্জাজের পেছনে নামায আদায় করেছেন।'

আমাদের জবাব হলো, ওহে স্বল্পবুদ্ধির শায়খ! তিনি তো জায়েয বলেছেন কেবল জরুরি অবস্থার জন্য। এজন্যই ইমাম আহমদ বলেছেন, 'পাপাচারী বা নেককার যাই হোক, তার এবং যে শক্তির জোরে বিজয়ী হয়েছে, আমরা তার আনুগত্য করব।'—এসবই হলো ফেতনার আশঙ্কায়। এজন্য জরুরি অবস্থা হিসেবে সাহাবিগণ হাজ্জাজের পেছনে নামায পড়েছেন, তার যন্ত্রণায় ধৈর্য ধরেছেন। হাজ্জাজকে হযরত হাসান বসরিও লানত দিতেন। তার জন্য বদদুআ করতেন। আবার ফেতনার আশঙ্কায় তার সাথে যুদ্ধ করতেও নিষেধ করতেন।

আমাদেরকে বলেছেন মুহাম্মদ ইবন নাসির, তিনি মুহাম্মদ ইবন আলি ইবন মায়মুন, তিনি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আলি আল হুসাইনি, তিনি যায়দ ইবন জাফর ইবন হাজিব, তিনি আবু মুহাম্মদ সালিহ ইবন ওয়াসিফ আল বুকাঈ, তিনি মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন উসমান আল উমাভি, তিনি মুহাম্মদ ইবন সাহল ইবন উমায়ের আল মাযিনি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার বাবা আমাকে বলেছেন, আমি একদিন হাসান বসরির মজলিসে ছিলাম। হাজ্জাজ সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছিল। সে মজলিসে বসে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর উঠে একটি বাহনে চড়ে বসল। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে হাসান বসরিকে বলল, 'আবু সাঈদ![৫৮] এটা আমাকে দিয়ে দেবার হুকুম দিন। আল্লাহর কসম! আমার কাছে এখন একটি

---

৫৮. আবু সাইদ হযরত হাসান বসরির উপনাম।

ঘোড়া কেনা কিংবা সংসারের খরচ চালানোর মতো টাকাকড়ি নেই।' একথা শুনে হাসান কেঁদে ফেললেন। তাঁর দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি বললেন, 'এদের কী হয়েছে? আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। এরা আল্লাহর বান্দাদের গোলামে পরিণত করেছে, আল্লাহর সম্পদকে নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে, আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করেছে। এরাই নবিজি-এর নামে মদকে হালাল করতে চায়; এরা যেমন অন্যায়ভাবে মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে, তেমনি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে খরচ করছে। আল্লাহর শত্রু আসলে আসে মসৃণ পর্দাবেষ্টিত হয়ে দ্রুতগামী খচ্চরে চড়ে আর তার মুসলিম ভাই আসে যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায়, পায়ে হেঁটে।'

সেসময় হাজ্জাজ ইবন ইউসুফও বক্তৃতা শুরু করল। লম্বা বক্তৃতায় এমনকি আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল। তখন হাসান বললেন, 'সবাই একসাথে নামায পড়ো।' এরপর নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'তাদের কাছে এক ক্ষীণদৃষ্টির জন্মান্ধ লোককে পাঠানো হয়েছে, সে অভিশপ্ত, মানুষকে শাস্তি দেয়।' এরপর হাসান দাঁড়িয়ে গেলেন। সমবেত লোকেরাও দাঁড়িয়ে গেল। তখন হাজ্জাজ খুতবা বন্ধ রেখে নেমে সবাইকে নিয়ে নামায পড়ল। [নামায শেষে শাস্তি দেয়ার জন্য] সে হাসান বাসরিকে ডাকল, কিন্তু তার কিছু করতে পারল না।

আমাদের বলেছেন ইবনু নাসির, তিনি আবু আব্দুল্লাহ আল হুমায়দি, তিনি আবু আব্দুল্লাহ আল কুযাঈ ও আবুল কাসিম আস সামিরি থেকে, তাঁরা আবু মুসলিম আল কাতিব, তিনি ইবন দুরায়দ, তিনি আবু উসমান ইবন মুদার থেকে বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবন ইয়াযিদ বলেন, 'আমরা একদিন হাসান বসরির কাছে ছিলাম। তখন এক লোক এসে বলল, 'হে আবু সাঈদ! হাজ্জাজ তো হযরত সাঈদ ইবন জুবায়রকে হত্যা করে ফেলেছে।' তখন হাসান বললেন, 'পাপিষ্ঠ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উপর আল্লাহর লানত।'

আমাদের বলেছেন ইসমাঈল ইবন আহমদ, তিনি উমর ইবন আব্দুল্লাহ, তিনি ইবন বুশরান, তিনি উসমান ইবন আহমদ, তিনি হাম্বল, তিনি হারুন, তিনি যুমরাহ, তিনি ইবন শাওযাব থেকে বর্ণনা করেন, আশআস আল হুদানি বলেন, 'আমি একরাতে হাজ্জাজকে স্বপ্নে দেখলাম। সে খুবই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। বললাম, 'আল্লাহ আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?'

'আমি যাকেই হত্যা করেছি, প্রত্যেকের বদলে একবার করে আল্লাহ আমাকে হত্যা করছেন।'

'আর কী করেছেন?'

'এরপর আমার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা দিয়েছেন।'

'তারপর?'

'এরপরও একত্ববাদীগণ যে আশা করেন, আমিও সেই আশায় আছি।'

ইবন সিরিন বলতেন, 'আমি হাজ্জাজের ব্যাপারে [ক্ষমার] আশা রাখি। একথা শুনে হাসান বসরি মন্তব্য করেছেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ ইবন সিরিনের এ আশা পূরণ করবেন না।'

আমাদের বলেছেন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বাকি, তিনি মুহাম্মদ ইবন আহমদ, তিনি আবু নুয়ায়ম আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আলি, তিনি আবু আরুবা, তিনি আমর ইবন উসমান, তিনি উবাই থেকে বর্ণনা করেন, আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি, 'একবার উমর ইবন আব্দুল আযিয আদি ইবন আরতাআহ-এর কাছে চিঠি লিখলেন, 'হাজ্জাজের পথে চলবে না। সে নামায পড়ত অসময়ে, যাকাত নিতো অন্যায়ভাবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে ছিল কঠিন ধ্বংসশীল এক লোক।'

আমাদেরকে বলেছেন আবু নুয়ায়ম, তিনি আবু মুহাম্মদ হামিদ ইবন জুবুল্লাহ, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, তিনি মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন রাজা, তিনি হিশাম ইবন হাসসান থেকে বর্ণনা করেন, 'উমর ইবন আব্দুল আযিয বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত যদি নিজেদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড়াই করে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নিকৃষ্ট মানুষকে বের করে দেয় আর আমরা হাজ্জাজকে বের করি, তবে আমরাই সবার উপর জয়ী হবো!'

উমর ইবন আব্দুল আযিয তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে যারা প্রশাসনে আছেন, তাদেরকেও যুলম করার জন্য তিরস্কার করতেন। তারা প্রশাসক হলেও উমর ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

আব্দুল আযিয ইবন উমর ইবনুল আযিয বর্ণনা করেন, 'উমর ইবন আব্দুল আযিয খলিফা হবার পর তাঁর হাতে ও তাঁর পরিবারের হাতে অন্যায়ভাবে গৃহীত সকল সম্পদ আসল হকদারের হাতে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া শুরু করেছিলেন। উমর ইবন ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিক একথা শুনে তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন, 'আপনি তো আপনার আগের খলিফাদের অসম্মান করছেন, তাদের পথে চলছেন না। বিশেষভাবে আপনার আত্মীয়-স্বজনের উপরই যুলম-নির্যাতন চালাচ্ছেন।'

উমর ইবন আব্দুল আযিয জবাবি চিঠি লিখলেন,

> 'তোমার প্রথম অবস্থা হলো তুমি ওয়ালিদের ছেলে—এমনটিই ভাবা হয়।[৫৯] তোমার মা বান্নানা গোত্রের। সে হেমসের বাজারে ঘুরে বেড়াতো। তার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। মুসলমানদের

৫৯. অর্থাৎ এতে সন্দেহ আছে।

গনিমতের মাল থেকে তাকে যুবিয়্যান কিনে নিয়েছিল। এরপর তোমার বাবাকে উপহার দিয়েছিল। এরপর সে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছে। সেই গর্ভের শিশুটি, সেই নবজাতকটি কতই না নিকৃষ্ট! এরপর তুমি এক অত্যাচারী ও একগুঁয়ে মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছ। তুমি ভাব আমি যালিম! আরে আমার চেয়ে তো সেই বেশি যালিম, আল্লাহর ওয়াদা সেই বেশি তরককারী, যে নির্বোধ ও শিশু অবস্থায় তোমাকে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা বানিয়েছে। তুমি এখন তাদেরকে নিজের ইচ্ছেমত রায় দাও। ধ্বংস তোমার জন্য! ধ্বংস তোমার বাপের জন্যও! তোমাদের দুজনের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন কত মানুষ যে বাদি হবে! এসব বাদি থেকে তোমার বাবা কীভাবে মুক্তি পাবে? আমার চেয়ে সেই বেশি যালিম, আল্লাহর ওয়াদা সেই বেশি তরককারী, যে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে নিয়োগ দিয়েছে। সে অবৈধ রক্তপাত করেছে, অবৈধ সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। আমার চেয়ে তো সেই বেশি যালিম, আল্লাহর ওয়াদা সেই বেশি তরককারী, যে কুররা ইবন শুরাইকের মতো বৃদ্ধ এক বেদুইনকে মিসরের শাসনকর্তা বানিয়েছে। সে খেল-তামাশা, বাদ্য-বাজনা আর মদ্যপানের অনুমতি দিয়েছিল। আমার চেয়ে সেই বেশি যালিম, আল্লাহর ওয়াদা সেই বেশি তরককারী, যে আরবদের খুমুস থেকে গালিবা বারবারিয়্যার জন্য নির্ধারত অংশ ঠিক করে দিয়েছে। যদি অবসর পাই, আমার যদি সুযোগ হয়, তোমাকে আর তোমার পরিবারকে শুভ্র বা সঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করাব। তুমি যতক্ষণ সত্যপথ ছেড়ে গলি-ঘুপচি ধরবে এবং অন্যান্য কাজ করবে, আমার ইচ্ছা হবে, আমি যাকেই দেখব তার কাছেই তোমাকে দাস হিসেবে বেঁচে দেব এবং তোমার মূল্য ইয়াতিম, মিসকিন বিধবাদের মাঝে ভাগ করে দেব। কারণ তোমার উপর সবারই হক আছে।'

আমাদেরকে বলেছেন ইসমাইল ইবনুল ফাদল, তিনি মুহাম্মদ ইবন হিবাতুল্লাহ আত তাবারি, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল ফাদল, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন জাফর ইবন দারিসতাওয়াইহ, তিনি ইয়াকুব ইবন সুফয়ান, তিনি সাঈদ ইবন আসাদ, তিনি দুমরা থেকে বর্ণনা করেন, ইবন শাওযাব বলেন, 'একবার উমর ইবন আব্দুল আযিযের সামনে কয়েকজন দাসীকে আনা হলো। তাঁর কাছে তখন আব্বাস ইবন ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালেক ছিল। যখনই কোনো দাসী যাচ্ছিল, আব্বাস তাকে পছন্দ করছিল। বলছিল, 'আমিরুল মুমিনিন! একে গ্রহণ করুন।' বারবার এমন বলায় একসময় উমর বললেন, 'তুমি কি আমাকে ব্যভিচারের আদেশ দিচ্ছ?' ইবন শাওযাব বলেন, 'এরপর আব্বাস তার পরিবারের

লোকজনের কাছে এসে বলল, 'যে লোক ভাবে তোমাদের বাপদাদা ব্যভিচারী ছিল, তার দরজায় কেন বসে আছ?'

ইয়াকুব ও মুহাম্মদ ইবন আবু যাকারিয়া বলেন, তাঁরা ইবন ওয়াহাব থেকে, তিনি মালিক থেকে বর্ণনা করেন, একদিন উমর ইবন আব্দুল আযিয সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিককে বললেন, 'এই নারীর অধিকার আপনাকে যথাযথভাবে দিতেই হবে।' সুলায়মান বললেন, 'কোনো নারী?' তিনি বললেন, 'ফাতিমা বিনত আব্দুল মালিক।'

সুলায়মান বললেন, 'আপনি কি আমিরুল মুমিনিন আব্দুল মালিকের অসিয়্যত জানেন না? ওহে অমুক। যাও। আমিরুল মুমিনিনের চিঠি নিয়ে আসো।' ঐ চিঠিতে লেখা ছিল, মেয়েরা কিছুই পাবে না। তখন উমর বললেন, 'এই চিঠিকে আমি পবিত্র কুরআনের কাছে [যাচাইয়ের জন্য] পাঠাচ্ছি।'[৬০]

আমাদের বলেছেন, ইবনু নাসির, তিনি জাফর ইবন আহমদ থেকে, তিনি আবু আলি আত তামিমি থেকে, তিনি আবু বকর ইবন মালিক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল থেকে, তিনি বলেন, আমার বাবা বলেছেন, আমাকে বলেছেন ইয়াযিদ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন ইউনুস থেকে, তিনি সাইয়ার ইবনুল হিকাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিককে কবরে রাখার জন্য উমর ইবন আব্দুল আযিয ও তার ছেলে সুলায়মান নেমেছিলেন। হঠাৎ তাঁদের হাতেই ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিক নড়ে উঠলেন।[৬১] সুলায়মান বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! দেখুন আমার বাবা জীবিত।' উমর বললেন, 'আল্লাহর কসম। তা নয়। উল্টো তোমার বাবার [শাস্তি] দ্রুত শুরু হয়েছে।'

আমাকে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বাকি, তিনি আহমদ ইবন মুহাম্মদ থেকে, তিনি হাফিজ আবু নুয়ায়ম থেকে, তিনি আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সিনান থেকে, তিনি হাতিম ইবন লাইস আয যাওহারি থেকে, তিনি হাজ্জাজ থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবন সালামা, তিনি আলি ইবন যায়দ থেকে বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব বলেছেন, 'আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে নামাযই পড়ি না কেন, তার শেষে মারওয়ানের গোষ্ঠীর উপর বদ দুআ করি।'

---

৬০. অর্থাৎ আব্দুল মালিক যাই লিখে থাকুক না কেন, তা কুরআনের বিপরীত হলে ধর্তব্য নয়। কুরআনে মেয়েদেরকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। তাই তাদের হক বুঝিয়ে দিতে হবে।

৬১. দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যার ছাপায় ভুলবশত সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক লেখা হয়েছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহী ছিলেন না

এই ঝগড়াটে শায়খ বলেন, 'একদল লোকের মতে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু খারেজি বা বিদ্রোহী ছিলেন।'

এর জবাবে আমরা বলি, 'খারেজি তো সেই, যে যোগ্য শাসকের সাথে বিদ্রোহ করে। কিন্তু ইমাম হুসাইন তো বাতিল প্রতিরোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়েছিলেন। ইবন আকিলের[৬২] হাতের লেখা থেকে আমি কিছু অংশ উঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি লিখেছেন-

> 'এক লোক বলল, 'হুসাইন তো খারেজি ছিলেন! কথাটি আমার অন্তরে বড় আঘাত করল। বললাম, 'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহিম যদি এখন বেঁচে থাকতেন, তিনি নবী হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন। ধরা যাক, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিজের সন্তান নাম দিলেও তাঁরা ইবরাহিমের পরবর্তী স্তরে ছিলেন,[৬৩] এখন নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানের সন্তান কি তাঁর পর ইমাম হওয়ার যোগ্যও নন?'

আর তাঁকে এভাবে খারেজি নাম দেয়া ও তাঁকে ইমামত থেকে বের হওয়া বনু উমাইয়ার অত্যাচার-অনাচারের দরুন। এটা যেমন ধর্মবিরোধী তেমনি যুক্তিবিরোধী কথা।'

ইবন আকিল আরও বলেন,

> 'শোনো। আমি যদি লোকের আমানতদারিতার কথা তোমাকে বলি, ভুলেও ভেবো না সত্যি বলছি। সৃষ্টিজগতের উপর সবচেয়ে হকদার

---

৬২. আলি ইবন আকিল আল বাগদাদি (মৃ. ৫১৩ হি.)। তিনি বাগদাদে নিজের সময়ে হাম্বলি মাযহাবের সর্বশ্রেষ্ঠ শায়খ ছিলেন।

৬৩. অর্থাৎ রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কনিষ্ঠ পুত্র ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বেঁচে থাকলে তিনি সম্পর্কে ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মামা হতেন।

মানুষ হলেন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি হিদায়েত দিয়েছেন, শিখিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা ক্ষুধার্ত, তাদেরকে পেট ভরিয়েছেন আবার যারা লাঞ্ছিত, তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সর্বোপরি আখিরাতে শাফাআত করার ওয়াদা করেছেন। বলেছেন,

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোনো বিনিময় চাই না।'[৬৪]

এরপরও এরা তাঁর সাহাবিগণকে হত্যা করেছে, তাঁর বংশধরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

সেই ঝগড়াটে শায়েখ বলেন, 'আপনারা কেন ইয়াযিদের বাবা অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানে ইয়াযিদের সমালোচনা করা ছাড়েন না?'

আমাদের জবাব হলো, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, খাল্লাল, তাঁর গোলাম আবু বকর আব্দুল আযিয, কাজী আবু ইয়ালা, তাঁর পুত্র আবুল হুসাইন—এঁরা কেউই তো ছেড়ে কথা বলেননি। শেষেরজন তো আপনারই ওসতায। আপনার শায়খের সাথেই আপনি একমত হতে পারেননি। সেজন্য আসলে এ দুটি জিনিসের যেকোনো একটি দায়ী : আপনি আসলেই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা আপনার উদ্দেশ্যই হলো অস্বীকার করা।

তাছাড়া সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তো জান্নাতের সুসসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। ছিলেন বদরি সাহাবি, মজলিসে শুরার একজন সদস্য। এরপরও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার ছেলে উমর[৬৫] যা করেছে, সেজন্য লোকেরা চুপ থাকেনি। কথা হলো, ধর্ম [দ্বিমুখী] ভালোবাসা বরদাশত করে না।

এই শায়খ ইয়াযিদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলেছেন, সে অনেক মহানুভব ছিল। সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চার লাখ [দিরহাম] দিয়েছিল।

আমাদের জবাব হলো, আপনি যে কারণে ইয়াযিদের প্রশংসা করছেন, সেটা আসলে নিন্দার্হ। কারণ এটা মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া এগুলো তো তার নিজের সম্পদ নয়। যে এমন অপচয় করে সে নিন্দার্হ, প্রশংসিত নয়। তার দানধ্যানের উদ্দেশ্য ছিল লোকের মুখ বন্ধ রাখা।

---

৬৪. সুরা শুরা : ২৩

৬৫. অর্থাৎ উমর ইবন সাদ। সেই সর্বপ্রথম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর উপর তীর ছুড়েছিল, ইয়াযিদি বাহিনীর একাংশের নেতৃত্বও সে দিয়েছিল। পরবর্তীতে মুখতার সাকাফির সৈন্যদের হাতে সে নিহত হয়েছিল।

শায়খের আরেক যুক্তি হলো, 'ইয়াযিদ তো দ্বিতীয় যুগের মানুষ। আর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُم قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগের মানুষ। এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষ।'[৬৬]

আমাদের জবাব হলো, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমভাবে যুগের সবার কথা বুঝিয়েছেন, এর ব্যতিক্রম পাপিষ্ঠরা এখানে উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় যুগে তো হাজ্জাজের মতো যালিম আর মাবাদ আল জুহানির মতো বেদাতিরাও ছিল।

এই শায়খ আরও বলেছেন, 'বর্ণিত আছে, একদল লোক গিয়ে দেখেছে যে, ইয়াযিদ কুরআন তিলাওয়াত করছে।' আমি বলি, তার এ দলিলের জবাবে আমি অকাট্য যুক্তিতে তাকে লা-জবাব করব।[৬৭]

মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে উপকৃত করেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করেন—তাঁর কাছে এই আমাদের প্রার্থনা। তিনিই তো মহান পর্যবেক্ষক, প্রার্থনায় সাড়াদানকারী।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।

---

৬৬. সহিহ আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, কিতাব : ফাদাইলুস সাহাবা।

৬৭. মূল পাণ্ডুলিপিতে এখান থেকে কয়েকটি শব্দ মুছে গিয়েছে– অনুবাদক।

গ্রন্থপঞ্জি

- আল কুরআনুল কারিম
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি, *সহিহ আল বুখারি*, বৈরুত: দার ইবন কাছির, ২০০২ খ্রি.
- আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ আল মুসলিম*, রিয়াদ: দারু তাইবাহ, ২০০৬ খ্রি.
- আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানি, *আস সুনান*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.
- আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা ইবন সাওরাতা আত তিরমিযি, *আল জামেউস সাহিহ*, কায়রো: মাকতাবাতু ওয়া মাতবাআতু মুসতাফা আল বাবি আল হালবি, ১৯৭৫ খ্রি.
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আল কাযভিনি ইবন মাজাহ, *আস সুনান*, কায়রো: দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তাবি
- আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আসআদ আল ইয়াফেঈ, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান ফি মারিফাতি মা ইউতাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.
- আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আয যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.
- আবু জাফর সিদ্দিকি, *তাহকীকুল মাসায়েল*, ফুরফুরা শরীফ মোজাদ্দেদ মিশন, তাবি
- আবু শামা আল মাকদিসি, *আয যাইলু আলার রাওদাতাইন*, বৈরুত, ১৯৭৪ খ্রি.
- আব্দুর রশীদ নোমানী, *ইয়াযিদ কি শখসিয়্যত আহলে সুন্নত কি নযর মে*, করাচি: আর রহিম একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.
- আব্দুর রউফ আল মানাভি, ফাইযুল কাদির শারহুল জামিইস সাগির মিন আহাদিসিল বাশিরি ওয়ান নাযির, বৈরুত, দারুল মারেফাহ, ১৯৭২ খ্রি.
- আবুল ফিদা ইবন কাসির আদ দিমাশকি, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরুত
- আহমদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*

- আহমদ ইবন হাম্বল, *ফাদাইলুস সাহাবা*
- আব্দুল আযিয সায়্যিদ হাশিম আল গাযযাওয়ালি, *ইবনুল জাওযি আল ইমামুল মুরাব্বি ওয়াল ওয়াইযুল বালিগ ওয়াল আলিমুল মুতাফান্নিন*, দামেস্ক: দারুল কলম, ২০০০ খ্রি.
- ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিআতুল আইয়ান ফি আনবাই আবনাইয যামান*, বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৭২ খ্রি.
- ইবনুল আসির, *আল কামিল ফিত তারিখ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.
- ইবন তায়মিয়া আল হাররানি, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, রিয়াদ: ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াদ দাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, ২০০৪ খ্রি.
- ইবন হাজার আল আসকালানি, *আল ইমতা বিল আরবাঈন আল মুতাবাইনাতুস সামা*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.
- ইবন হাজার আল হাইতামি, *আস সাওয়াইকুল মুহরিকা আলা আহলির রাফদি ওয়াদ দালালি ওয়ায যানদাকাহ*, রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ১৯৯৭
- ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাবি ফি আখবারি মান যাহাব*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১২ খ্রি.
- জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, বৈরুত: দার ইবন হাযম, তাবি
- জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *জামিউল আহাদিস*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪ খ্রি.
- মাহমুদ আল আলুসি, *রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনির আযিম ওয়াস সাবইল মাসানি*, বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, তাবি
- মুহাম্মদ ইবন আলি আশ শাওকানি, *নাইলুল আওতার*
- ড. মুহাম্মদ মাহদি আল মাসলামি ও অন্যান্য, *মাউসুআতু আকওয়ালি আবিল হাসান আদ দারাকুতনি*, বৈরুত: আলামুল কুতুব, ২০০১ খ্রি.
- রমাদান আফেন্দি, *শারহু রামাদান আফেন্দি আলা শারহিস সাদ আলাল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ*, তুরস্ক: মাকতাবাতু সিদা, তাবি
- শারফুদ্দিন ইয়াহইয়া আন নববি, *আল আযকার মিন কালামি সায়্যিদিল আবরার*, রিয়াদ: মাকতাবাতু নাযার মুসতাফা আল বায, ১৯৯৭ খ্রি.
- শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, *শারহু তারাজিমি আবওয়াবিল বুখারি*, করাচি: কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, তাবি
- সাদুদ্দিন আত তাফতাযানি, *শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ*, আস্তানা, কাজাখস্তান, ১২৭৭ হি.
- সাদুদ্দিন আত তাফতাযানি, *শারহুল মাকাসিদ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১১ খ্রি.

"কারি কে হুসাইন এখতিয়ার করদি
দর গুলশনে মুসতফা বাহারি করদি ।"
"হুসাইন! আপনি যে কীর্তি গড়েছেন,
তাতে বসন্ত এসেছে মুস্তফার ফুলবাগানে ।"

—খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রহ.

ঐতিহ্য
ISBN 978-984-776-459-7
9 789847 764597